বিশ্বকোষ

ত্রয়োদশ ভাগ।

বালরোগান্তকরস (পুং) বালরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ-মাক্ষিক ২ মাষা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশু-রিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ, থুলকুড়ি, এই সকলের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত অপরাজিতার মূল ২ মাষা ও মরিচ ২ মাষা উহার সহিত মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহাতে বালকের জ্বর ও কাস প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

বাললীলা (স্ত্রী) ১ বালকের খেলা। ২ বাল্যোপযোগী খেলা।

বালব (পুং) জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ, ইহা দ্বিতীয়করণ, এই করণে শুভকর্ম্মাদি নিন্দিত নহে। এই করণে জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত কার্য্যকর্ত্তা, আত্মীয় ভরণশীল, সেনাধ্যক্ষ, কুল ও শীলযুক্ত, উদারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বলবান্ হইবে।

"কার্য্যস্থ কর্ত্তা স্বজনস্থ ভর্ত্তা সেনাপ্রণেতা কুলশীলযুক্তঃ!
উদারবুদ্ধির্বলবান্ মনুষ্যশ্চেদ্ বালবাখ্যে জননং হি যস্থ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

বালবৎস্য (পুং) কপোত। (বৈদ্যকনি°)

বালবায়জ (ক্লী) বালবায়ে বৈদূর্য্যপ্রভবে দেশবিশেষে জায়তে জন-ড। বৈদূর্য্য। (ত্রিকা°)

বালবাসস্ (ক্লী) বালানাং লোম্নাং বালৈর্নির্ম্মিতং বা বাসঃ। ১ কেশনির্ম্মিত বস্ত্র। ২ বালকের বস্ত্র।

বালবাহ্য (পুং) বালাঃ শিশবো বাহ্যা যস্থ, এতে খলু কস্মিং-শ্চিৎ উপস্থিতে ভয়ে শিশূন্ পৃষ্ঠে নিধায় পলায়ন্তে ইতি প্রসিদ্ধে তথাত্বং। ১ বনছাগ। (হারা°) (ত্রি) ২ বালকবহনীয়।

বালব্যজন (ক্লী) বালস্থ চমরীপুচ্ছস্থ বালেন বা নির্ম্মিতং ব্যজনং। চামর, পর্য্যায়—রোমগুচ্ছ, প্রকীর্ণক।

'যস্থার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ॥"
(কুমার ১।১৩) ২ বালকের ব্যজন।

বালব্রত (পুং) মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষের নামান্তর। (ত্রিকা°)

বালশাস্ত্রী কাগলকর, প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগপ্রণেতা।

বালশাস্ত্রী, বালবোধিনী ও বালরঞ্জিনী নামে ব্যাকরণপ্রণেতা।

বালশাস্ত্রী গোর্দে, যোগচিন্তামণিপ্রণেতা।

বালশৃঙ্গ (ত্রি) নবশৃঙ্গযুক্ত। যে পশুর নবশৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

বালসখি (পুং) বাল্যবন্ধু।

বালসন্তোষী, বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর-জেলাবাসী জা[illegible] বিশেষ। বালকবালিকাদিগকে সন্তোষ-দান ও তাহ[illegible] মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করাই ই[illegible] উপজীবিকা। সামাজিক আচার ব্যবহারে ইহারা কুণ[illegible] মত। কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া ইহারা [illegible] বালিকাদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল বলিয়া থাকে। [illegible] মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ইহারা ধর্ম্মকর্ম্ম সমাপন করে। গ্রা[illegible] ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে।

বালসমন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত [illegible] সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে শাম্ভর লবণের বিস্তৃত বাণিজ্য [illegible] রাজপুতনা-রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় ঐ বাণিজ্যের অনেক অব[illegible] হইয়াছে।

বালসন্ধ্যাভ (পুং) বালসন্ধ্যা ইব আভা যস্থ। অরুণবর্ণ। (হে[illegible]

বালসরস্বতী, বালসরস্বতীয় কাব্যরচয়িতা। ইনি মদন নামেও পরিচিত।

বালসাত্ম্য (ক্লী) দুগ্ধ। (হেম)

বালসূরি, হেমাদ্রিসর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত-প্রণেতা।

বালসূর্য্য (ক্লী) বালঃ সূর্য্য ইব। ১ বৈদূর্য্যমণি। (ত্রিকা°) (পুং) ২ প্রাতঃকালীন সূর্য্য, সকাল বেলার সূর্য্য।

বালসূর্য্যক (ক্লী) বালসূর্য্য এব স্বার্থে কন্ বৈদূর্য্যমণি। (শব্দরত্না°)

বালস্থান (ক্লী) ১ বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ২ শিশুত্ব।

বালহস্ত (পুং) বালা হস্ত ইব মক্ষিকাদীনাং নিবারকত্বাৎ। বালধি। লোমযুক্ত লাঙ্গূল। (ত্রি) বালানাং কেশানাং হস্তঃ সমূহঃ। ২ কেশসমূহ। (উজ্জ্বলদত্ত)

বালা (স্ত্রী) বালাঃ কেশা ইব পদার্থা বিদ্যন্তে যস্তাঃ, বাল-'অর্শ আদিত্যাদচ্' ততষ্টাপ্। ১ নারিকেল। ২ হরিদ্রা। ৩ মল্লিকা-ভেদ। ৪ অলঙ্কারভেদ। ৫ মেধ্যা। ৬ ত্রুটি। (মেদিনী) ৭ ঘৃতকুমারী। ৮ হ্রীবের। (শব্দরত্না°) ৯ অম্বষ্ঠা। ১০ নীল-ঝিণ্টী। (রাজনি°) ১১ একবর্ষবয়স্কা গবী।

"বর্ষমাত্রা তু বালা স্যাদতিবালা দ্বিবার্ষিকী।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১২ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী। এই স্ত্রী গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রশংস-নীয়া ও হর্ষদায়িনী।

"বালাস্ত্রী প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ॥" (রতিমঞ্জরী)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বালাস্ত্রী সেবনে বলবৃদ্ধি হয়।

"নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্দ্ধয়তে বলং।" (ভাবপ্র°)

কন্যামাত্রেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চবর্ষবয়স্কা কন্যাকেও বালা কহে।

"পঞ্চবর্ষা স্মৃতাবালা" (হারীত ১।৫)

দুই বৎসরের কম বয়স্কাকেও বালা কহে। ইহাদের মৃত্যু [illegible]লে উদকক্রিয়া ও অগ্নিসংস্কার হইবে না। ইহাদিগকে [illegible]র মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হইবে।

"[illegible]জাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
[illegible]তষামগ্নিসংস্কারো ন পিণ্ডং নোদকক্রিয়া॥" (গরুড়পু° ১০৭অঃ)

[illegible]ই (আরবী) দুরদৃষ্ট।

[illegible]কি (পুং) বলাকায়া অপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা [illegible]।১।৯৬) গার্গ্য ঋষিভেদ। "দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য [illegible]াস" (বৃহদারণ্যক উপ°)

[illegible]লাক্ষী (স্ত্রী) বালাঃ কেশা ইব অক্ষিসদৃশং পুষ্পং যস্তাঃ। [illegible]কশপুষ্পাবৃক্ষ। পর্য্যায়—মানসী, দুর্গপুষ্পী, কেশধারিণী। (শব্দচন্দ্রিকা)

বালাখানা (পারসী) উপরের ঘর।

বালাঘাট, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশের প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। যে জেলাগুলি ঘাট পর্ব্বত-মালার উপরে অবস্থিত, তাহাই বালাঘাট এবং যাহা ঘাটের নিম্নদেশে অবস্থিত, তাহাই পয়নঘাট নামে অভিহিত ছিল। অক্ষা° ৮° ১০´ হইতে ৮° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২০´ হইতে ৮০° ১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসীর নিকট বেল্লারী, কর্ণূল ও কড়াপা জেলা এখনও বালাঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

বালাঘাট, মধ্যপ্রদেশের চিফকমিসনরের অধীন নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ১৮´ হইতে ২২° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪২´ হইতে ৮১° ৪´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৩১৪৬ বর্গমাইল। বুর্হানগড় ইহার বিচারসদর।

জেলাটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। দক্ষিণভাগ প্রায় সমতল ও সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন। দ্বিতীয়ভাগে মানতালুক নামা উপ-ত্যকা ভূমি এবং তৃতীয়ভাগে রায়গড়বোছিয়া নামক অধিত্যকা-প্রদেশ। প্রথমবিভাগে বেণগঙ্গা, বাঘ, দেব, ঘিসরি ও শোণনদী প্রবাহিত। ১ম ও ২য় ভাগ প্রায় বনমালাসমাচ্ছন্ন। ৩য় ভাগের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতভূমি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের স্থানবিশেষে গভীর জঙ্গল দৃষ্ট হয়। টোপ্-লার শালবন তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবনদীতটে কটঙ্গ নামে একপ্রকার বাঁশ জন্মে, উহা প্রায় ৯০ ফিট্ উচ্চ হয়। এরূপ সুন্দর বাঁশ ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এই বন্য-ভাগে গোঁড় ও বৈগা জাতিরই বাস অধিক। কোন কোন ঝরণায় সোণা পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন লৌহ, সুর্ম্মা, গৈরিমাটী ও অভ্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র আক্রমণের পূর্ব্বে এই স্থানের দক্ষিণভাগের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিন্তু ঐ সময়ের শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই নাগপুরের ভোঁসলে-সর্দ্দারগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রগণের অধিকারের পূর্ব্বে উত্তর দিক্স্থ উচ্চ ভূমে গড়ামণ্ডলার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রস্তরনির্ম্মিত বৌদ্ধমন্দির হইতে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধি কল্পনা করা যায়। শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতে এই আদিম বনভূমি উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ নায়ক নামক জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে এবং অধ্যবসায়ে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নানাস্থান হইতে এখানে লোক আসিয়া বাস করে। পরশ-বাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী ৩০ খানি গ্রাম এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়া এই উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

এখানকার মধ্যে বুড়া, বাড়া, শিওনি, শালবাড়া ও কটঙ্গী নগর অনেকটা সমৃদ্ধিশালী। নদীবক্ষে অথবা পার্ব্বত্যপথে

গোরুর গাড়ী করিয়া এখানকার পণ্যদ্রব্য পাঁচেরা, বরাই, বাণপুর ও ভোণ্ডবার পার্ব্বতীয় প্রদেশে নীত হইয়া থাকে।

বালাঘাট, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্যভূমি। অজণ্টাপর্ব্বতের উপরিদেশে স্থাপিত। দাক্ষিণাত্য অধিত্যকা ভূমির ইহাই সর্ব্বোত্তর সীমা। লকেনবাড়ীঘাট নামক পার্ব্বত্য-দেশ হইয়া বালাঘাটে প্রবেশ করিতে হয়। অক্ষা° ২০° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´ পূঃ।

বালাজী আবজী, মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর শাসনসভায় নিযুক্ত জনৈক প্রভু-কায়স্থ চিট্‌নীস্। ইনি হরিরামাজীর পৌত্র ও আবজীহরির পুত্র। তাঁহার পিতা পুরুষানুক্রমে হাবসীরাজ-সরকারে দেওয়ানের কর্ম্ম করিতেন। আবজীহরি জেজুরিতে খণ্ডোবার পূজা দিতে গমন করিলে হাবসীরাজের মৃত্যু হয়। জ্ঞাতিশত্রুগণ রটনা করে যে, তাঁহারই পূজায় রাজার মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদে আবজীহরিকে সবংশে সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দিতে আদেশ হয়। তাঁহার তিনপুত্র বালাজী আবজী, খামজী আবজী ও চিমনাজী আবজী মাতার সহিত রাজাপুর বন্দরে আনীত হন। এখানে বালাজী আবজীর মাতুল বিসাজী শঙ্কর ২৫ হোণ মুদ্রা দিয়া চারিজনকেই ক্রয় করেন। বালাজীর মাতা পরিশ্রম দ্বারা ৫ মুদ্রা পরিশোধ করেন। পরে শিবাজী বালকের সুন্দর হস্তলিপি দেখিয়া বাকি ২০ হোণ মুদ্রা দিয়া বালাজীকে ক্রয় করিয়া লইলেন এবং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আপনার চিট্‌নীসীপদ প্রদান করেন।

চিট্‌নীস (Secretary) পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয়। শিবাজীর কার্য্যে তিনি প্রাণ-মন-সমর্পণ করেন। তাঁহার সমুদায় গুপ্তকার্য্যই বালাজীর হাত দিয়া চলিয়া ছিল। অফজলখাঁর হত্যা, সম্ভাজী ও জিজিবাঈর মুক্তি, দিল্লীতে শিবাজীর ও সম্ভাজীর বন্দিত্ব মোচন এবং ইংরাজদিগের সহিত রাজকারণোপলক্ষে তিনি স্বীয় প্রভুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনিই মিষ্টান্নের ঝুড়িমধ্যে শিবাজী ও সম্ভাজীকে রক্ষা করিয়া শত্রুর করালকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সেবা, ভক্তি ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া শিবাজী বালাজীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। ক্রমে চিট্‌নীস আবজী সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া পড়িলেন। মুখ্যপ্রধান মোরোপন্ত পিঙ্গলে তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে ছল খুঁজিতে লাগিলেন। চিট্‌নীস-পুত্র আবজীবাবার উপনয়ন উপলক্ষে ব্রাহ্মণপ্রবর মোরোপন্ত গোল বাঁধাইলেন। তিনি বলিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই; সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে কায়স্থের অধিকার থাকিতে পারে না। যাহা হউক অনেক তর্কবিতর্কের পর বালাজী পুত্রের উপনয়নক্রিয়া বন্ধ রাখিলেন। শিবাজী এই সমস্ত অবগত হইয়া কাশীস্থ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সংগ্রহের আদেশ করিলেন, তদনুসারে তিনি কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মতিপত্র সংগ্রহ করেন।

রাজ্যাভিষেককালে শিবাজীর উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই। বালাজী আবজী বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিতবর গাগাভট্টের শাস্ত্রীয় যুক্তিতে প্রৌঢ়বয়সে শিবাজীকে উপনয়নসম্পন্ন ও রাজ্যাভিষিক্ত করেন। শিবাজী প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে চিট্‌নীস (Chief Secretary) পদ প্রদান করিলেন। শিবাজীর অভিষেকের পর চিট্‌নীসপ্রবর নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র আবাজীবাবার উপনয়ন সমাধা করাইলেন। এই উৎসবে গাগাভট্ট প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া যথানিয়মে কায়স্থপ্রভুর সংস্কারাদি সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

সম্ভাজীর রাজ্যাধিকার লইয়া মহারাষ্ট্ররাজ্যে গোল বাঁধে। বালাজী আবজী অন্যান্য অমাত্যবর্গের সহিত এই ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও সম্ভাজীর আদেশে ১৬০৩ শকে (১৬৮১ খৃষ্টাব্দে) তিনি হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত ও তাহাতে নিহত হন।

বালাজীলক্ষ্মণ, খান্দেশের জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কোপরগাঁওর সাত হাজার ভীলকে ছলে ভুলাইয়া ধৃত করেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশকে দুইটী কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বালাজী বাজীরাও, মহারাষ্ট্ররাজ্যের তৃতীয় পেশবা। ইনি পেশবা ১ম বাজীরাওর পুত্র। বালারাও পণ্ডিত-প্রধান নামে ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাসরাও নিহত হন। তাঁহার অপর দুইপুত্র মধুরাও ও নারায়ণরাও যথাক্রমে পেশবাপদ পাইয়াছিলেন। [পেশবা দেখ।]

বালাজী বিশ্বনাথ, মহারাষ্ট্ররাজ্যে পেশবা নামক ব্রাহ্ম বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি কোঁকন প্রদেশের একটী গ্রামের পাটোয়ারীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তথা হইতে তিনি যাদববংশীয় জনৈক সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখানে তাঁহার গুপ্ত প্রতিভারাশি বিকসিত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সম্ভাজীর পুত্র সাহুর রাজ্যকালে তিনি মহারাষ্ট্র-রাজসরকারে পেশবাপদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ১ম বাজীরাও পেশবা হইয়া রাজ্যশাসন করেন।

[পেশবা দেখ।]

বালাডুম্বুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বালাণ্ডা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী পরগণা। কলিকাতার পূর্ব্বে ও সুন্দরবনের উত্তরে অবস্থিত। হারুয়া, গোঁসাইপুর, হাদিপুর, নায়াবাদ, মাজিয়ার্ণ্টি, বেদারী, খাটুরা জনার্দ্দনপুর, চাঁদপুর, হরিপুর, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রাম এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। হারুয়া-গ্রামে পীর গোরাচাঁদের প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে।

বালাদিত্য (পুং) ১ নবোদিত সূর্য্য। ২ কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৩।৪৭৭) [মগধ ও কাশ্মীর দেখ।]

বালাপুর, ১ বেরার প্রদেশের অকোলা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৭০ বর্গমাইল। ২ উক্ত জেলার একটী নগর। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলওয়ের পারস ষ্টেসনের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯´ ১৫´´ পূঃ। মুনানদী ইহার উপকণ্ঠে প্রবাহিত। মোগলরাজগণের অধিকারে ইলিচপুরের পর এখানে সেনাবাস স্থাপিত হইয়াছিল। বালা নামক দেবীমন্দির-সম্মুখে এখানে পূর্ব্বে একটী মহামেলা হইত। বালাদেবীর মন্দির এখানে অবস্থিত বলিয়াই এই নগরের বালাপুর নাম হইয়াছে। আইন-ই-অকবরী-গ্রন্থে এই পরগণার সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পুত্র আজমশাহ এখানে বাস করিতেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিজাম উল্-মুল্‌ক্ এই নগরের সন্নিকটে মোগলসৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। মেলঘাটের পার্ব্বত্যদুর্গ ব্যতীত বালাপুরের দুর্গই বেরারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইলিচপুরের নবাব ইস্মাইল খাঁ কর্ত্তৃক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১০৩২ হিজিরায় নির্ম্মিত এখানকার জুমা মস্‌জিদ ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। নগরের দক্ষিণদিকৃস্থ নদীতীরে 'ছত্রি' নামক ছত্রাকৃতি অট্টালিকা এই নগরের প্রধান শোভা। প্রবাদ, সম্রাট্ আলমগীরের অনুচর রাজা সবাই জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই 'ছত্রি' নির্ম্মিত হয়। এখানকার বাজারে একপ্রকার স্থানীয় বস্ত্র বিক্রীত হয়।

বালাম (দেশজ) সিদ্ধতণ্ডুলবিশেষ। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ইহার ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বালাময় (পুং) বালস্য আময়ঃ। বালরোগ। [বালরোগ দেখ।]

বালায়নি (পুং) বালায়া অপত্যং তিক্তাদিত্বাৎ ফিঙ্ (পা ৪।১।১৫৪)। বালার অপত্য।

বালারাও, বিখ্যাত নানাসাহেবের ভ্রাতা, অযোধ্যাপ্রদেশের সিপাহিবিদ্রোহের জনৈক নেতা। তুলসীপুরের পর্ব্বতমূলে তাঁহার সহিত ইংরাজের (১৮৫৮, ২৩শে ডিসেম্বর) ঘোর যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি নিজ ভ্রাতা নানার ন্যায় জঙ্গলমধ্যে পলায়ন করেন। তাঁহার পলায়নে অযোধ্যাপ্রদেশে বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছিল এবং প্রায় ১॥০ লক্ষ সশস্ত্র বিদ্রোহীসেনা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

বালারুণ (পুং) বালসূর্য্য, বালার্ক।

বালার্ক (পুং) বালঃ নবোদিতোহর্কঃ। প্রাতঃকালীন সূর্য্য।
"রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীংতনুং।" (জগদ্ধাত্রীধ্যান)

২ কন্যারাশিস্থিত সূর্য্য। এই সূর্য্যতাপ শরীরে লাগাইলে শরীরের অনিষ্ট হয়।

"শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥" (চাণক্য)

বালাসিনোর, (বাদাসিনোর) গুজরাত প্রদেশের রেবাকান্থার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২° ৫৩´ হইতে ২৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৭´ হইতে ৭৩° ৪০´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ১৮৯ বর্গমাইল। এখানে মহী নামক নদী প্রবাহিত। চাষবাসের জন্য কূপ খনন করিয়া জল লইতে হয়। এখানকার সর্দ্দারগণ মুসলমান। ইহাদের উপাধি 'বাবি' বা দ্বাররক্ষক[১]। ইংরাজরাজ-নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্ম্মচারীর অনুমতি লইয়া ইহারা হত্যাপরাধীর দণ্ড দিয়া থাকেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ও গাইকবাড়রাজকে ইহারা কর দিয়া থাকেন। সৈন্যসংখ্যা ২০৩ জন। ইহারা ইংরাজের নিকট ৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। সলাবৎ খাঁর পঞ্চম পুরুষ অধস্তন সেরখাঁ বাবি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবার হইতে বালাসিনোর ও বীরপুরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। পরে জুনাগড় রাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র এখানে ও কনিষ্ঠ জুনাগড়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। গুজরাতে মহারাষ্ট্রপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে (১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে) এখানকার সর্দ্দারগণ পেশবা ও গাইকবাড়রাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার অধিকৃত এই স্থান ইংরাজরাজের পলিটিকাল-এজেণ্টের শাসনভুক্ত হয়। ২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। শেরিনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৪´ পূঃ।

বালাহিসার, কাবুলের সীমান্তদেশবর্ত্তী একটী নগর। ইহাকে কাবুল-প্রবেশের দ্বার বলিলেও চলে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজসৈন্য আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। এখানে শাহসুজার রাজপ্রাসাদ ও তোরণস্তম্ভ আছে। ইংরাজগণ এখানে সেনাবাস স্থাপন করিতে চাহিলে সুজা প্রথমে আপত্তি করেন; কিন্তু অবশেষে সম্মতিদানে বাধ্য হন।

---

(১) মোগল রাজদরবারে এই বংশের আদিপুরুষ দ্বাররক্ষীর কার্য্য করিত।

বালাসন, দার্জ্জিলিঙ্গ জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। জগৎলেপছা নামক ভূভাগ হইতে উত্থিত হইয়া এই নদী তরাই অভিমুখে আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। নূতন বালাসন নামক শাখা শিলিগুড়ির দক্ষিণে মহানদীতে মিশিয়াছে এবং অপরটী পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য জঙ্গলময় তরাই প্রদেশে নানা দ্রব্যের চাষ হয়।

বালাসুর (পুং) অসুরভেদ। (হেম)

বালাহেরা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার গিরিপথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪৭´ পূঃ। এখানকার পার্ব্বত্যদুর্গ ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে শিন্দে সেনানী ডি বয়নি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়।

বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ্‌। কপিবিশেষ। বানরদিগের অধিপতি। পর্য্যায়—ঐন্দ্র, বালী। (ত্রিকা°)

রামায়ণে লিখিত আছে, মেরু নামে এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের কোন একটী শৃঙ্গে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত। একদিন কমলযোনি ব্রহ্মা এইস্থলে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়। পতিত হইবামাত্র তাহাতে এক বানর উৎপন্ন হইল। ইহার নাম ঋক্ষরাজ। ব্রহ্মা এই বানরকে দেখিয়া কহিলেন, হে বানর! তুমি এই অমরবৃন্দের বিহারভূমি সুমেরু শৈলে আসিয়া নানাবিধ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া নিয়ত আমার নিকট বাস কর।

একদা এই বানর তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্তর মেরু-শিখরে গমন করিল, তথায় একটী সরোবরে আপনার মুখচ্ছায়া অবলোকন করিয়া ভাবিল, আমার সদৃশ ইহাকে দেখিতেছি, এই বানর আমার পরম শত্রু, অতএব ইহাকে অচিরে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া ঐ জলমধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িল। পরে ঐ বানর হ্রদ হইতে উঠিয়া মনোহর স্ত্রীরূপ ধারণ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই এই কামিনীকে অবলোকন করিয়া মন্মথের বশবর্ত্তী হইলেন। ক্রমে ইহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অবশেষে ইন্দ্র এই রমণীকে লাভ করিতে না পারিয়া তাহার মস্তকে স্খলিতবীর্য্য পাতিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে দিবাকরও কন্দর্পের বশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবায় নিষিক্ত বীজ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই মদন-ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর ঐ রমণী বাসবের বীর্য্য অমোঘ জানিয়া তাহা হইতে এক শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন করিল। ইহার নাম হইল বালি। গ্রীবানিপতিত বীজ হইতে সুগ্রীব হইল। এইরূপে ইন্দ্র হইতে বালি এবং সূর্য্য হইতে সুগ্রীবের উৎপত্তি হইল।

সেই দিন অতিবাহিত হইলে ঋক্ষরাজ পুনরায় বানররূপ প্রাপ্ত হইল। পরে দুই পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপ-স্থিত হইলে ব্রহ্মা কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া রাজ্য করিতে আদেশ দেন। বিশ্বামিত্র এইখানে একটী মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করেন। বালি এই নগরীতে বানরগণের রাজা হইয়া অবস্থান করে। ইহারা দুইজন অতিশয় বলবান্ ছিল, ত্রিজগতে কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। বালির প্রধান মহিষীর নাম তারা। সুগ্রীবের পত্নীর নাম রুমা।

একদিন কোন এক মায়াবী দৈত্যের উপদ্রবে বালি স্বীয় ভ্রাতাকে পাতালদ্বারে রাখিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য পাতালে গমন করিল। কালবিলম্ব দেখিয়া সুগ্রীব ইহার মৃত্যু নিশ্চয় করে, পরে ঐ দ্বারদেশে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া বালির মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে। বালির মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রীরা তাহাকেই রাজা করিল। পরে সুগ্রীব তারার সহিত মিলিত হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বালি ঐ দৈত্যকে বিনাশ করিয়া গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রস্তর দেখিতে পাইল। বানরপতি পদাঘাতে সেই প্রস্তর ভাঙ্গিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বালি আসিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য ও পত্নীভোগ করিতে দেখিয়া রোষাবেগে তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। সুগ্রীব পলায়ন করিয়া মতঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বালী স্বীয়পত্নী তারা এবং ভ্রাতৃপত্নী রুমাকে লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

কোন সময়ে রাবণ বালিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করেন, তখন বালি দক্ষিণ সাগরে সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ তথায় উপস্থিত হইলে বালি তাহাকে কক্ষে করিয়া আর তিনটী সাগর পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা শেষ করিল। ইহাতে রাবণ বিশেষরূপে পরাজয় স্বীকার করিলে বালি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। সুগ্রীব বিতাড়িত হইয়া মতঙ্গাশ্রমেই কালাতিপাত করিতে থাকে। রাবণ সীতাহরণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধানে গিয়া মতঙ্গাশ্রমবাসী সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করেন। সুগ্রীবের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রামচন্দ্র বালিকে বধ করেন। বালিবধ হইলে পুনরায় সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসিল এবং বালিতনয় অঙ্গদ যুবরাজ হইল। লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় এই বালিতনয় অঙ্গদ ও সুগ্রীব সেনাপতি হইয়া বহুলক্ষ বানরবাহিনী দ্বারা রামচন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিল। (রামা° কিষ্কিন্ধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)

বালি, হুগলী জেলার দারিকেশ্বর নদীতীরবর্ত্তী একটী নগর। অক্ষা° ২২° ৪৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৮´ ৪৬´´ পূঃ।

বালি, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ২২° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৩´ পূঃ। শ্রীরামপুরের ধানকুণীজলা পর্য্যন্ত বালির খাল বিস্তৃত। নদীমুখে এই খালের উপর একটী পুল আছে। এই গ্রামটী ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল আছে। ষ্টেসন হইতে অনতিদূরে বালির কাগজের ও হাড়ের কলকারখানা স্থাপিত। এই কাগজের কলটী বহু প্রাচীন।

বালি, (বালুকা শব্দের অপভ্রংশ।) জলস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিচূর্ণ পর্ব্বতগাত্র যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, তাহাই বালি (Sand) নামে প্রসিদ্ধ। জলালোড়নে প্রস্তরদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে উৎপন্ন বালুকাকণা স্রোতোবেগে প্রবাহিত হইয়া নদী অথবা সমুদ্রোপকূলের স্থানে স্থানে জমিতে থাকে। ঐ বালুকাকণা জলসহযোগে একত্র করিতে পারিলে পুনরায় প্রস্তরে পরিণত হইতে দেখা যায়। এই বালি সাধারণের বিশেষ হিতকর। গৃহাদির ইষ্টকাচ্ছাদনরূপে ইহার বহুল ব্যবহার হয়[১]। ইহা জল পরিষ্কারক। একটী কলসী মধ্যে কয়লা, অপর কলসীতে বালি রাখিয়া সাধারণ লোকে পানীয় জল পরিষ্কার করিয়া থাকেন। বালুকাময় দেশে প্রবাহিত জল অত্যন্ত শীতল হয়। বালু ও সোডা যোগে কাচ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে বালুকাযন্ত্রের দ্বারা সময় নিরূপিত হইত। [বালুকাযন্ত্র দেখ।]

এতদ্ভিন্ন বালি আরও অনেক বিষয়ে মানবের উপকারে আইসে। বালিতে ছাঁচ, ধাতু গালাইবার মুচি, প্রতিমূর্ত্তি গঠন প্রভৃতি কার্য্যও হইয়া থাকে। পাথর কাটিতে হইলে জল ও বালির প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থাভেদে কখন কখন তাহাকে উত্তপ্ত বালুকায় বসান হয়, তাহাকে "Sand bath" বলে। কিন্তু অধিকাংশ সময় রসায়ন-গৃহেই কটাহস্থিত উত্তপ্ত বালুকামধ্যে অপর কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য উত্তপ্ত করিতে উহার ব্যবহার দেখা যায়।

ইস্পাতনির্ম্মিত অস্ত্র বা অপর কোন দ্রব্যে মরিচা পড়িলে, সেই মরিচা উঠাইয়া উহার পূর্ব্ববৎ পালিশরক্ষা করিবার জন্য একপ্রকার কাগজ (Sand-paper) প্রস্তুত হইয়া শিরীষ কাগজে মাখাইয়া তাহার উপর সূক্ষ্মবালুকাচূর্ণ সঞ্চালন করিলে বালুকা কাগজগাত্রে আঁটিয়া যায়। বর্ত্তমান প্রচলিত এমরি কাগজ উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে। উৎকৃষ্ট ইস্পাতনির্ম্মিত অস্ত্রাদি ইহাদ্বারাই পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

আইল অব্ ওয়াইটের (Isla of Wight)ও এলাম (Alum bay) উপসাগরোপকূলে নানাপ্রকার রঙ্গিন্ বালু পাওয়া যায়, উহাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। একখানি কার্ডবোর্ডে অভিমত চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে প্রথমে অল্পমাত্রায় রং লাগান হয়, পরে তাহাতে পাতলা শিরীষ বা গঁদ লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত রঙ্গের অনুরূপ বালি দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে কতক বালু আটকাইয়া যায়, অবশিষ্ট ঝরিয়া পড়ে। এইরূপে চিত্রের বিভিন্ন বর্ণের অনুরূপ বালু লইয়া লাগাইতে হয়; কিছুক্ষণ ঐ চিত্র উত্তপ্ত স্থানে রাখিলে বালু সংলগ্ন হইয়া থাকে। অবশেষে বর্ণের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তাহার উপর অল্পে অল্পে তুলিদ্বারা রং মিলান হইয়া থাকে।

বালিকা (স্ত্রী) বালা এব বাল স্বার্থে কন্, টাপ্ অতইত্বং। ১ বালা। ২ কন্যা। ৩ বালুকা। ৪ পত্রকাহলা। ৫ কর্ণভূষণ। (মেদিনী) ৬ এলা। (শব্দরত্না°)

বালখিল্য (পুং) পুলস্ত্যকন্যা সন্নতিতে উৎপন্ন ক্রতুর ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র ঋষিবিশেষ। [বালখিল্য দেখ।]

বালিগঞ্জ, কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। নির্জ্জনতাপ্রিয় য়ুরোপীয়গণ এখানে বাস করায় এই স্থানের মর্য্যাদা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের বড়লাটের শরীররক্ষী সেনাদল এখানে থাকে। কলিকাতা যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখানে পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। বালিগঞ্জ জংসন হইতে বজবজের রেলপথ বিস্তৃত। ষ্টেসনের উত্তরদিকে সখের সেনাদলের লক্ষ্যশিক্ষার একটী চাঁদমারী আছে।

বালিঘাটিয়ম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ব্রহ্মেশ্বরস্থ নামক বিখ্যাত শিবালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায়, নানাস্থানের লোক এই পবিত্র তীর্থে দেবদর্শনে আসিয়া থাকে। অক্ষা° ১৭° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৩৮´ ৩০´´ পূঃ। যে পর্ব্বতোপরি এই মন্দির স্থাপিত, সেখান হইতে বরাহনদী (পন্দেরু) প্রবাহিত। এই নদী উত্তরবাহিনী বলিয়া লোকে এই তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই নদীতীরে একটী গর্ত্তমধ্যে ভস্মের মত পদার্থ দেখা যায়। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ ঐ ভস্মরাশিকে বালিচক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তিকৃত যজ্ঞের হোমাবশেষ বলিয়া থাকেন। এখানকার দেবমূর্ত্তি পশ্চিমমুখী।

বালিঘুর্ঘুরা (দেশজ) কীটভেদ, একপ্রকার ঘুঘুরে পোকা।

বালি পাড়া, আসামের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী রক্ষিত বনবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৮ বর্গমাইল। ইহার সন্নিকটে রবারের চাষ আছে।

---

(১) হুগলীজেলার অন্তর্গত মগরা নামক স্থানের বালি এই কার্য্যে প্রশস্ত।

বালিদ্বীপ, ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ। 'বলী' অর্থাৎ বলবান্ বীরগণের বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার 'বলিদ্বীপ' নাম হয়, এখন সাধারণতঃ 'বালি' নামেই খ্যাত। একসময়ে এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। নিম্নে তাহার যথাযথ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী যবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে প্রায় ১॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৮° হইতে ৯° দক্ষিণ এবং দ্রাঘি° ১১৪° ২৬´ হইতে ১৫০° ৪০´ পূঃ। উভয়ের মধ্যস্থলে একটী প্রণালী ব্যবধান আছে। বালিদ্বীপকে অনেকেই যবদ্বীপের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ এইস্থানকে বালি বা ক্ষুদ্র যব (Little Java) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপশ্চিমে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ মাইল। ভূ-পরিমাণ ১৬৮৫ ভৌগোলিক বর্গমাইল।

এই দ্বীপের অধিকাংশ স্থানই গিরিমালা-বিভূষিত। উহা স্থানবিশেষে ৪ হইতে ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই উচ্চতার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অগ্ন্যুদ্গারী শিখর বিদ্যমান আছে। গুনঙ্গ অগুঙ্গ নামক পর্ব্বতশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৩৭৯ ফিট্ উচ্চ। এই গিরিমালার বেতুর নামক শৃঙ্গ (৬১৬৮ ফিট্) হইতে সকল সময়েই দ্রব ধাতবাদি নির্গত হইয়া থাকে। ১৮০৪ ও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অপর দুইটী শৃঙ্গ হইতে অগ্নি-স্রাব বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল। এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিতে যতদূর জুয়ারভাটা খেলে, ততদূর দেশীয় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতের উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার হ্রদ দেখা যায়। ঐ সুগভীর হ্রদসমূহের জল হইতে এখানকার কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। ধান্য, কলাই, ভুট্টা, তুলা, কমলানেবু, কফি ও নানারূপ চাউল উৎপন্ন হয়।

এখানকার অধিবাসীদিগের শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি যব ও মলয়বাসী লোকের অনুরূপ; কিন্তু বেশভূষায় ইহাদের পরস্পরের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। চীনবাসী ও শিলেবিস্-দ্বীপের প্রহ্নগণের সহিত ইহাদের বাণিজ্য আছে। কার্পাসবস্ত্র, তুলা, নারিকেলতৈল, পক্ষীনীড় ও চর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য-বিনিময়ে বালিবাসীরা উক্ত বণিকগণের নিকট হইতে অহিফেন, সুপারি, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করে, পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে দাসবিক্রয়প্রথা প্রচলিত ছিল। বন্দী শত্রু, ঋণী এবং চৌরদিগকে তাহারা চীনদিগের নিকট বিক্রয় করিত।

সমগ্র বালিদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর বালি ও লম্বকের সম্রাট্ বলিয়া পরিচিত। ইনি 'ক্লোঙ্গ কোঙ্গের সিওসোচোয়েনন' নামে খ্যাত। এই দ্বীপসাম্রাজ্য আটটী সামন্তরাজ্যে বিখ্যাত। এক এক ভাগে এক এক জন রাজা শাসনকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত আছে। ইহারা প্রায় আট লক্ষ লোকের উপর শাসন করিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ যবদ্বীপবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। সভ্যতা ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাহারা অপরাপর দ্বীপবাসীদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছে। একসময়ে তাহারা যবদ্বীপের ওলন্দাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কাতর হয় নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের সহিত ক্লোঙ্গকোঙ্গের নরপতির সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে বালিরাজ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও ওলন্দাজদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

ইতিহাস।

বালিদ্বীপের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এখানে রাক্ষসজাতির বাস ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পরে মজপহিত হইতে কতকগুলি হিন্দু আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বাজুকির (নাগরাজ বাসুকির) মন্দির হইতেই এখানকার হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনের সময় কল্পনা করা যায়। উশন-বালি নামক গ্রন্থ-লিখিত ময়-দানব ও তদনুচরাদির পরাভব ও দেবগণের আধিপত্য বিস্তারসূচক উপাখ্যান হইতে অনেকে এখানকার হিন্দুধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার করেন।

উশন-যব নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মজপহিত-রাজ দেব অগুঙ্গ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বালির শাসনকর্ত্তাকে দমন করিতে আসেন। বালিরাজের পরাভব হইতে মজপহিত-রাজ-সদস্যগণ এখানে অবস্থান করিবার অধিকার পায়। তৎপরে মুসলমানগণের অভ্যুদয়ে মজপহিত (বিল্বতিক্ত) রাজধানীর অধঃপতন হইলে উক্ত রাজবংশধরগণ বালিদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে[১]।

যব ও বালিদ্বীপের উশনগ্রন্থদ্বয়ে এতদ্বিষয়ের একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। ময়দানববংশীয় ম্রজদানব নামা জনৈক বালির রাক্ষসরাজ রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলে মজপহিতরাজ আর্য্যডামর ও পতি গজমদ্দনামক সেনানীদ্বয়ের সমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং গেল্‌গেল্ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উপাখ্যানমূলে যাহাই থাকুক না কেন, আর্য্যডামরের বালি-জয় এবং মজপহিত-ধ্বংসের পর তদ্রাজবংশ-

(১) আবদুল্লা নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিকের উপাখ্যানানুসারে জানিতে পারি যে, মজপহিতরাজের আক্রমণের পূর্ব্বে এখানে হিন্দুধর্ম্ম ও জাতিবিভাগ প্রচলিত ছিল। Tijdsch. voor Neerlands Indie, 7, 2, p. 160, কিন্তু বালিদ্বীপবাসীর বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভূতগণের আবির্ভাবে তাহারা রাজ্য ও নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

ধরগণের বালিদ্বীপে আগমন ও অবস্থানকথা বালিবাসিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

বালিদ্বীপের গেলগেল্ নগরে দেব অগুঙ্গ রাজপাট স্থাপনপূর্ব্বক সমগ্র বালিরাজ্য স্বীয় সেনানী ও অমাত্যবৃন্দের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। আর্য্য ডামর প্রধানপতি (সচিব) পদে অভিষিক্ত হইয়া তবনান্ প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। রাজা দেব অগুঙ্গ আর্য্যডামরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। ক্রমে ডামর 'আর্য্যকেঞ্চেঙ্গ' নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

আর্য্যডামরের ভ্রাতাগণ—আর্য্য সেন্টো, আর্য্য বেবেতেঙ্গ, আর্য্য বরিঙ্গীন, আর্য্য ব্লোগ, আর্য্য কগকিসন্, আর্য্য বিঞ্চলুকু প্রভৃতিও রাজানুগ্রহে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর্য্যমঞ্জুরী দবুনামক স্থানে এবং তন কুবের, তন কবুর (কুমার) ও তনমন্দর নামক প্রভাবশালী বৈশ্যত্রয়ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজ্যশাসন লাভ করিয়াছিলেন। পতিগজমন্দও মেঙ্গুইবিভাগের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকিয়া বালির শাসন কার্য্য পরিচালিত হইত। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ রাজদূতের বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে, দেব-অগুঙ্গই সমস্ত বালিদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন এবং অপর সামন্ত সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। তৎপরে গেলগেল্-রাজধানী-ধ্বংসের পর ক্লোঙ্গ কোঙ্গ, বঙ্গলি, গিয়ান্যর ও বোলেলেঙ্গ প্রদেশ দেব অগুঙ্গ-রাজপরিবারের শাসনাধীন থাকে। পূর্ব্বোক্ত রাজন্যগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমে বৈশ্যজাতির প্রাদুর্ভাবে তাঁহারা হীনবল হইয়াছিলেন।

সামন্ত-বিপ্লবে বালিদ্বীপে অনেক বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছিল। মেঙ্গুইরাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করঙ্গ-অসেম প্রভৃতি রাজ্য জয়, ডামররাজবংশের বদোঙ্গ আক্রমণ এবং তদ্বংশীয় গোষ্ঠীদিগের বোনানে স্বাধীনভাবে রাজ্যস্থাপন প্রভৃতি অনেক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন ক্লোঙ্গকোঙ্গ ও করঙ্গঅসেম-রাজদ্বয়ের পরস্পর বিদ্বেষ আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গেল্‌গেলের রাজদরবারে অবস্থানকালে গঁজমন্দবংশীয় জনৈক রাজপুত্র দেব-অগুঙ্গের আদেশে নিহত হন। এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মেঙ্গুই ও করঙ্গঅসেমবাসিগণ তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। দেবঅগুঙ্গ পরাজিত হইবার পর তাঁহার গেলগেলের সিংহাসন বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দেব অগুঙ্গ করঙ্গঅসেম-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করায় উভয়পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়। এই রাণী বীরোচিত হৃদয়ে উভয় রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দেব অগুঙ্গবংশীয় রাজগণের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল। এই বংশ বিজিত হইয়াও বিজয়ীদিগের নিকট হইতে পূর্ব্ববৎ সম্মান পাইলেও, করঙ্গ অসেম-রাজগণ আর তাঁহার করদ রহিলেন না, কেবল তাঁহাকে বালির সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। তৎপরে করঙ্গ-অসেমরাজগণ বোলেলেঙ্গ ও লম্বক জয় করিয়া তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণে তবনানের গোষ্ঠীরাজগণ পশ্চিম বদোঙ্গ ও পূর্ব্বের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। আবার দেব অগুঙ্গবংশীয় দেবমঙ্গীশ নামা জনৈক 'পুঙ্গকন্' গিয়ান্যর লুণ্ঠন করিয়া তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, ক্লোঙ্গকোঙ্গের প্রাচীন ক্ষত্রিয়-রাজগণ ব্যতীত অপর সকলেই পতিত বা নিম্নজাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্নে আটটী সামন্তরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল।—

১ ক্লোঙ্গকোঙ্গ—দেব অগুঙ্গ-বংশপরিচালিত। ইহার অধীনে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। করঙ্গঅসেম ও বোলেলেঙ্গ সামন্তরাজগণ ইহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করেন। ইনি শূদ্রাণীর গর্ভজাত। ইহার বিমাতা করঙ্গ-অসেম-রাজকন্যার গর্ভে এক কন্যা জন্মে। রাজপত্নীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবতী না হওয়ায় এই শূদ্রাপুত্রই (জ্যেষ্ঠপুত্র) রাজপদ প্রাপ্ত হন।

২ গিয়ান্যর—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দেবমঙ্গীশের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র দেবপহান রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইহারা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব হইলেও শূদ্রত্ব এবং পুঙ্গকন্ বা পতিত আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রপিতামহই এই বংশের স্থাপয়িতা। পূর্ব্বে দেবঅগুঙ্গ পুঙ্গবগণের অধীনে তিনি এই প্রদেশে দুই শত সৈন্যের নায়ক ছিলেন। ছলে বলে তিনি নিজ স্বামীকে হস্তগত করিয়া মেঙ্গুইরাজ্যের অন্তর্গত ক্রামশ দেশ অধিকার করেন। ওলন্দাজগণ বোলেলেঙ্গ আক্রমণ করিলে, গিয়ান্যরপতি দেব অগুঙ্গের আদেশে সদলে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বদোঙ্গরাজের সহিত ইহাদের মিত্রতা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বদোঙ্গ-সীমান্তে রাজা কাশীমন একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইল।

৩ বঙ্গলী—দেব জদে পুটঙ্কেবান্ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজা ছিলেন। ইহারাও দেব অগুঙ্গের বংশ বলে, কিন্তু অগুঙ্গবংশ অপেক্ষা মর্য্যাদায় হীন। ইহারা দেব অগুঙ্গের অধীনতা স্বীকার করেন না; বদোঙ্গ ও তবনানের সামন্তরাজের সহিত ইহাদের বিশেষ প্রণয় আছে। এখানকার অধিবাসিগণ সাহসী ও বীর। বঙ্গলীরাজ এক সময়ে দেব অগুঙ্গের সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ আক্রমণের সময় ইহারা ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য

পারিতোষিক স্বরূপ বোলেলেঙ্গ প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইহারা বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

৪ মেঙ্গুই—পতিগজমন্দ এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। বর্ত্তমান রাজগণ আর্য্যডামরের প্রপৌত্রী কি যশনের বংশধর। ইহারা একসময়ে করঙ্গ-অসেম, বোলেলেঙ্গ, লম্বক ও বদোঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। লম্বক, বোলেলেঙ্গ ও করঙ্গ-অসেমের রাজবংশ মেঙ্গুই রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অনক-অগুঙ্গ-কটুট্-অগুঙ্গ রাজত্ব করিতেছিলেন।

৫ করঙ্গ-অসেম—এখানকার অধিপতিগণ গজমন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু করঙ্গ-রাজপুত্রের সহিত মেঙ্গুই-রাজকন্যার বিবাহও হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আর্য্যমঞ্জুরী এখানকার দবুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মেঙ্গুই-রাজের করঙ্গ-অসেম-বিজয় এবং বোলেলেঙ্গ অধিকারের পর ক্লোঙ্গ্‌কোঙ্গ্ বোলেলেঙ্গ প্রদেশ হারাইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে নগ্রুর জদে এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে এই রাজবংশ সফলকাম হইয়াছিল। ইহারা গেল্‌গেল্ ধ্বংস এবং লম্বক ও সেম্বর্বা আক্রমণ করিয়াছিলেন। করঙ্গ ও লম্বক-রাজগণের অন্তর্বিপ্লবে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইত্যবসরে মতরমরাজ আসিয়া উভয় রাজাকেই পরাজিত করেন। উক্ত রাজপরিবারের কুল-ললনা ও বালকবালিকাগণ সম্মানরক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ অথবা পরস্পরে পরস্পরের বিনাশসাধনপূর্ব্বক জীবন আহুতি দেয়। ইহাই বালিদ্বীপবাসীর 'বেলা' উৎসব। লম্বকের করঙ্গ-অসেম-রাজগণের অবনতির পর করঙ্গ-অসেম-বালি, বোলেলেঙ্গ ও দেব-অগুঙ্গবংশ পরস্পর স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। করঙ্গ-অসেম রাজ্য পর্ব্বতময়। এখানে ধান্যাদির চাষ হয় না, এখানকার অধিবাসীরা কাষ্ঠের কারুকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। লম্বকরাজগণ নগ্রুর কটুট্ করঙ্গ-অসেম নামে খ্যাত, সেলাপরঙ্গ ইহাদের উপাধি।

৬ বোলেলেঙ্গ—এখানকার রাজগণ নগ্রুর মদে করঙ্গ অসেম নামে খ্যাত। ইহারা পতি গজমন্দবংশীয়। এখানে প্রথমে দেব অগুঙ্গবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজগণ সপ্ত পুরুষ রাজত্ব করেন। তৎপরে বৈশ্যবংশীয় নরপতিগণের অভ্যুদয় হয়। আর্য্য বেলেতেঙ্গ-বংশীয় নগ্রুর পঞ্জি এই বংশের একজন রাজা। ইহার পর করঙ্গ অসেমের রাজগণ এই প্রদেশ অধিকার করেন; কিন্তু রাজপুত্রগণের পরস্পর বিবাদে রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অবশেষে করঙ্গ-অসেম ও বোলেলেঙ্গ প্রদেশ দুই রাজকুমারকে বিভাগ করিয়া দেওয়ায় ইহাদের বিবাদ মিটিয়া যায়। বর্ত্তমান রাজভ্রাতা গোষ্ঠি জেলন্দেগ এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা।

৭ তবানান্—এই রাজবংশ আর্য্যডামর হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন। রাজার উপাধি রটু নগ্রুর অগুঙ্গ। ইহারা বিশেষরূপে কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। মেঙ্গুই-রাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় ইহারা মার্গপ্রদেশ পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তবানানের জনৈক 'পুঙ্গব' মার্গের শাসনকর্ত্তা। ইনি বৈশ্য নহেন। বালিদ্বীপে এই শূদ্ররাজবংশ ব্যতীত আর দ্বিতীয় শূদ্ররাজা নাই। ইহার পূর্ব্বপুরুষ তাড়ি বিক্রয় করিত। মেঙ্গুইরাজের অনুগ্রহ পাইয়া তিনি 'পুঙ্গব' হইয়াছিলেন। মেঙ্গুইরাজের অধিকার হইতে এইস্থান তবানানের শাসনভুক্ত হইলে ইনি স্বীয় পদ রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

৮ বদোঙ্গ—(সংস্কৃত নাম বন্দনপুর) পূর্ব্বে এই প্রদেশে মেঙ্গুই ও আর্য্য বেলেতেঙ্গের পিনতিঃরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবানান্-রাজগোষ্ঠীর জনৈক ব্যক্তি এই রাজ্য স্থাপন করিয়া যান। ইনি নগ্রুর বোলা ও অনক অগুঙ্গ রিঙ্গবুয়াহন ভূমি-তবানান (তবানানের অন্তর্গত বুয়াহন ভূমের রাজা) নামে প্রসিদ্ধ হন। এই বংশের নগ্রুর জদে পঞ্জুত্তনে, মদে নগ্রুর দেন-পস্‌সর এবং নগ্রুর জদে কাশীমন প্রদেশে থাকিয়া প্রবল বিক্রমের সহিত রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাদের যত্নে পিনতিঃ গিয়ান্যর হইতে তগঙ্গ, গুহুঙ্গরট, সনোর, তমন, ইগুরণ, সুঙ্গ, তোরঙ্গন দ্বীপ, গ্রোবোক্তন, লেগিয়ান, কুট, তুবন, জেম্বরণ এবং বালিদ্বীপের দক্ষিণকোণাংশ এই রাজ্যের সীমাভুক্ত হয়। উক্ত নগ্রুর বোলা হইতে ১০ম পুরুষে রাজা কাশীমন এই প্রদেশের কর্তৃত্বলাভ করেন। কাশীমনের প্রপিতামহ হইতেই এই রাজ্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে তবানান হইতে পকেন বদোঙ্গ নামক বাণিজ্যক্ষেত্রে যাইয়া বাস করেন।

নগ্রুর বোলার পুত্র বা পৌত্র অনক অগুঙ্গ কটুটমণ্ডেশ বুয়াহনহ হইতে গুহুঙ্গবেটুর নামক আগ্নেয় গিরিতে যাইয়া দেবী-দমু বা গঙ্গার উপাসনা করেন। তৎপরে তিনি বদোঙ্গের মকেল-তিঙ্গিগণের সাহায্যে অনেককে স্বদলভুক্ত করেন এবং নিজে মেঙ্গুইএর 'পুঙ্গব' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার পুত্র অনক অগুঙ্গ পেদেদেকন 'পুঙ্গব' আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র গোষ্ঠী বয়হন ত'গে, গোষ্ঠী খোমন ত'গে ও গোষ্ঠী কোটুট ক'দি। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় খোমনই এই রাজ-বংশের প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজ বংশধরগণের জন্য সিংহাসনা-রোহণের পথ মুক্ত করেন। এই ব্যক্তি সাহসী, চতুর ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি নিজে গ্রমিবংশীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন।

তাহার একজন শালীর সহিত ক্লোঙ্গ-কোঙ্গের দালেমের বিবাহ হয়। ঐ রমণী পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইহারই অপরাপর ভগিনীর সহিত মেঙ্গুইর গোষ্ঠী অগুঙ্গদিগের বিবাহ হয়। এইরূপ প্রতাপশালী আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া ২য় ছোমন স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কবে তাঁহারা মেঙ্গুইরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এ কথা স্থিরনিশ্চিত না হইলেও তাহার পুত্র ও পৌত্রগণ যে উক্ত রাজ্যের 'পুঙ্গব' ছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপরে গোষ্ঠী নগ্রর জম্বে মিহিক শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহার দুই পুত্র, অনক অগুঙ্গ জদে গলোগোর ও অনক অগুঙ্গ ত'ল রিঙ্গ বতু ক্রোটোক তগল ও গলোগোরে রাজ্যস্থাপন করেন। ক্রোটোকের বংশধরগণ পঞ্চুস্তন ও দেন-অপস্‌সরের পুঙ্গব নামে পরিচিত হইয়াছিল। ক্রোটোকের পঞ্চুস্তন-রাজধানী একসময়ে হীনবল হইলেও রাজারা অবশেষে সমগ্র বদোঙ্গরাজ্যকে একছত্রাধীন করিয়াছিলেন। ক্রোটোকের পুত্রগণ 'পুত্র' আখ্যায় অভিহিত হইতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অনক-অগুঙ্গ-পঞ্চুস্তন বা নগ্রর শক্তির প্রভাবে পঞ্চুস্তনরাজ্য বহু বিস্তৃত হয়। তিনি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বদোঙ্গে স্বাধীন রাজপাট স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচশত বিবাহিতা রমণী ছিল। তন্মধ্যে পাটমহিষী প্রভৃতি কএকজন রাণী উচ্চবংশীয়া ছিলেন।

উক্ত নগুর-শক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র নগুর জদে-পঞ্চুস্তন-দেবতাদি-উকিরণ পঞ্চুস্তন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাদেরই কেবল রাজ্যাভিষেক হইয়া থাকে। দ্বিতীয় নগুর ময়ুন এবং তৃতীয় নগুর বালেরন্-দেনপস্‌সর রাজবংশের অধিষ্ঠাতা। কলেরন্ পুত্র নগুর মদে পঞ্চুস্তন ময়ুন-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহসূত্রে দুইটী বংশ একত্র হইয়া কাশীমনে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা পকেন বদোঙ্গ প্রদেশে জম্বেরাজকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। তৎপরে তিনি দেনপস্‌সরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজপাট লইয়া গেলেন এবং কাশীমনে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।

দেন-পস্‌সররাজের তিন পুত্র। নগুরমদে পঞ্চুস্তন ও নগুর জম্বে দেনপস্‌সরেই ছিলেন এবং দ্বিতীয় নগুর কাশীমন কাশীমন্ প্রদেশে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। দেনপস্‌সর-রাজগণ 'দেবতাদি-ক্ষত্রিয়' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। ইহারা গিয়াঙ্গর ও তবানানের সামন্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মার্গ, মেঙ্গুই প্রভৃতির রাজাকে আপনাদের সামন্ত করিয়া রাখিতেন। এইরূপে দক্ষিণস্থ চারিটী সামন্তরাজ্য একত্র হইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত করঙ্গঅসেম ও বোলেলেঙ্গরাজের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল।

নগুরমদে পঞ্চুস্তনের পর দেনপস্‌সর-রাজবংশে রাজা কাশীমনই বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে দেনপস্‌সর ও কাশীমন একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। তিনি নগ্রর মদে পঞ্চুস্তনের পুত্র নগুরজদে ওকাকে দেন-পস্‌সরের সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। জদেওকা বৈরনির্য্যাতনপরবশ হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া মেঙ্গুই প্রভৃতি দেশবাসীকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। পরিশেষে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া কাশীমনের একমাত্র কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে সকল গোলযোগ মিটিয়া যায় বটে; কিন্তু বৃদ্ধ কাশীমন দেনপস্‌সরে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

পঞ্চুস্তনে নগ্ররজদে দেবতাদি-উকিরণের বংশে তৎপুত্র দেবতাদি-মুঞ্চুক ও তৎপরে দেবতাদি-গ'দোঙ্গ রাজ্যাভিষিক্ত হন, ইনি কাশীমনের পিতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অনকঅগুঙ্গ-লনঙ্গ রাজসেনা লইয়া জেম্‌ব্রনা প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। জদেরাজবংশ অপুত্রক হওয়ায় তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার 'গুস্তিক' পত্নীগর্ভে দুই পুত্র ছিল। ইহারা পিতার জীবিতকালে 'পরাকন্' (রাজপরিচারক) নামে অভিহিত হয়।

এই রাজপুত্রদ্বয় নীচবংশোদ্ভব হওয়ায় কেহই তাহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে নাই। ইত্যবসরে দেনপস্‌সরে কাশীমনরাজ স্বীয় প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। দেনপস্‌সররাজের অপরাপর ভ্রাতারাও ঐরূপ নীচবংশোদ্ভব ছিলেন। এই কারণ অনেক 'পুঙ্গব' তাঁহাদের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীমনের অভ্যুদয়ে পঞ্চুস্তন-রাজবংশে তাঁহার পূর্ণ প্রভাব স্থাপিত হয়। বদোঙ্গরাজ্যের দেনপস্‌সর ও পঞ্চুস্তন রাজবংশের তিনিই প্রকৃত অভিভাবক বলিয়া কথিত। বর্ত্তমান পঞ্চুস্তনরাজের অভিষেক হয় নাই; কিন্তু তিনি পিতার মৃতদেহ-দাহান্তে যথানিয়মে পিতৃকার্য্য করিতে অধিকারী আছেন, কিন্তু দেনপস্‌সর-রাজগণ এখনও পিতৃদেহ দাহ করিতে পান না, তাঁহারা সকল আত্মীয়ের মৃতদেহ প্রাসাদে রক্ষা করিয়া থাকেন। মৃতের অবস্থা ও মর্য্যাদানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও তদ্রূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বালিদ্বীপের প্রধান পুঙ্গবগণের বংশাবলী পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল :—

বর্ণ বা জাতিবিভাগ।
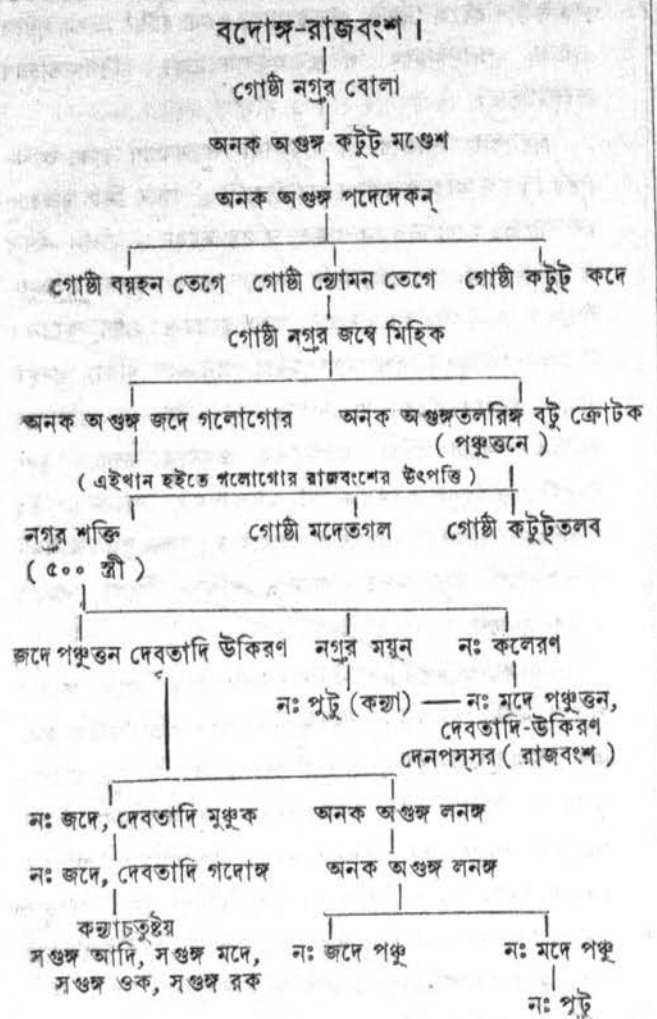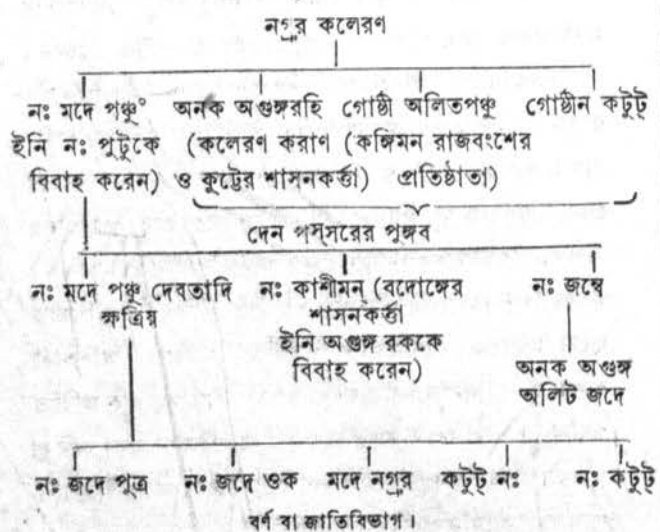
বালিদ্বীপের অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও অল্প বৌদ্ধ। এখানে চাতুর্বর্ণ্যের বাস।—ব্রাহ্মণ, সত্রিয় (ক্ষত্রিয়), বেশ্য (বৈশ্য) ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি ছাড়া আর কোন জাতি নাই।

ব্রাহ্মণের উপাধি 'ইদা', ক্ষত্রিয়ের উপাধি 'দেব' ও বৈশ্যের 'গুষ্টি' (গোষ্ঠী)। শূদ্রের কোন উপাধি বা সম্মানসূচক পদবী নাই। তবে বিদেশী বা নীচজাতি সাধারণে 'কহুল' বা দাস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে যেমন বহুকাল হইতেই চাতুর্বর্ণ্য ব্যতীত নানা মিশ্রজাতির বাস আছে, বালির হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ কোন মিশ্র বা সঙ্কর জাতি নাই। ভারতে যেমন অনুলোম ও প্রতি-লোম সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে এরূপ উৎপত্তি ঘটে নাই।

এখানে প্রথম তিন জাতি 'দ্বিজ' বলিয়া গণ্য ও যথাকালে উপনীত হইয়া থাকে। এই তিন জাতিই নিজ নিজ জাতি-মধ্যেই বিবাহসম্বন্ধ করিয়া থাকেন। তবে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে উচ্চবর্ণ যদি তদপেক্ষা নিম্নবর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঔরসজাত সন্তান ভিন্নজাতি বলিয়া গণ্য হয় না, পিতৃজাতিই পাইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মধ্যে শূদ্রা সম্বন্ধ বিরল নহে। এই সকল শূদ্রা অনেক সময়ে ধনীগৃহে দাসী বা ভোগ্যারূপে থাকে এবং তাহাদের সন্তানগণ শূদ্র বলিয়াই গণ্য হয়। তবে যেখানে বিবাহসম্বন্ধ ঘটে, তাহার পিতৃজাতি পাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু এই সকল শূদ্রাসন্তানেরা উচ্চবর্ণাপত্নীজাত সন্তান অপেক্ষা মর্য্যাদায় কিছু হীন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রাবিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ও স্ত্রীকে সংস্কারদ্বারা শুদ্ধ করিয়া ঘরে লইতে হয়। সেই স্ত্রীর সহিত তাহার পিতৃকুলের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। প্রতিলোমবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। এরূপ সম্বন্ধে নির্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা। কোন ব্রাহ্মণবংশ দুই তিন পুরুষ শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তাঁহারাও শূদ্র বলিয়া গণ্য হন।

আবার ব্রাহ্মণ যদি হীনকর্ম্ম অবলম্বন করেন অথবা স্বকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তিনি নীচশূদ্রবৎ গণ্য হন।[১]

ব্রাহ্মণ।

বালির ব্রাহ্মণেরা ভগবান দ্বিজেন্দ্র বহু রবু (নবাহুত) পদণ্ডের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যবদ্বীপের কেদিরি নামক স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁহার বংশধরেরা কেদিরি

(১) এসম্বন্ধে মনুসংহিতার উক্তি অনেকটা খাটিতে পারে।
"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" ১০। ২৪।

হইতে মজপহিত এবং তথা হইতে বালিদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছেন।

অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ ভারত হইতে যবদ্বীপে গিয়াছিলেন, ভগবান্ দ্বিজেন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা দলপতি ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের বহু পত্নী ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চপত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা বালিদ্বীপে পঞ্চশাখায় বিভক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। এই পঞ্চশাখার নাম—১ কমেমু, ২ গেলগেল, ৩ মুআবা, ৪ মাস, ও ৫ কায়শূন্য।

গিয়ান্যার প্রদেশে কমেমু নামক স্থানে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাই কমেমু-ব্রাহ্মণ। ইহারা ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভজাত। গেলগেল্ নামক স্থানে যাঁহাদের বাস ছিল, তাঁহারা গেলগেল্ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রের ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভজাত। দ্বিজেন্দ্রের ঔরসে এক ক্ষত্রিয়-বালবিধবার গর্ভে মুআবা-ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এইরূপে বৈশ্যকন্যার গর্ভে মাসব্রাহ্মণ ও দাসী বা শূদ্রাণীর গর্ভে কায়শূন্য ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে।

যেথানে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য, তথায় গেলগেল্ ব্রাহ্মণ এবং যথায় বৈশ্যের প্রাধান্য, তথায় মাসব্রাহ্মণেরা সচরাচর যজন যাজন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন বর্ণের রমণীগর্ভে জন্ম অনুসারে সম্মানের কমবেশী আছে বটে; কিন্তু তৎপ্রতি সাধারণের লক্ষ্য নাই। এই পঞ্চশ্রেণীর মধ্যেই যাঁহারা সচ্চরিত্র, সাধুপ্রকৃতি, ধর্ম্মশীল, বিদ্বান্, শাস্ত্রদর্শী ও সুশ্রী, তাঁহারাই সকলের পূজ্য, ও প্রধান বলিয়া গণ্য।

বালিদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সকল ব্রাহ্মণই রাজা বা ক্ষত্রিয়ের রক্ষণাধীন। কি যুদ্ধ বা কি দৌত্যকার্য্য সকল সময়েই ব্রাহ্মণদিগকে রাজাদেশ পালন করিতে হয়। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিলে ব্রাহ্মণও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকেন। তথাপি ব্রাহ্মণগণ রাজগণ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত। তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু রাজারা ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে পারেন না।

বালিদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক বলিয়াই সকলের অভাব ঘুচে না। অনেকে সে জন্য দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অনেকে নিজহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিতেছেন, এমন কি মৎস্যধারণ ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা অর্থোপার্জ্জনেও কেহ কেহ বিমুখ নহেন।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও ব্রাহ্মণোচিত সকল ক্রিয়াকলাপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনি গুরুর একগাছি দণ্ড পাইয়া 'পণ্ডিতদণ্ড' বা 'পদণ্ড' উপাধি লাভ করেন। গুরুর পদে শিরস্থাপন, অবিরত গুরুর পাদোদকপান এবং সর্ব্বপ্রকারে গুরুর আজ্ঞাপালন প্রভৃতি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 'পদণ্ড' হইতে পারে। যে সকল ব্রাহ্মণযুবক গুরুগৃহে বাস করিয়া 'পদণ্ড' হইবার চেষ্টা করেন, রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান ও সাহায্য করিয়া থাকেন।

পদণ্ডেরাই রাজার দণ্ডাধিকারী ও ধর্ম্মাধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকল অধর্ম্মচারীর দণ্ডবিধানে অধিকারী। এই পদণ্ডের মধ্যে একজন রাজপুরোহিত হইয়া থাকেন। ইদা বা সাধারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সরলতায় পদণ্ড হইতে পারেন, তাঁহাকেও রাজা পৌরোহিত্যে বরণ করেন।

কুলপুরোহিতই রাজগুরু হইয়া থাকেন। রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও তাঁহার যথোচিত সেবা করিয়া থাকেন। রাজা সকল ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে পুরোহিতের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজ্য বা রাজপরিবারের মঙ্গলার্থ পুরোহিত সর্ব্বদাই যাগযজ্ঞ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও বেদপাঠাদি কর্ম্মে নিরত থাকেন।

বালিদ্বীপে সকল শ্রেণীরই বিভিন্ন পুরোহিত আছেন। কেবল রাজপুরোহিতই 'গুরুলোক' বলিয়া খ্যাত ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজিত হইয়া থাকেন। সামন্ত-রাজগণও পদণ্ডদিগের মধ্যে এক একজন পুরোহিত বাছিয়া তাঁহাকে 'গুরু' করিয়া থাকেন। এখন বালিদ্বীপে বিভিন্ন স্থানে সাতজন মাত্র 'গুরুলোক' বা রাজগুরু বাস করেন। তন্মধ্যে ক্লোঙ্গকোঙ্গ প্রদেশে দুইজন, গিয়াঙ্যরে একজন, বদোঙ্গ বা বন্দনপুরে দুইজন, তবানানে একজন এবং মেঙ্গুই প্রদেশে একজন। বালির অধিবাসীমাত্রেই এই গুরুলোককে দেববৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। গুরুলোক একবার রাজপথে বাহির হইলে শত শত ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে থাকে, বহুলোক আসিয়া তাঁহার পাদোদক লইবার জন্য ব্যস্ত হয়।

ব্রাহ্মণেরা সকল বর্ণ হইতেই এক বা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিভিন্নবর্ণ-সংস্রব হইলেও সকলের সন্তানই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। তবে ধনাধিকারকালে শূদ্রাপুত্র গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র যৎসামান্য, শূদ্রাপুত্র অপেক্ষা বৈশ্যাপুত্র ভাগে অধিক, বৈশ্যাপুত্র অপেক্ষা ক্ষত্রিয়াপুত্র পরিমাণে বেশী এবং ক্ষত্রিয়াদি সকলের পুত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণীপুত্র বহু অংশ অধিকারী হইয়া থাকেন। শূদ্রাসংস্রব ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনপুরুষ শূদ্রাসম্বন্ধ হইলে ব্রাহ্মণও শূদ্র বলিয়া গণ্য হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেও এই নিয়ম।

ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রী যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহার শূদ্রাপত্নী তাহার শতাংশের একাংশও পায় না। এমন কি মৃত্যুকালে সবর্ণা স্ত্রীকে ব্রাহ্মণ ভরণপোষণের উপযুক্ত বিষয়াদি দিয়া যান, কিন্তু শূদ্রা স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারেন না।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণা বা নিম্নজাতীয়-রমণীর পক্ষে পতির সহগমনই গৌরব ও সম্মানজনক। কিন্তু ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীর পক্ষে সহগমন নিষিদ্ধ।

সবর্ণা স্ত্রীগণের পতির ন্যায় বেদপাঠ, হোম ও যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার আছে এবং তাহারা রমণীগণের সতী হইবার সময় বা অগ্নিদানাদি কার্য্যে বেলাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণদিগেরমধ্যে যেমন পণ্ডিত বা 'পদণ্ড' থাকেন, সেইরূপ 'পদণ্ড স্ত্রী' অর্থাৎ 'পণ্ডিতা' উপাধিধারী বিদুষী ব্রাহ্মণকন্যাও দেখা যায়।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শৈবব্রাহ্মণ, বৌদ্ধব্রাহ্মণ ও ভুজঙ্গ ব্রাহ্মণ এই তিন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। শৈব ব্রাহ্মণেরা শিবোপাসক, বৌদ্ধব্রাহ্মণেরা বুদ্ধোপাসক এবং ভুজঙ্গব্রাহ্মণেরা নাগোপাসক। শৈব ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বড় বেশী, ভুজঙ্গ ব্রাহ্মণ সংখ্যায় অতি অল্প।

ক্ষত্রিয়।

ভারতে যেমন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অভাব, বালিদ্বীপেও সেইরূপ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বিরল। ভারত হইতে যবদ্বীপে যখন হিন্দুগণ আসিয়া উপনিবেশ করেন, তখন অতি অল্পসংখ্যক ক্ষত্রিয় আসিয়াছিল সন্দেহ নাই। 'উশন-যব' নামক গ্রন্থে কোরিপান, গগ্‌লঙ্গ্‌, কেদিরি ও জঙ্গলা এই চারিপ্রদেশে কেবল ক্ষত্রিয়-রাজত্ব শুনা যায়। "রঙ্গলব"-গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, যব বা কেদিরি-রাজসভায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়জাতীয় সামন্ত অবস্থান করিতেন। যবদ্বীপের মধ্যে এই কেদিরি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল এবং এখানে ক্ষত্রিয় বেশী না থাকায় মাহিষ (মাহিষ্য)-গণও রাজত্ব করিতেন।

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেবল দেবঅগুঙ্গ ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আর্য্য ডামর এবং অপর ছয় জন মাত্র বালিদ্বীপে আসিয়াছিলেন। [যবদ্বীপ দেখ।] আর্য্য ডামর ও অপর ছয়জনের বংশধরগণ আচারভ্রষ্ট হইয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল দেব অগুঙ্গের বংশধর এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মান পাইয়া থাকেন। বদোঙ্গ, তবানান, মেঙ্গুই, করঙ্গ-অসেম প্রভৃতি স্থানবাসী অনেকেই আপনাদিগকে অগুঙ্গদেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাগিকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। ক্লোঙ্গকোঙ্গ, বঙ্গলী, ও গিয়াঙ্গর প্রদেশে এখনও ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব করিতেছেন। বোলেলেঙ্গ পূর্ব্বে দেব অগুঙ্গের বংশ রাজত্ব করিতেন, এখন তাঁহাদের বংশধরেরা বদোঙ্গে বাস করিতেছেন।

দেশক, প্রদেব ও পুঙ্গকন্ নামে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আছে, ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট শূদ্রাসম্বন্ধ রহিয়াছে।

বেশ্য (বৈশ্য)।

বালিদ্বীপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যের সংখ্যাই অধিক। করঙ্গ অসেম, বোলেলেঙ্গ, মেঙ্গুই, তবানান, বদোঙ্গ ও লম্বক প্রভৃতি ভূভাগে এখনও বৈশ্যগণ রাজত্ব করিতেছেন। তবানান ও বদোঙ্গের রাজগণ ক্ষত্রিয় আর্য্যডামরের বংশসম্ভূত হইলেও প্রায় ৩০০ বর্ষ হইতে চলিল, দেব অগুঙ্গের প্রভাবে তাঁহারা বৈশ্য-শ্রেণীতে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈশ্যের মত কেশবন্ধন করিতেন বলিয়াই বৈশ্য হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কেশকলাপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

দহা ও মজপহিতের ক্ষত্রিয়েরা এখন 'মাহিষ' (মাহিষ্য) বা 'কাবো' এবং বৈশ্যেরা 'রঙ্গ', 'পতি,' 'দেমাঙ্গ,' ও 'তুমেঙ্গগুঙ্গ' নামেই পরিচিত। পতিশ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ প্রথম দেবঅগুঙ্গ কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন, সেইজন্য এ বংশের কেহ কেহ 'মন্ত্রী' বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। আর্য্যডামর ও পতি গজমন্দের বংশধর ব্যতীত আর সকলেই এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বৈশ্যদিগের প্রধানবৃত্তি হইলেও এখন প্রধান গোষ্ঠীরা এ সকল কার্য্য ঘৃণিত মনে করেন। তাঁহারা অহিফেন-সেবন ও কুক্কুট-যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ যৎসামান্য বাণিজ্য করিয়া থাকেন। এখন অপর সকল জাতিও বাণিজ্যে মন দিয়াছে।

শূদ্র।

শূদ্রদিগের কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই। দ্বিজাতির সেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম। তাহাদের নিজস্ব বলিবার কিছুই নাই। 'পুঙ্গব' বা রাজা মনে করিলেই শূদ্রগৃহ হইতে যাহা ইচ্ছা লইতে পারেন, তাহাতে শূদ্র কোন কথা বলিতে পারিবে না। রাজা কোন 'দেশ' দিয়া গমন করিলে সে দেশের শূদ্রদিগকে হংস, বক, কুক্কুটাদি খাদ্যসামগ্রী যোগাইতে হয়। এ সময় রাজভৃত্যগণও ইচ্ছামত শূদ্রগৃহ হইতে যাহা ইচ্ছা লইতে পারে, তাহাতেও শূদ্র কোন আপত্তি করিতে পারে না। রাজপরিবারগণ ইচ্ছামত শূদ্রের উপর অত্যাচার করিত, বৃদ্ধ কানীমন্ এই প্রথা রহিত করেন। শূদ্রদিগের সকলেরই অবস্থা বড় শোচনীয়, কেবল পরাকন্ বা রাজভৃত্যগণ পুঙ্গব বা রাজকুমারদিগের মত আলস্যে ও শূদ্রদ্রব্য লুটপাট করিয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং অহিফেনসেবন ও কুকড়া-লড়াই লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

মণ্ডিশ (মণ্ডলেশ্বর), প্রবকেন্ ও অপরাপর রাজকীয়পদে শূদ্র নিযুক্ত হইয়া থাকে। মণ্ডলেশ্বরেরা এক একটী 'দেশ' বা পরগণার সর্দ্দার। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেব অগুঙ্গের

প্রভাবে শূদ্রত্ব পাইয়াছে। মজপহিত হইতে যে সকল বৈশ্য বালিদ্বীপে আসিয়াছিল, তাহারাও সকলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এখানকার পতিত ব্রাহ্মণেরাও অনেকটা শূদ্রাচারী। সঙ্গহ নামে এক শ্রেণীর শূদ্র আছে, তাহারা স্মৃতিপুরাণপাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ ছিল। 'দলেম মুর' বা কালপূজা করিয়া ইহারা পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এরূপও প্রবাদ আছে, যে একজন বিখ্যাত পদণ্ডার পরাক বা পরিচারক ছিল, সে গোপনে গোপনে প্রভুর পূজা কর্ম্ম দেখিত ও বেদপাঠ শুনিত। এইরূপেই সে বেদ শিখিয়া ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে ধরা পড়িল। আর কোন উপায় নাই বুঝিয়া পদণ্ড তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং তাঁহার ও তদ্বংশধরদিগের হইয়া বৈদিককর্ম্ম করিতে অধিকার দিলেন।

বালিদ্বীপের চারিবর্ণই প্রায় বিশ্বাসী, নম্রপ্রকৃতি, সাহসী ও কর্ম্মঠ।

ভাষা ও সাহিত্য।

যবদ্বীপ হইতে এখানকার ভাষাগত সাদৃশ্য অনেক বিভিন্ন। যবদ্বীপের বর্ণমালায় ২০টী অক্ষর; কিন্তু বালি প্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জে ১৮টী মাত্র অক্ষর দৃষ্ট হয়। ভাষাবিদ্‌গণ বালিদ্বীপের সহিত সুন্দ, মলয় প্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষাগত ঐক্য স্থির করিয়াছেন। সুন্দ ও বালিদ্বীপের শব্দ ও বর্ণমালাগত মিল থাকিলেও ইহাদের মধ্যে তালব্যবর্ণের ত, দ ও ধ র বিশেষ পার্থক্য নাই। সংস্কৃত তালব্যের উচ্চারণানুসারে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। সুন্দ ও বালিদ্বীপের ভাষায় আকারের স্পষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায়; কিন্তু যবদ্বীপে 'অ' স্থানে 'ও' র প্রয়োগ আছে। ই ও এ-র বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও কখন কখন অনুনাসিকযোগে উচ্চারিত হয়। 'ভ' স্থানে ব এবং ং স্থানে কখন কখন 'ঙ্গ' ব্যবহারও দেখা যায়। ইহাদের অন্তস্থ 'ব' নাই।[১]

যবদ্বীপের ন্যায় এখানকার ভাষাও দুইপ্রকার। উচ্চশ্রেণীর লোকে সাধারণতঃ যে পরিমার্জ্জিত ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, তাহাই সাধু সভ্যভাষা এবং ইতর সাধারণে যে ভাষায় কথা কয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর ভাষা বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান যবদ্বীপবাসিগণ যে পরিমার্জ্জিত ও শ্রেষ্ঠতর ভাষায় কথা কয়, তাহা হইতে বালিদ্বীপের উচ্চশ্রেণীর ভাষা অনেক স্বতন্ত্র। যবদ্বীপের নিম্নশ্রেণীর ভাষার অনেক কথা বালির সাধুভাষায় সমাবিষ্ট; কিন্তু তাহাতে যবদ্বীপীয় মার্জ্জিত শব্দের প্রয়োগ নাই। এই কারণে যবদ্বীপবাসী সহজেই বালির ভাষার্থ সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু পরিষ্কাররূপে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাদের নিম্নশ্রেণীর ভাষায় মলয় ও সুন্দদ্বীপবাসীর অনেক মিল থাকায় এই ভাষা পশ্চিম যবদ্বীপবাসীর সুখবোধ্য হইয়াছে। যবদ্বীপীয়গণের বালি উপনিবেশের পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসিগণ এই ভাষায় কথা কহিত। এই নিম্ন শ্রেণীর ভাষা ক্রমশঃই রূপান্তরিত ও পরিমার্জ্জিত হইলেও ইহাতে পলিনেশিয়-ভাষার স্মৃতি জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। ভাষাবিদ্‌গণ আরও বলেন যে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে বালি, মলয় ও সুন্দ প্রভৃতি দ্বীপ অর্দ্ধসভ্য ছিল, সুতরাং তথাকার প্রচলিত ভাষাও যে সেইরূপ বিকৃত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুমাত্রা হইতে বালি ও তৎপূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী দ্বীপসমূহের ভাষার নৈকট্য অবধারণ করিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালিদ্বীপে মলয় ও সুন্দবাসিগণের উপনিবেশই এরূপ ভাষা-সামঞ্জস্যের কারণ। বিজেতা যববাসী আসিয়া বালিদ্বীপের বহুসংখ্যক লোককে এই একই ভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া আর তাহাদের ভাষা-পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হন নাই। তৎকালে তাঁহারা যেরূপ ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন, তাহাই বালিদ্বীপের রাজভাষা হইয়া দাঁড়াইল এবং পলিনেশিয়-মিশ্রিত ভাষাই বালির নিম্নশ্রেণীর ভাষা রহিয়া গেল।

পূর্ব্বতন যব-ভাষার সহিত বালিদ্বীপের ভাষার যে নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহা কবিভাষামিশ্রিত তগল ও মলয় শব্দের অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যায়। কারণ কবিভাষার উৎপত্তি-সময়ে যব-ভাষা তাদৃশ পরিমার্জ্জিত হয় নাই। কবিভাষায় মলয় শব্দের অস্তিত্ব ইহার পলিনেশীয়-সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে; কিন্তু বর্ত্তমান যবদ্বীপীয় ভাষায় আদৌ মলয়দেশীয় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। বালিদ্বীপে যববাসীর আগমন ও জাতিবিভাগ স্থাপন হইতেই এখানকার ভাষাগত বিভেদ নিরূপিত হয় অর্থাৎ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ অবশ্যই পরিমার্জ্জিত সাধুভাষায় কথা কহিতেন এবং নিকৃষ্ট শূদ্রগণ পক্ষান্তরে যে নীচ ভাষা অবলম্বন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালিদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃত হইলেও তাহাদের আদি ও পৈতৃক ভাষার বিশেষ কোন রূপান্তর ঘটে নাই। কথিত ভাষা ছাড়া বালিদ্বীপে লিখিত ভাষাও ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থনিচয় ব্যতীত প্রাচীন কাব্য গ্রন্থসমূহ কবি[১]

(১) ব্যাস, বাল্মিকী ও বরুণ-শব্দগুলি অন্তস্থ 'ব' র পরিবর্ত্তে বর্গীয় বর্ণে লিখিত হইয়াছে।

(১) কবি শব্দে কাব্য বা কবিতারচয়িতা বুঝায়। বালিবাসিগণ বলে যে, কবিন্ বা ককবিন্ শব্দ তুল্যার্থক অর্থাৎ পরস্পরের তুলনায় যাহা বলা হয়। মলয় ভাষায় কবিন্ শব্দে বিবাহ বা বিবাহোপলক্ষে

ভাষায় এবং ব্রাহ্মণযাজকগণের ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় লিপিবদ্ধ হইত। যে সকল হিন্দু ব্রাহ্মণ যবদ্বীপে সমাগত হইয়াছিলেন, তাহারা যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ সঙ্গে লইয়াছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইলেও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তাঁহারা যে সহজে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন, তাহাতে কাহারও অবিশ্বাস নাই। অন্যূনপক্ষে খৃষ্ট জন্মের ৫ শতবর্ষ পরে যদি ভারতবাসীর এদেশে আগমন ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কবিভাষার উৎপত্তি-প্রারম্ভে তাহাতে কেন যে ভারতীয় প্রাকৃত শব্দের বিকৃত সমাবেশ হয় নাই, তাহার অবশ্যই কোন মুখ্যকারণ থাকিতে পারে। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ধর্ম্মপ্রচারকল্পে যবদ্বীপে অল্পসংখ্যক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাকৃত বা পালিভাষা অবগত হইলে স্বকার্য্যসাধন জন্য অর্থাৎ তদ্দেশবাসীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে সম্ভবতঃ তত্তৎস্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণও যব-বালি প্রভৃতি স্থানের ভাষা-শিক্ষায় রত হইয়াছিলেন। কারণ বালিবাসীকে স্বধর্ম্মে ও তত্তৎ শাস্ত্রানুষ্ঠিত পূজাদিতে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করাইবার জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে সহজে বোধগম্য করিবার আশায় তাঁহারা বালিভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রম্বনন ও বুড়োবুদোরের ভগ্নাবশেষ হইতে উপলব্ধি হয় যে, যবদ্বীপে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বিরোধে একত্র অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি এক না হইলেও পরস্পরের মূলমন্ত্রসমূহ পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছিল। কবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির কতকাংশ শৈবব্রাহ্মণের ও অপরাংশ বৌদ্ধদিগের বিরচিত। দুই শ্রেণীর গ্রন্থই বালিবাসিগণ আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

বৈদেশিকগণের এইরূপ সাম্যভাব হইতেই কবিভাষার উৎপত্তি হয়। ভারতাগত বৌদ্ধগণ যবদ্বীপবাসীর সংখ্যা অধিক দেখিয়া তথায় আর নূতনভাষা-প্রচারে সাহসী হইলেন না, বরং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ তদ্দেশবাসীকে সহজে বুঝাইবার জন্য সেই ভাষার কলেবর সংস্কৃত করিতে চেষ্টা পান। যবদ্বীপবাসীর ভাষায় ঐরূপ অর্থবোধক কোন শব্দ না থাকায় ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাহাদের শিক্ষার জন্য বহুশত সংস্কৃত শব্দ ভাষা মধ্যে নিবিষ্ট করেন। সেই মিশ্রিত ভাষা গ্রন্থাদি লিপিকরণে ও ধর্ম্মশিক্ষা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ঐ সকল শব্দ সংস্কৃত ধাতুগত হইলেও তাহাতে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি প্রবিষ্ট হয় নাই। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণানভিজ্ঞ যববাসীর ঐ সকল শব্দরূপ শিক্ষাপক্ষে অতীব কষ্টকর হইবে। যব ও বালিদ্বীপের ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা ভারতীয় ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দরূপ হইতে অনেক অপভ্রংশ। অনেক স্থলে আমরা 'ব' স্থানে ও বা ও স্থানে ব,* য স্থানে এ, উ স্থানে ও, ই স্থানে এ, র স্থানে দ্বিত্ব র, প্র উপসর্গ স্থানে পর এবং শব্দের আদিস্থ অকারের লোপ প্রভৃতি রূপান্তর গৃহীত হইয়াছে। যেমন অনুগ্রহ স্থানে নুগ্রহ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে কবিভাষা গঠিত হইলেও বালিদ্বীপের পবিত্র বেদ্ ও পুরাণাদি† গ্রন্থ-সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং একমাত্র পুরোহিতগণই ঐ গ্রন্থ-সমূহের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন।

ধর্ম্ম-ভাব ও পুরাকাহিনীসমূহ সাধারণ লোকের বিজ্ঞপ্তির জন্য কবিভাষায় গ্রন্থসমূহ লিখিত এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরমূর্দ্ধা বিনিবেশিত থাকায় উহা সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য। কবিভাষা ও শ্লোকলিখিত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বালিদ্বীপের ধর্ম্মবিষয়ক গুহ্যমন্ত্রসমূহ ও বেদমন্ত্র সকল ভারতীয় শ্লোকের মাত্রায় লিখিত আছে। এই মাত্রাযুক্ত শ্লোকভাষা এখানে 'সংক্রেত' (সংস্কৃত) নামে পরিচিত এবং ইহা সাধারণের গোপনীয় বলিয়া 'রহস্য' নামেও কথিত।

কবিভাষার গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় নিরূপিত হইয়াছে—

১। আয়ের লঙ্গগিয়ার রাজ্যকালে কবিভাষায় যে গ্রন্থ রচিত হয়, শৈবব্রাহ্মণদিগের মতে তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন ও সুন্দর। উক্ত রাজা জয়বয়ের পূর্ব্বপুরুষ কেদিরিতে রাজত্ব করিতেন। ইহার সময়ে বালিদ্বীপে শিবপূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল।

২। রাজা জয়বয়ের রাজ্যসময়ে লিখিত 'বারতযুদ্দ' (ভারতযুদ্ধ)। ইহার রচনাপ্রণালী 'বিবাহ' ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং সাধারণের আদরণীয়। বালিবাসীর মতে জয়বয় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, মহাভারতীয় যুদ্ধের পর

রচিত গীত বুঝায়। বালি দ্বীপে গীতাকারে পুরা কাহিনীসমুহ লিপিবদ্ধ ছিল বলিয়া সেই ভাষাই কবি নামে গণ্য হইয়াছে। পুরোহিতগণের নিকট কবি ভাষার আদর ছিল না। তাঁহারা বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও তুতুর (তন্ত্র) গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া রাখিতেন।

* "তত্ব স্বজৎ পুনঃ ব্রহ্মা" এখানে 'ততোঽস্বজৎ' এই ততোর ওকার স্থলে ব যোগ এবং আদিস্থ অকারের লোপ হইল।

† "অগ্রে সসর্জ্জ ভগবান্ মানসং আত্মনঃ সমম্।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্ত সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধের বালিভাষায় টীকা এই-রূপ।—'মযেগে বতার ব্রহ্মা মস্তু তঙ্গ্ ঋষি পতঙ্গ সিকি সঙ্গ্ নন্দন সনৎকুমার।'

হইতে যবদ্বীপ ভারতচ্যুত হয়। জয়বয়ের রাজত্বকালে আরও বহুশত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

৩। মজপহিতের রাজ্যকালে রচিত গ্রন্থাবলীতে সংস্কৃতের সহিত গ্রাম্যভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়।

৪। পরবর্ত্তী সময়ে পুরোহিত ও বিভিন্ন রাজন্যবর্গের রচিত গ্রন্থ।

ভাষাবিদ্‌গণ বালি সাহিত্যের এইরূপ একটী শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—১ম বালিভাষায় লিখিত টীকাসমেত সংস্কৃত গ্রন্থ। বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও তুতুরসমূহ (তন্ত্র), ২য় কবিগ্রন্থাবলী। যথা—(ক) পবিত্র পৌরাণিক গ্রন্থ—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ও পর্ব্বসমূহ। (খ) নিম্নতর কবিতা—বিবাহ, বারত-যুদ্ধ প্রভৃতি।

৩য় যব ও বালিদ্বীপের ভাষার মিশ্র রচনা। কতকগুলি স্থানীয় কিদুঙ্গ মাত্রায় লিখিত যেমন মলৎ, এবং অপর কতকগুলি গদ্য সাহিত্যে রচিত ঐতিহাসিক উপাখ্যান। যথা—কেন্‌হঙ্গ্রোক, রঙ্গ লবে, উশন, পমেন্দঙ্গ প্রভৃতি।

এতদ্ভিন্ন পুরোহিতদিগের রক্ষিত ব্যবহারশাস্ত্র এবং শ্রোয়ঞ্চন-নামক সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থ সংস্কৃতমিশ্র তীত্রভাষায় লিখিত।

কোন শিলালিপি বা তাম্রফলক না থাকায় এখানকার প্রাচীন অক্ষরমালা নিরূপিত হয় নাই। মজপহিত রাজ্যধ্বংসের পর যববাসীদিগের সঙ্গে এখানে সংস্কৃত হস্তলিপি আনীত হইয়াছিল। এখনও বালিদ্বীপের হস্তলিখিত পুথিতে সংস্কৃত ছাঁদের পূর্ণচিত্র রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে পলিনেশীয়ভাষার সংস্রব থাকায় উহা উচ্চারণভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে স্বরের হ্রস্ব ও দীর্ঘ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বালিবাসিদিগের হ্রস্ব উ (সুকু) ও দীর্ঘ (সুকুইলুদ্)-তে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতগণ আকার (তেদুঙ্গ) ও ঈকার (উলুমিজ) চিহ্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বালিদ্বীপে ১ রেগ্‌বেদ (ঋগ্বেদ), ২ যজুরবেদ (যজুর্ব্বেদ), ৩ সামবেদ ও ৪ অর্ত্তববেদ (অথর্ব্ববেদ) নামে চারিখানি বেদই প্রচলিত দেখা যায়। ভগবান্ ব্যাস (ভারতীয় ব্যাস) উক্ত বেদচতুষ্টয়ের সংগ্রহকর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ। পূজাদিকর্ম্মে পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্র ও স্তুতিগানসমূহ দেবপ্রীত্যর্থে অস্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এখানেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির বেদে অধিকার নাই। পণ্ডিতগণ অপেক্ষাকৃত সুকুমারমতি ব্রাহ্মণবালককেই এই মন্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। চারিখানি বেদেই ভাষা ছাঁকা সংস্কৃত এবং শ্লোকাকারে লিখিত। উক্ত বেদচতুষ্টয়ের অর্থবোধের জন্য কবিভাষায় টিপ্পনী আছে। পুরোহিতগণ পাছে মূলশ্লোকের অর্থাদি ভুলিয়া যান, এই ভয়ে সময় সময় ঐ টীকা পাঠ করিয়া থাকেন।

ঐ গ্রন্থ সকল হইতেই প্রাচীনকালে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম-বিস্তারের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কোন সময়ে ভারতীয় মনীষিগণ পুণ্যময় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সঙ্গে লইয়া যব বা বালিদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। 'সূর্য্যসেবন' নামে একখানি গ্রন্থ আছে, উহাতে সূর্য্যোপাসনার উপযোগী বেদমন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। সূর্য্যোপাসনাই পুরোহিতদিগের ধর্ম্ম। প্রাচীন বৈদিক আর্য্য হিন্দুগণ যেরূপ সূর্য্যোপাসক বলিয়া বিদিত ছিলেন, এখানকার পুরোহিতগণও তাহার অনুকারী। বেদ ভিন্ন এখানে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ নামে একখানি পুরাণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা ভারতীয় ১৮শ পুরাণের অন্তর্গত। বালিবাসিগণ শৈব বলিয়াই এখানে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের আদর। ইহার ভাষা সংস্কৃত এবং শ্লোকাকারে লিখিত। ইহারও বালিভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা আছে। এখানকার ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণ, বিভিন্ন মনু হইতে প্রজা সৃষ্টি, জগদ্বর্ণন, পৌরাণিক উপাখ্যান ও প্রাচীন রাজবংশসমূহের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ভগবান্ ব্যাস ইহারও সঙ্কলনকর্ত্তা। [পুরাণ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।] এখানকার পুরোহিতগণ অপর ১৭শ পুরাণের স্মৃতিমাত্রও রাখেন না। তাঁহারা এই যে, বালিবাসী ব্যাসকে পুরাণ ও বেদ এবং বাল্মীকিকে রামায়ণপ্রণেতা বলিয়া জানেন।

পৌরাণিক কাব্য।

এখানকার রামায়ণও বাল্মীকি-প্রণীত। কবিভাষায় লিখিত হইলেও ইহাতে বহুল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এই গ্রন্থে ভারতীয় রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ড ২৫ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ৭ম উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিরচিত হইলেও উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, উত্তরকাণ্ডখানি উক্ত প্রথম ছয় কাণ্ডের পর কোন এক সময়ে ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল। এই উত্তরকাণ্ডখানির বিশেষত্ব এই যে, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদ্বংশধরগণের চরিত্র ইহাতে বর্ণিত। এতদ্ভিন্ন এখানকার রামায়ণের বালকাণ্ডে রামজন্ম ও বশিষ্ঠসংবাদ প্রভৃতি বিষয় নাই। কিন্তু অপরাপর বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা আছে।

উক্ত ২৫ সর্গ রামায়ণের প্রথম সর্গে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের গৃহে বিষ্ণুর অবতারকথা প্রসঙ্গে—কৌশল্যার উদরে রামচন্দ্ররূপে ভগবান্, কেকয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণের জন্মকথা আছে। মুনি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে ধনুর্ব্বেদ ও শাস্ত্রশিক্ষা দেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র[১] রাক্ষসের উপদ্রব হইতে তদীয় আশ্রম রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া

(১) বালির রাজর্ষিবংশ ই'হারই বংশধর বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

যান, তৎপরে রাক্ষস-নিধন, পরশুরামের ধনুর্ভঙ্গ, সীতার বিবাহ, ভরতকে রাজ্যস্থাপনার্থ কেকয়ীর বরপ্রার্থনা, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দণ্ডকারণ্যে গমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসাচ্ছেদ, রাবণের ক্রোধ, সীতাহরণ, সুগ্রীবের মিত্রতা, হনুমানের লঙ্কায় গমন, সীতাদর্শন, শ্রীরামপরিচালিত বানর সৈন্যকর্তৃক লঙ্কাপুর অবরোধ, রাম ও সুগ্রীবাদির সীতা উদ্ধারপরামর্শ, বিভীষণ-সম্মিলন, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, পাতাল প্রবেশ, রামচন্দ্রের অযোধ্যাসিংহাসনে উপবেশন ও বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণদিগের অধিকার, রামায়ণ ও পর্ব্বগ্রন্থ প্রভৃতিতে রাজন্যবর্গের সেইরূপ অধিকার আছে। তাঁহারা এই সকল কাব্যগ্রন্থ-বর্ণিত রাজচরিত্র শিক্ষা করিয়া আপনাদের চরিত্র সংগঠন করিয়া থাকেন। কেবল রাজচরিত্র নহে, ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নির উপাখ্যান হইতে তাঁহাদের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। উত্তরকাণ্ডে লবকুশের বংশানুকীর্ত্তন ছাড়া, রামের অপর ভ্রাতৃবংশের উপাখ্যানও প্রকটিত হইয়াছে।

রামায়ণের যেরূপ কাণ্ডবিভাগ, মহাভারতও তদ্রূপ অষ্টাদশ-পর্ব্বে বিভক্ত। বালিবাসিগণ এই মহাগ্রন্থকে পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, ইহার মহাভারত নাম তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। ঐ ১৮শ পর্ব্বের প্রকৃত নামও তাহারা জ্ঞাত আছে।[১] এই গ্রন্থে লক্ষ শ্লোক। উহার মধ্যে ২০ হাজার শ্লোকে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধপ্রসঙ্গ আছে। ভগবান্ ব্যাস ইহার গ্রন্থকর্ত্তা।[২] ইহার ভাষাও কবি। পর্ব্ব-নামধেয় ভারত উপাখ্যান ব্যতীত ১ কপিপর্ব্ব—সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি কপিবংশের ইতিহাস। ২ কেতক বা চণ্ডক পর্ব্বনামে কবিদাসীরচিত অভিধান। ৩ অগস্তি পর্ব্ব (অঙ্গ্ গস্তি) প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে।

মনুপ্রণীত মানবধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলেও ইহারা প্রভু মেনুকেই (মনু) ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করে। পূর্ব্বাধিগম বা শিবশাসন নামক গ্রন্থও মনুরচিত। উহার ভাষা কবি ও শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

সাধারণ কবিসাহিত্যের মধ্যে বারতযুদ্দ[৩] নামক গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে ইহাই এখানে মহাভারতের অনু-বাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আদি মহাভারত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়ায় সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্ব্বের উপাখ্যান লইয়া এই বারতযুদ্দ সঙ্কলিত হয়। কেদিরি-রাজ শ্রীপছকাবতার জয়বয়ের আদেশে হেম্প্ সদ কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়।

৪ বিবাহ—ম'পুকণ্ব-প্রণীত কবিভাষার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ৫ স্মরদহন—রামায়ণপ্রণেতা কবি রাজা কুসুমের পুত্র মপু ধর্ম্মজের রচিত। ৬ সুমনাশান্তক—রঘুবংশ অবলম্বনে লিখিত। ৭ বোম (ভৌম) কাব্য—বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে ভৌম দানবের উৎপত্তি ও কৃষ্ণহস্তে তাহার নিধন। ম'পু ব্রদ্ধ বোধনামা জনৈক বৌদ্ধরচিত। ৮ অর্জ্জুনবিজয়—রাবণকার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুনের যুদ্ধ-মপু তন্তুলর বোধ নামক বৌদ্ধপ্রণীত।

৯ সুতসোম—কেতকপর্ব্বের উপাখ্যান অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত। ১০ হরিবংশ—মহাভারতের পরিশিষ্ট খণ্ড। মপুপেনুলু বোধ নামক জনৈক বৌদ্ধ ইহা কবিভাষায় লিখিয়া যান। পূর্ব্বোক্ত কয়খানি গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য।

ববদ বা ঐতিহাসিক বীরগাথার মধ্যে ১ কেন্হন্গ্রোক্—কেদিরি, মজপহিত ও বালিরাজবংশের আদিপুরুষ ব্রহ্মপুত্র কেন্হন্গ্রোক হইতে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। ২ রঙ্গ্-গলবে—কেদিরিরাজমন্ত্রী রঙ্গ্গলবে কর্তৃক তুমেপেলরাজ শিব-বুক্কের পরাজয়প্রসঙ্গে কেদিরি রাজবংশোপাখ্যান। ৩ উশনযব ও ৪ উশনবালি—উক্ত দ্বীপদ্বয়ের রাজেতিহাস। ৫ পেমেদঙ্গ—বালিরাজ্যের আধুনিক ইতিহাস।

তুতুর বা ধর্ম্মবিষয়ক ও তান্ত্রিক গ্রন্থ অসংখ্য, অধিকাংশই শ্লোকে লিখিত। এতন্মধ্যে ১ ভুবনসংক্ষেপ, ২ ভুবনকোষ, ৩ বৃহস্পতিতত্ত্ব, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ তত্ত্বজ্ঞান, ৬ কন্দম্পৎ, ৭ সজোৎ-ক্রান্তি, ৮ তুতুর কামোক্ষ (কামাখ্যাতন্ত্র ?), ৯ রাজনীতি, ১০ নীতিপ্রায় বা নীতিশাস্ত্র, ১১ কামন্দকনীতি, ১২ নরনীতীয়, ১৩ রণযজ্ঞ ও ১৪ তিথিদশগুণিত এই কয়খানি প্রধান।

পূর্ব্বেই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এখানে ১ আগম, ২ অধিগম,[১] ৩ দেবাগম, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ দুষ্টকালভয়, ৬ স্বয়ম্ভূ বা স্বজম্ভ্, ৭ দেবদণ্ড ও ৮ যজ্ঞসজ্ঘ প্রভৃতি কয়েক-খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মেনব-শাস্ত্র নামে ভারতীয় মানব-

(১) আদি, বিরাট, ভীষ্ম, মুষল, প্রস্থানিক, স্বর্গারোহণ, উদ্যোগ, আশ্রম-বাস, সভা, আরণ্যক, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, স্বত্তমা (অশ্বত্থামা), সৌপ্তিক, স্ত্রীপলপ (স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব) ও অশ্বমেধ যজ্ঞ। বালিদ্বীপবাসী পুরোহিতগণ শান্তিক পর্ব্বকে একখানি স্বতন্ত্র পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(২) ইনি হেম্পু বা স'ম্পু যোগীশ্বর নামে বালি ও যবদ্বীপে প্রসিদ্ধ।

(৩) ভারতযুদ্ধ। কুরু ও পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহার ভ্রাতাযুদ্ধ এবং অপরে ব্রতযুদ্ধ (ধর্ম্মযুদ্ধ) এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকেন।

(১) পূর্ব্বাধিগম বা শিবশাসন শিবপ্রোক্ত বলিয়া ব্রাহ্মণগণের বিশ্বাস।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুকরণে লিখিত একখানি স্মৃতিগ্রন্থ আছে,[১] কিন্তু তাহা বিশেষ প্রচলিত নহে। পূর্ব্বাধিগম নামক স্মৃতিশাস্ত্রের উপক্রমণিকায় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করা গেল, কেবল সংস্কৃত শব্দের বালি রূপান্তর লিখিত হইল না। এই নমুনা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তথাকার শাস্ত্রীয় ভাষায় কত সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ আছে :—

"অভিজ্ঞানমস্তু। লিহন্ পূর্ব্বাধিগমশাসনশাস্ত্রসারোদ্ধৃত পূর্ব্বারম্ভ সঙ্গ্ তলস বৃদ্ধাচার্য্য রাজপুরোহিত সর্ব্বগুণজ্ঞ ভাস্বরশ্মি-সদৃশ-সর্ব্বজন-হৃদয়-তমিস্রহরণ-সকলাগ্র-চূড়ামণি-শিরসি প্রতিষ্ঠিত তকপ্ সহন পরাচার্য্যশিবকবেঃ, কনিষ্ঠ মধ্যোত্তম ন'দন শিব পরমাদিগুরু মহাভগবানতঙ্গ্ গেণীর শির পঙ্গু-দারণভস্মাঙ্গারনীরসকরি অবনঙ্গ্নীর পণদহন ভস্ম তকপ্নিঙ্গ্ সন্তান প্রতিসন্তান সঙ্গ্ ভস্মঙ্গ্কুর শির অতঃ প্রমাণকেন পগেঃ নিঙ্গ্রক্ষনিঙ্গ্শাসনাধিগম শাস্ত্রসারোদ্ধৃত রি পর পঙ্গ্কু মকবেহন শহন শঙ্গ্ গুম্ গে শিবাগম, কিমুত সহন সঙ্গ্ বুত্থঙ্গ্গ শিব পিণাক স্থবির রিহ্ নগর শঙ্গ্ সম্পুন (সম্পন্ন ?) কৃত্য অঙ্গুনি বেঃ সঙ্গ্ মহারেপ্ রিঙ্গ্ নগর লাবণ রিঙ্গ্ প্রদেশতলস করুহণ সঙ্গ্বতিকপ্রজীবক ব্যবহারবিচ্ছেদ সঙ্গ্ অব নঙ্গ্ মম গতকেন বিবাদনিঙ্গ্ সর্ব্বজনরিঙ্গ্ সভামধ্য মুঅঙ্গ্ রিঙ্গ্ প্রদেশ ন ত লু ইরুনীর, যথন সঙ্গ্ হঙ্গ্ অধিগমশাস্ত্রসারোদ্ধৃত যুগ পমক্রিঙ্গ্ শাসনক্রমনীরটীকাকবেঃ।"

তত্ত্ব বা তুতুরকামোক্ষ গ্রন্থে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত করণীয় ধর্ম্মক্রিয়াকলাপ বর্ণিত আছে। পদণ্ডগণ এই স্মৃতি অনুসরণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন। রাজা অথবা ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্মনীতি অনুসারে কার্য্য করিলে 'রাজর্ষি' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ শাস্ত্রলিখিত আচরণ না মানিয়া চলিলে রাজন্যগণের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

মলৎ গ্রন্থে পঞ্জীর বীরকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহার ছন্দ ও মাত্র কিদুঙ্গ্ কবি হইতে অনেক বিভিন্ন। গম্বুঃ নামক নাট্যাগারে এই গ্রন্থের স্থলবিশেষের অভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে কালিদাসাদি সুধীবৃন্দের রচিত হৃদয়গ্রাহী নাটকের আভাস মাত্র নাই। ভারতীয় নাটকের আদর না থাকার দুইটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হয় ভারত-বাসী ব্রাহ্মণগণের যবদ্বীপে আগমনের পর কালিদাসাদির মহামূল্য নাটক রচিত হইয়াছিল, না হয় সেই ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত বলিয়াই ঐ সকল নাটকের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র, পৌরাণিক কাব্য ও ইতিহাস ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কালনিরূপণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রেরও আদর আছে। ইহারা দুই মতে কালগণনা করিয়া থাকে। একটী ভারতীয় এবং অপরটী বালীয় বা পলিনেশিয়।

ভৃগুগর্গ নামক পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তাহারা শালি-বাহনরাজপ্রতিষ্ঠিত শক সম্বৎ (৭৮ খৃষ্টাব্দ) হইতে কালগণনা করিয়া আসিতেছে এবং কসঙ্গ বা চৈত্রমাস হইতে তাহারা বৎসরের আরম্ভ কাল ধরিয়া থাকে। মুসলমানপ্রভাবে যবদ্বীপের গণনার গোল ঘটিলেও এখানকার গণনায় চান্দ্র মাস স্থলে সৌর মাস ব্যতীত অপর কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ব্যতীত সকল মাস নামের সংস্কৃত ও বালি দেশীয় নাম আছে। শ্রাবণ (কস), বাদ্র বা বাদ্রবদ (ভাদ্রপদ) বা করো, অস্মুজি (আশ্বযুজ বা আশ্বিন), কতিগ (কার্ত্তিক) বা কপত, মার্গশির বা মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) বা কালিম, কনম বা পোষ্য (পৌষ), কপিত বা মাগ (মাঘ), কলুলু বা পাল্গুন (ফাল্গুন), কসঙ্গ বা মধুমাস (চৈত্র), বাদস বা বেশক (বৈশাখ) এবং জেষ্ট (জ্যৈষ্ঠ) ও আষাঢ়। প্রাচীন রোমকদিগের মত বালিদ্বীপে পূর্ব্বে ১০ মাস প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুইটী মাস ছিল না এবং তাহার পূর্ব্বে ৩৫ দিনে মাস গণনা করিত। ঐ দিনের নাম পলিনেশিয় ও হিন্দুমিশ্রিত। যথা রদিতি সোম, অঙ্গ্গর, বুদ্ধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনৈশ্চর (হিন্দু) এবং পহিঙ্গ, পুঅন, বগি, কালিবন্য ও মেনিশ্ (পলিনেশিয়)। এতদ্ভিন্ন তাহারা কতকগুলি গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয় এবং তাহাদের মানব দেহে শুভাশুভ ফল প্রদানে শক্তির বিষয়ও অবগত আছে। তাহাদের চান্দ্রমাস শুক্ল (তঙ্গ্গল) ও কৃষ্ণ (পঙ্গ্লুঅঙ্গ্) পক্ষ ধরিয়া গণিত হয়।

উক্ত ৩৫ দিনে ৩৫টী নক্ষত্রের ফলাফল ছাড়া জাতবালকের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য তাহারা সপ্তাহের প্রতিদিনে ১ দেবতা, ২ নরমূর্ত্তি, ৩ বৃক্ষ, ৪ পক্ষী, ৫ ভূত ও ৬ সত্ত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করে এবং উহাদের প্রভাব মত মানব-চরিত্র কল্পনা করিয়া লয়*।

(১) শিবশাসনের একস্থানে 'ধর্ম্মশাস্ত্র কুতরমানবাদি' এরূপ বাক্য প্রয়োগ থাকায় মন্বাদি স্মৃতির উল্লেখ কল্পিত হইয়াছে। কুতর শব্দে মন্থনদণ্ড বুঝায়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহাকে 'উত্তম মনু' এইরূপ স্থির করেন, যেহেতু বালিদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তম মনু স্থলের উত্তরমনু পাঠ দেখা যায়।

* সপ্ত দেবতার নাম—ইন্দ্র, উমা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গুরু, শ্রী ও যম। মতান্তরে ইন্দ্র, পৃথিবী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা গুরু, উমা ও দুর্গা। সপ্ত ভূতগণের নাম—হলু অশু (কুকুরমুখী), হলুক ক'বো (মহিষমুখী), হলু কুদ (অশ্ব-মুখী), হলুলেম্ব (গোমুখী), হলুসিংহ (সিংহমুখী), হলুগজ (গজমুখী)ও হলুগগক (কাকমুখী)। ঐ সকল পশুর ন্যায় তাহাদের প্রকৃতি হয়।

অমৃত, শূন্য, কাল, পতি ও লিন্তোক দিবসের এই পঞ্চ ক্ষণ। অমৃত ক্ষণে জন্মিলে সৌভাগ্যশালী, শূন্যে দরিদ্র, কালে রিপুবশ, পতি ক্ষণে মৃত্যু এবং লিন্তোকে জন্মিলে মানব অসচ্চরিত্র ও চোর হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের দিবাভাগ আট ঘটিকায় বিভক্ত। সময় নিরূপণের জন্য তাহারা এক প্রকার জলযন্ত্র ব্যবহার করে। প্রত্যেক রাজপ্রাসাদে ঐরূপ একটী যন্ত্র আছে। পাত্রে জলপূর্ণ হইলে ঢালিয়া ফেলিবার জন্য একটী লোক নিযুক্ত থাকে। ঘটিকা পূর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি সাধারণকে জানাইবার জন্য নিরূপিত সময় দামামায় আঘাত করে।

পঞ্জিকাগণনায় ভৃগুগর্গ ব্যতীত তাহারা সুন্দরীক্রম ও সুন্দরী ভুজ্‌ক নামক পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করে। জ্যোতিষ-গণনায় তাহাদের রাশিচক্রের ব্যবহার আছে। বৃশ্চিক স্থানে মূচিক ও কর্কট স্থানে রকত লিখিত হইয়াছে এবং মীনের ঘরে কুম্ভ ও মেষের ঘরে মকর প্রভৃতির অবস্থান দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীকদিগের ন্যায় ইহাদেরও তুলারাশি নাই। তুলার ঘর বৃশ্চিকই অধিকার করিয়াছে।

ভারতবাসীর ন্যায় ইহাদেরও বিশ্বাস যে রাহুর গ্রাসজন্য চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণের নাম 'গ্রহ' এবং চন্দ্রগ্রহণের নাম 'রাহু'। গ্রহণের সময় তাহারা নানা যন্ত্র ও চিৎকার দ্বারা বিকট শব্দ করে। বিশ্বাস ঐ শব্দে ভীত হইয়া দস্যু চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবে। আমাদের দেশে এখনও গ্রহণের সময় শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি এবং আনন্দোন্মাদে কোলাহল করিতে করিতে গঙ্গাস্নান প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বালিদ্বীপে কোন সময়ে ব্রাহ্মণাগম হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ করা দুরূহ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধির সময় বৌদ্ধাচার্য্যগণের নানাদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন, শালিবাহন শকগণনা ও প্রাচীন সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর গ্রন্থের অভাব দর্শনে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দের কোন সময়ে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ-সমাগম হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রচার যে ক্লিঙ্গ্‌ (কলিঙ্গ) দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা-সমূহ আনীত হইয়াছে। প্রথমে যবদ্বীপে, পরে তথা হইতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে শস্যের প্রচুরতা দেখিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ বাসস্থাপনে কৃতসংকল্প হন। সর্ব্বপ্রথমে ১ম শতাব্দে ত্রিতুষ্টি নামে একজন ব্রাহ্মণ বহুলোক সমভিব্যাহারে যবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক দক্ষিণ-উপকূল উত্তীর্ণ হইয়া মেরুপর্ব্বতের পাদমূলে বসতি করেন। যবদ্বীপে অধুনা যে শক প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিতুষ্টিনামা এক প্রাচীন রাজা স্থাপন করেন। তজ্জন্য ঐ শক আজিশক (আদিশক) নামে প্রসিদ্ধ। যবদ্বীপের বর্ত্তমান শক ১৮২৩; সুতরাং উহাই যে শালিবাহন শক, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ত্রিতুষ্টি যবদ্বীপে আগমন করেন, তৎকালে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে যে সময়ে শক সম্বতের প্রচার হইয়াছিল অথবা রাজা সাতবাহনের শকপ্রচার যে তাঁহার একটী সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে না।

যবদ্বীপের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, আদিম ঔপ-নিবেশিকদল কতিপয় হিন্দুপরিবারে মিলিত হইয়া এখানে আগ-মন করেন। তাহাদের সঙ্গে যে স্ত্রীপুত্র ছিল, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। মহামনা ত্রিতুষ্টিও স্বকীয় স্ত্রীপুত্র সমভি-ব্যাহারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম ব্রাহ্মণ-কালি এবং পুত্র দুইটীর নাম মনুমানস ও মনুমাদেব। প্রকৃত পক্ষে ইহারা বৌদ্ধ কি হিন্দু ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩৫০ শক পর্য্যন্ত এতদ্দেশে বহুতর ঔপনিবেশিকের আগ-মন হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়;—

শেলপ্রবাত—১০০ শকে, ঘোটক—২০০ শকে, সুবিল—৩১০ শকে, হুতম—৩৩১ শকে এবং ত্রিসৃদি ও তৎপুত্র দশবাহু ৩৫০ শকে এখানে আগমন করেন। ৪৮০ শকে কতকগুলি শৈব পণ্ডিত যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মতের সহিত যবদ্বীপবাসিদিগের মতানৈক্য হওয়াতে তাঁহারা দূরীভূত হন। পরে তথাকার রাজা শুতুদামের শরণাগত হইলে আশ্রয় লাভ করেন। রাজা শুতুদাম তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। যবদ্বীপবাসিগণ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কিছুপূর্ব্বে কতকগুলি শৈব মজপহিত নামকস্থানের শেষরাজা ব্রবিজয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মজপহিতরাজ্য বিধ্বস্ত হইলে তাঁহারা বালিদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধি-পতির নাম চাহুরাহু।

বালিদ্বীপে এখন যে শক চলিতেছে, তাহা যবদ্বীপ অপেক্ষা পাঁচবৎসর কম অর্থাৎ ১৮১৮ শক। এই পাঁচবৎসরের গোল-মাল কেন হইল, বালিবাসী পণ্ডিতগণ তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বোধ হয় চান্দ্রমাস গণনার স্থলে সৌরগণনা পরিবর্ত্তন, পলিনেশীয় গণনার সংমিশ্রণ প্রভৃতি দোষে এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব হিসাবে ১০ মাসে বৎসর ছিল, পরে তাহা ১২ মাসে পুনঃ গণনা এবং মলমাসাদি গণনা না করায় ইহাদের সহিত হিন্দুপঞ্জিকারও অনেক ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। শুভাশুভ ঘটনা ও সময় নিরূপণের জন্য

শুদ্ধই যে তাহারা পঞ্জিকা ও গ্রহসঞ্চারের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। কোন বিশেষ ঋতুতে পার্ব্বতীয় পুষ্পের প্রস্ফুটন, সমুদ্রের সাময়িক গতিপরিবর্ত্তন বা রূপান্তর গ্রহণ, কোন প্রাকৃতিক নিদর্শন প্রভৃতি ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও তাঁহারা সময় নিরূপণে সফলকাম হইয়াছেন।

ধর্ম্মমত, দেবতত্ত্ব ও বিশ্বাস।

ভারতের দুইটী হিন্দুধর্ম্মশাখা বালিদ্বীপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণের সঙ্গে সঙ্গে শৈবব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তারকল্পে ক্রমেই বৌদ্ধগণ হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সকল প্রকার পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু শৈবসাম্প্রদায়িকগণ গো, কুকুর প্রভৃতি অস্পৃশ্য জীবের মাংস ভক্ষণ করেন না।

বালিদ্বীপের পণ্ডিতগণের মুখে শুনা যায় যে, বুদ্ধ শিবের কনিষ্ঠভ্রাতা। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরে অবিরোধী থাকিলেও, কেহ কাহারও দেবতার পূজা করেন নাই; কিন্তু অনেক পূজা পদ্ধতিতেও পরস্পরের সংস্রব দেখা যায়। পঞ্চবলিক্রম নামক উৎসবে শৈবপণ্ডিতগণ একজন বৌদ্ধ পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া উৎসর্গক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। রাজা বা রাজ-পুত্রগণের অন্ত্যেষ্টির সময় শিব ও বুদ্ধপূজার পবিত্রবারি তত্তৎ পুরোহিতগণের দ্বারা মৃতদেহের মস্তকে সিঞ্চন করা হয়, এতদ্ভিন্ন কবিগ্রন্থে বৌদ্ধ ও শৈবের পরস্পর সুহৃদ্ভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত আছে।

সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ইহাদের প্রগাঢ়ভক্তি থাকিলেও ইহারা সাধারণতঃ শিবোপাসক বলিয়া পরিচিত। ইহাদের ধর্ম্মকাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। পুরোহিতগণের স্বগৃহে গুপ্তপূজা এবং সাধারণ লোকের পূজা। বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণগণের সূর্য্য ও অগ্নি উপাসনার ন্যায় ইহারা স্বগৃহে 'সূর্য্যসেবন' সমাপন করে। এই সূর্য্যকেও তাহারা শিব বলিয়া জ্ঞান করে। কারণ শিবের ত্রিনেত্রই সূর্য্যের রূপান্তর।

প্রত্যেক পদণ্ডই প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় প্রাতে ৯ হইতে ১০ ঘটিকার মধ্যে গৃহে অভুক্ত থাকিয়া সূর্য্য-সেবন করেন। পণ্ডিতগণ উক্ত দিবসত্রয় ব্যতীত প্রতি কালিবনে (পলিনেশিয় সপ্তাহের ৫ম দিনে) দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পদণ্ড মদে অলিঙ্গ কচিঙ্গ প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর যাজকগণ প্রতি-দিনই এইরূপ দৈবসেবা করেন; কিন্তু পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ব্যতীত অপর কোনদিনেই পূজার সময় বিশেষ জাকজমক হয় না। বাটীর উঠানমধ্যে (বলি) পূর্ব্বমুখী হইয়া তাহারা সূর্য্য-পূজায় বসে। নৈবেদ্যাদি উপকরণ, ফুল, জল, ঘণ্টা প্রভৃতি সকলই সজ্জিত থাকে। যথানিয়মে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা সাঙ্গ করিলে দেবাবেশ হয়। ঐ সময়ে তাহার অঙ্গ-সঞ্চালন ক্রমশঃই গুরুতর হইতে থাকে। তখন তিনি দেহস্থ দেবতাকে পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে থাকেন। এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তাহার পুত্রগণ স্থিরভাবে পিতার সম্মুখে দাঁড়া-ইয়া থাকে, আবার সরিয়া যায়। অবশেষে তাহার প্রসাদী অন্ন উপস্থিত রাজা প্রভৃতি প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তাহাদের নিকট উহা অমৃত বলিয়া গণ্য। পূজাকালে পণ্ডিতগণ যে জল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা "তোয়তীর্থ" নামে পরি-চিত। ইহা অতি পবিত্র। সাধারণ লোকে ইহা ক্রয় করিয়া স্ব স্ব দেহে এবং মৃতদেহপূতকরণার্থ ব্যবহার করে। গৃহের এই পূজাসত্ত্বেও তাহারা অন্ত্যেষ্টি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সাধারণ ক্রিয়া-কল্পে উপস্থিত হইয়া সাধারণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

নিজ গৃহে থাকিয়া তাঁহারা বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও পবিত্র কবিগ্রন্থসমূহের আলোচনা করেন এবং নিজ পুত্রদিগকে উচ্চ-শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়) ছাত্রদিগকে সেই সেই শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন। সাধারণ লোকের শুভাশুভ ফল-নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা ফলিত ও জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন। বালিদ্বীপের পঞ্জিকার সময় বিভাগ তাঁহারাই নিরূপিত করিয়া থাকেন। যদি কেহ নূতন অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, ইহারা মন্ত্রপূত করিয়া না দিলে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় না।

সাধারণ লোকের মঙ্গলার্থ তাঁহারা মন্দিরাদিতে পূজা করে। সকল শ্রেণীর লোকই ঐ পূজাকালে সমাগত হয়। গুনুঙ্গ অগুঙ্গপর্ব্বতপাদমূলের বাসুকির মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। এখান-কার দেবমূর্ত্তির নাম সঙ্ পূর্ণজয়। এতদ্ভিন্ন তবানানের বতু কহুমন্দিরে সহ জয়নিঙ্গ্রাত, বদোঙ্গের উলুবতুমন্দিরে দেবীদনুব, প্রহু নামক মন্দিরে সাঙ্ মাণিক কুমাবঙ্ গিয়াঙ্গরের যে, জরুক মন্দিরে সঙ্ পুত্রজয়, ক্লোঙ্ কোঙ্গের গিবলর মন্দিরে সঙ্গীঙ্গজয় এবং তবানানের পকেনছঙ্গন মন্দিরের সঙ্গমাণিক কলেব নামক দেবমূর্ত্তি সমুদায় মহাদেবের সকল দেবমূর্ত্তির হস্তে তরবারি, ধনু, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র সজ্জিত আছে। এই প্রধান মন্দিরসমূহে রাজগণ প্রজাবর্গের সৌভাগ্যকামনায় পূজা দিয়া থাকেন। উলু-বতুর মন্দিরে বালিবৎসরের একবিংশদিনে এবং বাসুকির মন্দিরে কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় মহোৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও কএকটী প্রধানেতর মন্দির আছে, সাধারণ লোকে ঐ সকল দেবমন্দিরের উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

১ সেরঙ্গনদ্বীপস্থ সকনন মন্দিরের সঙ্ হুঙ্গ ইন্দ্রনামা বজ্র-ধারী ইন্দ্রমূর্ত্তি। নববর্ষারম্ভের ১১শ দিনে তাঁহার মহোৎসব হইয়া থাকে।

২ বঙ্গলীর জেম্‌পুল মন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন জেম্বো-নার ৩ রম্বোৎসবি, ৪ সমস্তিগ ও গিয়ান্যরের ৫ কিন্তেলগুমি মন্দিরের দেবতার ঐশীশক্তির কথা প্রচারিত আছে।

পনতরনে দুর্গা, কাল ও ভূতদিগের তৃপ্তির জন্য সকলে পূজা দিয়া থাকে। পুরীনামক মন্দিরে উচ্চ শ্রেণীর এবং পঙ্গস্তনন মন্দিরে সাধারণ লোকে শিবপূজার্থ গমন করে। পরার্য্যঙ্গন নামক মন্দিরসঙ্ঘে দেব ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। কহ্যঙ্গন, যড়কহ্যঙ্গন সঙ্গর ও মেরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র মন্দিরও শিব-পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত মন্দিরস্থ পদ্মাসনে সদাশিব, পরমশিব ও মহাশিবের তৃপ্তিসাধক মাল্য ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক মন্দিরগাত্রেই লিঙ্গমূর্ত্তি খোদিত আছে। সমুদ্রতীরে বরুণদেবের কএকটী মন্দির এবং পথে ঘাটে সতী-গণের উদ্দেশে স্থাপিত কতকগুলি মন্দিরও দেখা যায়।

বালিদ্বীপে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার না থাকিলেও ব্রাহ্মণেরা শিবপূজাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহাই কতকাংশে আমাদের হরিহরমূর্ত্তির একাত্মসূচক। তাঁহারা মেরু, কৈলাস ও গুনুঙ্গ অগুঙ্গকে স্বর্গ বা ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক বা ব্রহ্মলোক এবং শিবলোক বলিয়া কল্পনা করেন এবং উক্ত লোকত্রয়ে শিব সর্ব্বময়রূপে বিরাজ করিতেছেন। পদণ্ডেরা শিব[১] ব্যতীত অপর কোন দেবতারই চারিহস্ত স্বীকার করেন না।

শিবের প্রধান অঙ্গভূষা—অক্ষমালা, চামর, ত্রিশূল ও পান। কএকটী সশস্ত্র শিবমূর্ত্তির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শিব ও কাল এক হইলেও মঙ্গলময় শিবমূর্ত্তি তুষারধবল এবং মহাসংহারক কালমূর্ত্তি ঘোর তামস। পনতরণে কাল, তৎপত্নী দুর্গা ও অনুচর ভূতগণের পূজা হয়। শিবপত্নী উমা, পার্ব্বতী, গিরিপুত্রী, দেবীগঙ্গা ও দেবীদনু নামে পূজিতা হন। শস্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী এখানে শিবপত্নীরূপে স্বামীর সহিত পূজা পাইয়া থাকেন।[২]

বিষ্ণুর ন্যায় এখানে ব্রহ্মারও কোন মন্দির নাই। কোন কোন মহোৎসবে বিষ্ণু ও ব্রহ্মমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী মন্দির নির্ম্মিত হয়। উৎসবের শেষে উহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এখানে ব্রহ্মা পদ্মযোনি, প্রজাপতি ও চতুর্ম্মুখ নামে খ্যাত। দণ্ডই ব্রহ্মার প্রধানভূষা। যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঐ দণ্ডধারণ করেন, তিনিই 'পদণ্ড' নামে অভিহিত হয়েন।

ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী দেবী এখানে বিদ্যা নামে পূজিতা। তাঁহার পূজারও কোন পৃথক্ মন্দির নাই। বতু গুনোঙ্গ সপ্তাহে শনৈশ্চরে বালিবাসী নানা পুঁথি একত্র করিয়া গৃহস্থিত দেবগৃহে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

বালিবাসীরা বিষ্ণুর কোন বিশেষরূপ পূজা না করিলেও তাহারা বিষ্ণুর মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি অবতার স্বীকার করে। শঙ্খ, চক্র, গদা ও দণ্ড বিষ্ণুর প্রধান চিহ্ন। চন্তকপর্ব্বে বিষ্ণুর এই কয়টী নাম পাওয়া যায়—

"বিষ্ণুর্নারায়ণঃ শৌরিশ্চক্রপাণির্জনার্দ্দনঃ।
পদ্মনাভো হৃষিকেশো বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ॥
ইন্দ্রাবরজ উপেন্দ্রো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ।
কেশবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণঃ পীতাম্বরচ্ছদঃ॥
বিশ্বক্‌সেনঃ স্বভূঃ শঙ্খী দানবারিরধোক্ষজঃ।
বৃষাকপির্বাসুদেবো মাধবো মধুসূদনঃ॥[৩]"

তাহারা শ্রী বা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া জানে। যখন বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব (স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা) এই ত্রিশক্তিই এক, তখন লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতিকে শিবপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে দোষ নাই। অভ্যাস বশতঃ তাহারা বিষ্ণুমূর্ত্তির কপালে তিলক দেয়, কিন্তু উহাকে তাহারা তিলক বলিয়া জানে না। শিবের যেমন ত্রিনেত্র, কপালস্থ ঐরূপ অঙ্কিত চিত্রকে তাহারা শিবের ত্রিনেত্রের অনুরূপ বলিয়া ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবীমূর্ত্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কপালে তাহারা 'পেরযশন' বা যশতিলকদান করিয়া থাকে। প্রাচীন কবিগ্রন্থবর্ণিত অনেক দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি খোদিত আছে। হিন্দু দেবতত্ত্বের ত্রিত্ব স্বীকার করিলেও তাহারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত অপরাপর দেবতারও উল্লেখ করিয়া থাকে। ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি অষ্টদেবতাকে ইহারা লোকপাল বলিয়া স্বীকার করে। ইন্দ্রের পর যম ও বরুণ সম্মান পাইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বপুরে অপ্সরা, বিদ্যাধরী ও ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া বাস করেন।

'বিবাহ' নামক গ্রন্থে রাবণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের পরাভব বর্ণিত আছে। বালিবাসিদের বিশ্বাস, ইন্দ্রলোকবাসিগণ নরদেহ ধারণ করিতে পারে, ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া জীব বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং তৎপরে শিবলোকে গমন করিলে আত্মার অনন্ত মোক্ষলাভ হয়। শিবলোকপ্রাপ্তি সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য

(১) এখানকার শিবের প্রচলিত নাম—পরমেশ্বর, মহেশ্বর, শ্রীগণ্ড, কপালভৃৎ, সুখাসীন, শঙ্কর, গর্ভ, কৃত্তিবাস, গঙ্গাধর, কামারি, বৃষকেতন, গর্ভদূত, ত্র্যম্বক, বিকল্পি, পিনাকী, শূলী, গণাধিপ, ঈশান, ঈশ, ভীম, বাম, মৎসদুরিত, পশুপতি, ত্রিপুরান্তক, শম্ভু, ভব, পরমেষ্ঠী, পীতাম্বর, ভৈরব, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি।

(২) এখানে শিবের অর্জ্জুনবিজয়রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্জ্জুনপত্নী দেবী যজ্ঞবতী স্বামীর মৃত্যুসংবাদে আত্মহত্যা করেন। পুলস্ত্যের প্রার্থনায় স্বয়ং গঙ্গ্ হ্যঙ্গ নাগর আসিয়া মৃতসঞ্জীবনীপ্রয়োগে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন।

(৩) অমর হেমচন্দ্র প্রভৃতির অভিধানে এইরূপ নামই পাওয়া যায়।

হইলেও একমাত্র পদণ্ডগণই সাযুজ্য লাভ করেন; অপর সকলের ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। বেলা উৎসবে সহমৃতা সতীর এবং রাজ্যরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলে রাজারও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ আত্মোৎসর্গের সময় পুরোহিত উপস্থিত না থাকেন বা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাহার স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন, তাহা হইলে কখনও তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না, বরং ভেক, সর্প হইয়া সে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। স্বর্গে গমন করিলেও যম নিরপেক্ষভাবে তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া কখন কখন তাহারা শবদেহকে ২ মাস হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত দাহ করে না।

অপর লোকপালদিগের কাহারও পূজা হয় না। অনিল বা বায়ু হইতে সাধারণের জীবনরক্ষা হয় বলিয়া সকলে বায়ু বা পবন দেবতাকে ভক্তি করে। পদণ্ড ও চিকিৎসকগণ সময় সময় পবিত্র বায়ুসঞ্চালন বা ফুৎকার দ্বারা রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। অনশনব্রতে কেহ কেহ বায়ুমাত্র সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করে।

কার্ত্তিকেয় ও গণেশের পূজা কোথাও দেখা যায় না। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে এক একটী বিঘ্নবিনাশন গণপতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা চিত্রিত রহিয়াছে। গণপতির হস্তিমুণ্ড হওয়ায় বালিবাসীদের ধারণা যে, এই পশু মানবের মঙ্গলপ্রদ নহে। বোলেলেঙ্ রাজ একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস যে, এইরূপ ব্যবহারেই নিশ্চয়ই তিনি রাজ্যভ্রষ্ট ও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ব্যাঘ্রকেও তাহারা নিতান্ত ঘৃণা করে, যেহেতু ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইলে সে রাজ্যের অধঃপতনের আর বিলম্ব থাকে না বলিয়া সাধারণের ধারণা। কিন্তু গণ্ডার দেখিলে ইহজন্মে না হউক, পরজন্মেও তাহারা সম্মান লাভ করিতে পারিবে, এরূপ মনে করে। কোন কোন মহাযজ্ঞে তাহারা গণ্ডার (পইলে) বলি দেয়। ইহার রক্ত, বসা ও মূত্র তাহাদের ব্যবহারে আইসে। অনেকে কামদেবেরও পূজা করে। ইহাদের প্রাচীন কাব্য হইতে বাসুকি, অনন্ত, তক্ষকনাগের কথা, জনমেজয়ের সর্পসত্র, ভগবান্ বশিষ্ঠের রাক্ষসযজ্ঞ এবং কিন্নর, কিংপুরুষ, উরগ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও পিশাচ প্রভৃতি পুরাণোল্লিখিত ব্যক্তি-বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

বালির হিন্দুগণ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই মত স্বীকার করে। অণ্ড হইতেই জগতের উৎপত্তি। প্রথমে সনন্দ ও সনৎকুমারাদি চারিজনের উদ্ভব হয়। পরে ব্রহ্মা ক্রমে স্বর্গ, নদ, নদী, পর্ব্বত ও উদ্ভিজ্জাদি এবং মরীচি ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে সৃষ্টি করেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাই পরমেশ্বর শিবের স্রষ্টা, আবার শিবই সেই ব্রহ্মার পিতামহ বলিয়া কীর্ত্তিত এবং ভব, সর্ব্ব প্রভৃতি নামে পরিচিত। শারীরিক উপাদানভেদে তাঁহার ১ আদিত্যশরীর, ২ অপ্‌শরীর, ৩ বায়ুশরীর, ৪ অগ্নিশরীর, ৫ আকাশ, ৬ মহাপণ্ডিত, ৭ চন্দ্র ও ৮ অবতারগুরু সংজ্ঞা হইয়াছে। এই জন্য তিনি অষ্টতনু নামেও পরিচিত। ব্রহ্মা স্বীয় অঙ্গজ, কল্প ও ধর্ম্মনামক পুত্রদ্বয়ের সৃষ্টির পর যথাক্রমে দেব, অসুর, পিতৃ, মানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, গণ, কিন্নর, রাক্ষস ও সর্ব্বশেষে পশুদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে স্বায়ম্ভুবাদি মনু, শতরূপা, দ্বাদশ যম, লক্ষ্মী, নীললোহিত (শিব) হইতে সহস্ররুদ্র, অগ্নি ও পর্জ্জন্যের উদ্ভবকথা এবং ধর্ম্ম ও অহিংসা, শ্রী ও বিষ্ণু, সরস্বতী ও পূর্ণমাসের বিবাহাদি প্রসঙ্গ লিখিত আছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আরও একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ ভার্গব প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন।

বালিবাসীরাও পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা বলিয়া জানে। তাহাদের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও পৃথিবীর বর্ষ বিভাগ এবং অগ্নীধ্রাদি স্বায়ম্ভুব মনুপৌত্রের শাসনকথা উক্ত আছে। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি প্রভৃতি চারিযুগই তাহারা স্বীকার করে এবং পর পর যুগে মানবের আয়ুসংখ্যা কম হইতেছে তাহাও বলিয়া থাকে।

শাস্ত্রগ্রন্থে ব্রাহ্মণসন্তানের আচরণীয় অনুষ্ঠানাদির বিষয় এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—১ বালকাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা, ২ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন, ৩ বৈখানস (বানপ্রস্থ) অবলম্বন, ৪ অবশেষে ষড়রিপু জয় করিয়া যতিধর্ম্মগ্রহণ। এখানে যতি শব্দে সাধক বা পদণ্ডকেই বুঝায়। পাঠ্যাবস্থায় যাহারা 'সত্য-ব্রহ্মচারী' হন, তাহাদিগকে তপ, মৌন, যজ্ঞ, দয়া, ক্ষমা, অলোভ, দম, শমতা, জিতাত্মতা (জিতেন্দ্রিয়তা), দান, অনমঃ, অদ্বেষ, অরাগ, সর্ব্ববিষয়ে বিরাগ, ত্যাগ এবং ভেদজ্ঞাননির্ণয়-কুশলতা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাকেই ধর্ম্মপ্রত্যঙ্গলক্ষণ বলে। অপরাপর বহুবিষয়ে তাহারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেও বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না।

প্রত্যেক পণ্ডিতই প্রত্যহ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। রমণীগণ পুজোপকরণ ও নৈবেদ্যাদি সজ্জিত করিয়া দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করিলে নিবেদন করা হয়। কেবলমাত্র দেবাদিষ্ট বন্দক্কিন্ পুরুষগণ মহোৎসবের উপকরণ আয়োজন করিতে সমর্থ হন। কাল, দুর্গা ও ভূতদিগের সমক্ষে তাহারা

কুক্কুট, হংস, শূকর এবং মহাপূজায় মহিষ, ছাগ, হরিণ, কুকুর প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। কুকুর প্রভৃতি ঘৃণ্যপশুর মাংস কেহই ভক্ষণ করে না।

গুনুঙ্গ-অগুঙ্গ পর্ব্বতমূলে বাসুকির নিকটে তোয়সিদ্ধু ও তবানানে গঙ্গা নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত আছে। পুরোহিতগণ ইহার জল ততদূর পবিত্র বোধ করেন না। তাঁহারা বলেন, পুণ্যসলিলা সিন্ধুনদী ক্লিঙ্গ (কলিঙ্গ অর্থাৎ ভারতবর্ষ)-দেশে প্রবাহিত, উহার জল পাইবার সুবিধা না থাকায়, তাঁহারা জলশুদ্ধির জন্য যমুনা, নর্ম্মদা, কাবেরী, সিন্ধু, গঙ্গা, সরযূ প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করেন। ককুদযুক্ত শ্বেতগাভি ভিন্ন অপর কাহারও দুগ্ধে তাঁহারা দেবোপহার জন্য ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারেন না। তাঁহারা গোধনকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান না করিলেও কখন গোহত্যা করেন না।

সাধারণতঃ দেবপূজায় পদণ্ডগণ বস্ত্র ও দক্ষিণা পান। প্রসাদী উপকরণাদি গৃহস্থই লইয়া থাকে। রাজযজ্ঞে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পদণ্ডের অনেক লাভ হয়। পূজান্তে ইহাদের মধ্যেও দক্ষিণাবিধি আছে। দেব-অঙ্গে শোভাবৃদ্ধির জন্য বালিবাসী নানা বেশভূষা পরাইয়া থাকে।

শিবের অলঙ্কার—(মস্তকে) মুঙ্গচণ্ডি, পপুত্রকন পট্টিশ, মঙ্গলবিজয়, চূড়ামণি ; (কর্ণে) কুণ্ডল, সকর তজি, রোণ রোণ, (গলায়) অপুস কুপক, (উপর হাতে) মঙ্গকন, (নিম্ন হাতে) মঙ্গ ও (পায়) মঙ্গ বটি। এতদ্ভিন্ন নাগবঙ্গ,শূল প্রভৃতি বহুতর অলঙ্কার সর্ব্বঅঙ্গের শোভা সম্পাদন করে। শ্রী উমা প্রভৃতি শিবজায়া ও বিষ্ণু মূর্ত্তির নানা রূপ অলঙ্কার আছে।

প্রত্যেক মন্দিরে মঙ্কু (মাণবক) নামে একজন তত্ত্বাবধায়ক আচার্য্য থাকেন। মন্দির সংস্কার ও উপহার উৎসর্গকালে মন্ত্র পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে তাহার সাহায্য আবশ্যক হয়। পুরুষ বা স্ত্রীলোকে মঙ্কু হইতে পারেন। শূদ্র ভিন্ন সকল বর্ণের পুরুষই উক্ত পদ পাইবার যোগ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা পত্নী ব্যতীত অপর কোন ব্রাহ্মণরমণীই মঙ্কু হইতে পারিবেন না। মঙ্কু হইতে পদণ্ড পদ শ্রেষ্ঠ এবং পদণ্ড হইতে পণ্ডিতই জ্ঞান ও ধর্ম্মকর্ম্মে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। ববলেনগণ ঈশ্বরানভিজ্ঞ হইলেও কার্য্যকালে তাহারা মঙ্কুদিগের ন্যায় মন্ত্র-পাঠ করাইতে পারে। ববলেনগণ পণ্ডিতদিগের মত রোগ-চিকিৎসাও করিয়া থাকে। রোগ ঝাড়াইয়া দিবার সময় তাহারা মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে রোগীর শরীর মধ্যে নিজ নিশ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেয়।

রাজাদিগের মহোৎসবে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যার গৃহপূজায় পদণ্ড (পাণ্ডা) গণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন, মাথায় জটা পরেন, আবার জটার বন্ধনী স্বরূপ মাথায় কেশাভরণ বাঁধেন। উহা মুকুটের ন্যায় স্বর্ণমণ্ডিত এবং স্থানে স্থানে সূর্য্যকান্তমণিশোভিত, কিন্তু ঐ কেশাভরণের ঠিক মধ্যস্থলে কপালের উপর স্ফটিকনির্ম্মিত একটী লিঙ্গ স্থাপিত থাকে। কুণ্ডল ব্যতীত তাহাদের অন্য কর্ণাভরণও আছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আম্বাভরণ, বাহুভরণ ও হস্তাভরণ নামে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার ও চুণীর অঙ্গুরীও ধারণ করেন। ইহারা যে ত্রিদণ্ডী ব্রাহ্মণবন্ধ (উপবীত) ধারণ করেন, তাহার গ্রন্থিস্থলে তিনটী লিঙ্গমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে ত্রিমূর্ত্তিসূচক বিভিন্ন বর্ণের তিনখানি পাথর থাকে[1]। যজ্ঞোপবীতাকারে ঘুরাইয়া তাহারা উত্তরীয় পটী করিয়া বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তের নিম্নে আটিয়া দেয়। পদণ্ড ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মবন্ধ ধারণে অধিকার নাই। যুদ্ধযাত্রাকালে পদণ্ডের আদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি এই সূত্র ধারণ করিতে পারে। তৎকালে ইহাই তাহাদের 'সম্পাৎ' বা কবচ স্বরূপ হয়। দেবতা ও পিতৃ-পুরুষগণের তৃপ্তিসাধন জন্য পশু বলি দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে একটী মহাভোজেরও আয়োজন হইয়া থাকে। দুর্গা, কাল, ভূত প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজ্য জয়ে, অভিষেকে এবং বসন্তাদিসংক্রামক রোগের সময়, ভয়কালে ও পঞ্চবলিক্রম নামক মহাপূজাতে ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। সকল রাজা এবং রাজপুরুষেরাই এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পঞ্চবলিক্রমে বৌদ্ধ পদণ্ডের সাহায্য আবশ্যক। দহ (কেদিরি)রাজ কর্ত্তৃক তুমপেলরাজ শিব-বুদ্ধের (রঙ্গলবে) রাজ্য বিপর্য্যয়ের সময় এখানে শৈব ও বৌদ্ধগণের মধ্যে একটী সদ্ভাব সম্মিলন হয়। বোলেলেঙ্গ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। জয়বয়ের ভারতযুদ্ধে এবং উশনা বালি নামক গ্রন্থে 'ঋষি শিব সুগত' অর্থাৎ শিব ও বুদ্ধ উপাসক মনীষী বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, এখানকার বৌদ্ধধর্ম্ম সকাল ও নিষ্কাল ভেদে দুই প্রকার। সকাল অর্থাৎ কালসাহায্যে বা জীবিতকাল মধ্যে পার্থিব পদার্থ সহযোগে ধর্ম্মাচরণ অনুষ্ঠান এবং নিষ্কাল অর্থাৎ জীবাতীত অনন্তকালের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান। তাহাদের ধর্ম্মমূলের শেষ ভাগের ব্যাখ্যা অতি গুরুতর।

ব্রাহ্মণগণ নিত্যকর্ম্ম সাধনার জন্য যেরূপ ইদা, পদণ্ড ও ব্রহ্মর্ষি আখ্যা লাভ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের মধ্যে দেব, গোষ্টি ও রাজা উপাধিধারীর যে কেহ নিত্যশৌচ, পবিত্র ও

(১) লালপাথর ব্রহ্মা, কাল বিষ্ণু ও সাদা শিবশক্তিসূচক।

ধর্ম্মসেবায় জীবনাতিপাত করেন, তাঁহারা ঋষি বা রাজর্ষি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

'ওঙ্' শব্দই ত্রিশক্তির বীজ। ভারতে যেমন অ উ ম (ওম্) ত্রিশক্তির আধার বলিয়া কল্পিত। বালিদ্বীপবাসিরা ঐ বর্ণসঙ্ঘকে অঙ্, উঙ্ ও মঙ্ অর্থাৎ সদাশিব, পরমশিব, মহাশিব বা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাহচর্য্যে শিবের মহত্ব বা মহাশক্তি উপপন্ন হইয়াছে।

সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হইলেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য দেখা যায় এবং উহাই তাহাদের ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ইহাদের বিশ্বাস দেহের দাহ হইলেই আত্মার স্বর্গলাভ হয় না। স্বর্গলোক হইতে বিষ্ণু ও তথা হইতে শিবলোকে সাযুজ্য মুক্তি স্বীকার করিয়া তাহারা আত্মার স্বর্গগমনপথ পরিষ্কারের জন্য কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করে[১]।

ইহাদের বিশ্বাস—দাহের পূর্ব্বে ও পরে মৃতের স্বর্গকামনায় যে উপহার প্রদত্ত হয়, তাহাতে সেই প্রেতাত্মা নির্ব্বিকার হইয়া পিতৃরূপে দেবলোকে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্রাদি স্বজনগণ পিতৃপুরুষের অবস্থান্তর অর্থাৎ ভিন্নযোনিত্ব প্রাপ্তি না হইবার আশায় এরূপ পূজা ও উপহারাদি দিতে বাধ্য হন। মৃতের মোক্ষকামনায় শাস্ত্রবিহিত দাহ করিতে গেলে অবশ্যই অধিক অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং অর্থকৃচ্ছ্রতা-নিবন্ধন বহু লোকেই সম্মান-প্রদর্শনে অক্ষম। অসমর্থপক্ষে শবদেহ দাহ না করিয়া পুঁতিয়া রাখিবার নিয়ম আছে। একটী বাঁশের খোপে শবদেহ আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরে উত্তমরূপে কাপড় জড়ায়। পরে গান করিতে করিতে শবদেহ সমাধি-স্থানে লইয়া যায় এবং গর্ত্ত মধ্যে সেই খোঁপ সমেত মৃতদেহ পুতিয়া ফেলে। সামর্থ্যানুসারে সেই সময় কবর মধ্যে মৃতের ভবিষ্যৎ খাদ্য সরঞ্জমের জন্য কএকটী মুদ্রা রাখিতে হয়। পরে সেই কবরের উপর একটা বংশদণ্ডে তেকাটা প্রস্তুত করিয়া ভূতাদির তৃপ্তির জন্য তদুপরে খাদ্যাদি দিয়া থাকে। এরূপ ক্রিয়াহীন অবস্থায় যাহারা কবরস্থ হন, তাহাদের কখন স্বর্গ-লাভ হয় না। ইহারা বলে, বালিদ্বীপে এই যে নানা বর্ণের কুকুর দেখা যায়, তাহারা পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাদের মধ্যে বিধি আছে যে, এক বংশে দুই বা তিন পুরুষ অন্তরে যদি কেহ ধনবান্ হন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের কবরস্থ অস্থি উঠাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে পারিবেন। এই জন্য বহু পুরুষের আত্মীয় স্বজনের অস্থি সমাধি হইতে তুলিয়া ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাক্সে পুরিয়া কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের মুক্তিকামনায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন। মহামারী অথবা সংক্রামক রোগে মৃত্যু হইলে রাজাপ্রজা একত্র ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত হইয়া থাকেন। তখন কাহাকেও পৃথিবীর উপর রাখিয়া পোড়াইবার নিয়ম নাই; কারণ তখন জানিতে হইবে, নিশ্চয়ই কুগ্রহের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি কোন কার্য্য দ্বারাই দেবকোপ-প্রশমন ও তজ্জন্য প্রেতাত্মার মুক্তিলাভ হইবে না। এ সময়ে গলুঙ্গন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা শবদেহ দাহ বা কবরস্থ না করিয়া বহুকাল গৃহে রাখিয়া দেয়। শূদ্রের বাটীতে মৃতদেহ রাখিলে মাসাধিক অশৌচ হয়, ব্রাহ্মণের অষ্টাহ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মাঝামাঝি। মৃত্যুদিনেই অথবা ১ মাস বা সপ্তাহ মধ্যেই যে অন্ত্যেষ্টি করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই*।

অন্ত্যেষ্টির পূর্ব্বে মৃতদেহের কতকগুলি উপক্রিয়া করিতে হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবদেহকে স্নান† করাইয়া আত্মীয় স্বজনগণ চন্দন, কস্তুরি, দারুচিনি, এলাচ ও সুগন্ধি অনু-লেপনাদি দ্বারা শবশরীর রক্ষা করিয়া থাকে। রাজার মৃত্যু হইলে সামন্তবর্গ আসিয়া উত্তমরূপে সুগন্ধি লেপন করেন এবং প্রত্যঙ্গ বিশেষে এক একটী মুদ্রা রাখিয়া শবদেহ বস্ত্র, মাদুর বা বাঁশের ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া রাখেন; কিন্তু তাহাতেও শরীর গলিয়া রস নির্গত হইতে থাকে। প্রত্যহ শবদেহ হইতে যে রস বাহির হইয়া নিম্নস্থ বলি নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ছয় মাসের মধ্যে দেহ দাহ না হইলে ক্রমশঃ শুকাইয়া আইসে, কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেও যদি ঐ রস না শুকায়, তাহা হইলে তোয়তীর্থের পবিত্রবারি ও নানা উপহার শবের সম্মুখে প্রদত্ত হয়। পাছে শবশরীরে ভূতযোনি প্রবিষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা তাহার মুখে একটা চুনিসংযুক্ত স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দেয়।

দাহের তিনদিন পূর্ব্বে আবরণ উন্মুক্ত করিলে পর আত্মীয়-গণ মৃতকে শেষ দেখা দেখিতে আসে। ঐ সময় পূর্ব্বোক্ত অঙ্গরাগসমূহ ধৌত করিয়া পুনরায় শবকে ঢাকা দেওয়া হয় এবং ঐ স্বর্ণাঙ্গুরীর পরিবর্ত্তে পাঁচটী ধাতবপাত্রে ওম্ শব্দের সহিত

(১) আত্মপ্রসঙ্গা নামক কিদুঙ্-গ্রন্থে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

* বদোঙ্গে ২০ বৎসরের রক্ষিত শবদেহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। গিয়াঞ্জর-রাজের মৃত্যুর ৪০ দিন পরে দাহ হইয়াছিল। মৃত্যুর পর শুক্লপক্ষে শুভদিনে দাহকার্য্য সম্পন্ন করাই নিয়ম।

† স্নান করানকে 'অভ্যঙ্গকরণ' বলে।

স, ব, ত, হ, ই এই পঞ্চবীজ লিখিয়া শবের মুখে পুরিয়া দেয়।১ বীজোক্ত পঞ্চদেবই ইহার পর শবরক্ষা করেন। পরে বেদপাঠ ও শবোপরি শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া থাকে।

যে গৃহে শবদেহ রক্ষিত হয়, তাহা অপবিত্র হইয়া যায়। দাহ পর্য্যন্ত ঐ গৃহে তাহার বংশধরগণ কেহই বাস করে না। কিন্তু ভূতের ঘর হইবার ভয়ে প্রত্যহ তথায় লোকজন যাতায়াত করে। বদোঙ্গ ও দেনপস্‌সররাজগণের মৃতদেহ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ নিরূপিত আছে। শবরক্ষার ব্যয় সামান্য হইলেও দাহের প্রক্রিয়া অতি গুরুতর ও বহু ব্যয়সাধ্য। শববহনের জন্য প্রাসাদ হইতে "বদে" (চিতাচূড়) পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে একটী বাঁশের সেতু বাঁধিতে হয়। ঐ সেতু উত্তমরূপে সজ্জিত হয় এবং ইহার উপর বাঁশ বা কাষ্ঠের মেরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটী চূড়াকার মন্দির প্রস্তুত হয়। উহার সাজসজ্জাও নানাবিধ। অবস্থাভেদে ঐ চূড়া ত্রিতল বা একাদশতল হয় এবং তাহার ভিতরের ঘরগুলিও উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত থাকে। রাজাদির শবদেহ আনিয়া সর্ব্বোপরিতলের গৃহমধ্যে শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও রক্ষিত হয়। এই শবযাত্রাও মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। শবানয়নকালে মৃতব্যক্তির ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই তাহার সঙ্গে যায়। ইহাদের শবযাত্রা এইরূপ—প্রথম সারে বাহকেরা চন্দনাদি কাষ্ঠভার, তৎপরে বাদ্য ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত সেনাপুরুষ, রাজউপভোগ্য দ্রব্যাদি, রমণীগণের মাথায় ভূতগণের তৃপ্তিসাধন জন্য উপহার, পুনরায় বর্ষাধারী সেনা, রাজব্যবহার্য্য সেনা, রাজব্যবহার্য্য বস্ত্রছত্রাদি, তাঁহার প্রিয় অশ্ব আরোহণে রাজপুত্র বা পৌত্র এবং সর্ব্বশেষে সেনাদল ও বাদকশ্রেণী।

দ্বিতীয় স্তবকে শতাধিক রমণীর মস্তকে তোয়তীর্থের জলপূর্ণ কুম্ভ। তৃতীয় স্তবকে ভূত (বস্তেন দগন)-গণের ফল মুল ও মাংসাদি আহার্য্য। তৎপরে পাল্কী, পদণ্ড ও তৎপশ্চাৎ বদে-সংযুক্ত একটী বৃহদাকার কৃত্রিম সর্প। ঐ সর্প নিহত করিয়া তাহারা শবের সহিত দাহ করেন। বদের উপরিস্থ শবের পশ্চাৎ সহমৃতাকাঙ্ক্ষিণী বেলা ও অপরাপর আত্মীয়গণ। এই মহা-যাত্রার সময় কবিভাষায় গান হয়। উহা শোকসূচক নহে, রামায়ণ বা ভারতযুদ্ধের সুললিত উদ্ধৃতাংশ।

গিয়াঙ্যরপ্রদেশে পর্ব্বতের উপরে একটী স্বতন্ত্র দাহ-স্থান নিরূপিত আছে। উহার চারিদিক্ ইষ্টকস্তম্ভ ও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মধ্যস্থলে বলিনামক স্থান। ইহারই পার্শ্বদেশে চারিটী লালস্তম্ভের উপর ছাদ ও গৃহ। এখানে শবদেহ দাহ হয়। যেখানে রাজশরীর ভস্মীকৃত হয়, তথায় একটী সিংহ স্থাপিত থাকে, কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে শ্বেত ও কৃষ্ণলেপ্য গোচিহ্ন থাকে। সহমরণাভিলাষিণী রমণীগণের দাহের জন্য রাজদাহস্থানের বামভাগে ৩টী 'বেলা' স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সাধারণ লোকের জন্য ঐরূপ চূড়াগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। তাহাদিগকে কাষ্ঠবাক্স মধ্যে থাকিয়াই ভস্মে পর্য্যবসিত হইতে হয়। কখন কখন ঐ বাক্স পশুর আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার পৃষ্ঠের ঢাকা তুলিয়া শব রাখিয়া দেয়।

দাহের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করাইয়া পণ্ডিতগণ শবদেহকে চিতাস্থানে দাহার্থ লইয়া যাইতে অনুমতি দেন। ক্ষত্রিয়ের চিতার সম্মুখে তাহারা প্রায় ১২০ হস্তপরিমিত একটী সর্প নির্ম্মাণ করে, উহাকে নাগবন্ধ বলে। পণ্ডিতগণ ঐ কৃত্রিম সর্প নিহত করিয়া শবের সহিত পোড়াইয়া ফেলে।

শব লইয়া যাত্রিদল দাহস্থানে উপনীত হইলে, বদে হইতে শবদেহকে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামান হয় এবং কাপড় ঢাকিয়া সেই বাঁশের ঢাকনা শুদ্ধ গো বা সিংহমূর্ত্তির বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখে। এই সময় উপস্থিত লোকে তাহার বস্ত্রাদি লুটিয়া লয় এবং কতক তাহার গৃহে ফিরিয়া আনা হয়। তৎপরে উপস্থিত পণ্ডিত এক ঘণ্টাকাল মাত্র পাঠ ও শবদেহে পূতবারি সেচন করিয়া চলিয়া যান। পুরোহিতের কার্য্য সমাধা হইলে পর কাষ্ঠবাহিগণ ঐ বাক্সের নিম্নে চিতা সাজাইয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। দেহ ভস্মীভূত হইলে উপস্থিত আত্মীয় অস্থিগুলি কুড়াইয়া নানা উপকরণ-সহযোগে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ঐ সময়ে পদণ্ডগণকেও মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। এই কার্য্যের জন্য তাহারা প্রায় ৫শত টাকা, নানাবিধবস্ত্র ও ভোজ্যাদি উপহার পাইয়া থাকেন। এই প্রধান অন্ত্যেষ্টির পর এক বৎসর ধরিয়া প্রতিপক্ষেই ঐরূপ সমারোহপূর্ব্বক বদে লইয়া দাহস্থানে আনিতে হয়। এইরূপ কএকবার শবের পরিবর্ত্তে বদের উপর পুষ্পস্তূপ সাজাইয়া লইয়া যায় ও তাহা অস্থির ন্যায় প্রতিবারেই সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। এইরূপ এক বৎসরের মধ্যে মৃতাত্মার জন্য অনেক উপহার প্রদত্ত হয়; উহা মাসিক শ্রাদ্ধের মত। দাহান্তে বৎসর পরে বার্ষিক শ্রাদ্ধ-সমাপনের পর তাহারা মৃতাত্মার স্বর্গলাভ স্বীকার করে।

এখানেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় বালিদ্বীপবাসিগণ একাধিক দারপরিগ্রহ করিতেন। রাজা নগ্‌র শক্তির ৫শত রমণীর পাণিগ্রহণ তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। একটী স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পশ্চাৎ অনেকগুলি রমণীকেই বহ্নিজ্বালায় দেহত্যাগ করিতে হইত। মহাভারতাদি পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থবর্ণিত সতী আখ্যানে এখানকার রমণীগণ এতই উত্তেজিত যে, তাহারা সেই সুযশ লাভের

(১) অর্থাৎ স্বর্ণ, রজত, তাম্র, লৌহ ও শিলকপাত্রে শিবাদি পঞ্চদেবতার নাম লিখিত হয়, উহাকে পঞ্চক-সার বলে।

প্রত্যাশায় সহজেই স্বামীর অনুমৃতা হইয়া থাকে। একটী স্বামীর পশ্চাতে বহুসংখ্যক রমণীর আত্মোৎসর্গ বিস্ময়কর।

বালিদ্বীপে একমাত্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য . দেব ও গোষ্ঠীর) রাজগণের মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত। শূদ্রগণের মধ্যে সহমরণ নাই, কারণ তাহারা স্বভাবতঃই দরিদ্র। এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় জাঁকজমকের সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও বেলা উৎসব সমাধান করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ইহারা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া পুরোহিতগণ ইহাদের উপর ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তার করিতে চান না এবং ইহারাও পুরোহিতদিগকে বিশেষ আমল দেয় না। এখানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কখন কখন সহমরণ দেখা যায়, স্বামিবিয়োগাতুরা যে ব্রাহ্মণরমণী স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীর সহিত চিতারোহণে প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সতী নামের যোগ্যা। কিন্তু যশঃপ্রার্থী ললনাগণের মধ্যেও স্বামীভক্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া কেহ যে সতী নামের সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকেন এমত নহে। ব্রাহ্মণ-রমণীগণ সহমৃতা না হইলেও কোন দোষ জন্মে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়রমণী ও বৈশ্যরমণীর মধ্যে অনুমৃতা না হইলে বড়ই নিন্দা হয়।

এখানকার স্ত্রীলোকগণের সহমরণ দুই প্রকার হয়। যাহারা স্বামীর চিতায় মঞ্চোপরি হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করে, সেই স্ত্রীই 'সতিয়া'। বিবাহিতা পত্নী বা রক্ষিতা কামিনীগণ ইচ্ছা মত সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বেলায় রমণীকে স্বামী ভিন্ন স্বতন্ত্র চিতায় ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়। সময় সময় পাট-মহিষীকে বা প্রথমা পত্নীকে ও বেলা-প্রথায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখা গিয়াছে। অনেক সময়ে ঐরূপ সহমরণে যাইবার জন্য ক্রীতদাসীদিগকে বলপূর্ব্বক হত্যা করিয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত।[১] রাজন্যগণ সহধর্ম্মিণী ব্যতীত যে সকল উপপত্নী রাখিতেন, তাহারা শূদ্রাণী হইলেও ক্রীতা। সতিয়া বা বেলায় ইহাদের আত্মত্যাগ স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু ক্রীতদাসী-হত্যা অবৈধ নরবলিমাত্র। যে মুহূর্ত্তে তাহারা সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন হইতে লোকে তাহাদিগকে পিতৃদিগের সমান সম্মানপ্রদর্শন করে। এই সময় হইতে লোকে তাহাদের প্রীতির জন্য নানারূপ খাদ্য উপহার দেয়। রমণীদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য এবং স্বর্গধামের চিরশান্তিসুখ-কথা বুঝাইবার জন্য একজন বিদুষী পণ্ডিতপত্নী সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করে। কখন কখন ছলনায় ভুলাইয়া অথবা অহিফেন-প্রয়োগে উন্মত্ত করিয়াও তাহাদিগকে চিতা-বহ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

রাজা সামন্ত বা অমাত্যবর্গের মৃত্যুর অষ্টাহ পরে তাহার পত্নীদিগকে সহমৃতা হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। যাহারা সহমরণে স্বীকৃতা হয়, স্বামীর মৃত্যুর পর যতদিন না অন্ত্যেষ্টি সাধিত হয়, ততদিন তাহারা সসম্মানে অশেষবিধ সুখভোগ করিতে পায়। ফ্রেডেরিক প্রভৃতি কএকজন য়ুরোপবাসী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গিয়াঞ্জররাজ দেবমঙ্গীশের অন্ত্যেষ্টি-কালে উপস্থিত ছিলেন। যথাবিহিত শবযাত্রায় শবদেহের ন্যায় অপর তিনটী বদের উপর তাঁহাদের তিন পত্নীকেও বসাইয়া মঞ্চস্থানে আনা হয়। এখানে তাহারা গাত্রধোত করিয়া শ্বেত পরি-চ্ছদাদি পরিধান করে এবং বেশবিন্যাসাদি সমাপনপূর্ব্বক সতীর ন্যায় সহাস্যবদনে স্বর্গপুরে স্বামীসহবাসে গমন করিতে উদ্যত হয়। এই সময়ে তাহারা নিরাভরণা থাকে। অগ্নিতে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে তাহাদের কবরীবন্ধন মুক্ত করিয়া কেশ আলুলায়িত করিয়া দেওয়া হয়।

বালিন্ (পুং) বালঃ কেশঃ উৎপত্তিস্থানত্বেন বিদ্যতে যস্য, বাল-ইনি। বানররাজ বালি।

"অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ।
বালেষু পতিতং বীজং বালীনাম বভূব সঃ॥"

(রামা° উত্তরা° ৩৭ অঃ)

ইন্দ্রের অমোঘ তেজ বাল অর্থাৎ কেশে পতিত হইয়াছিল, এই জন্য বালী নাম হইয়াছে। [বালি দেখ।]

বালিনী (স্ত্রী) অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম)

বালিয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, বেলেমাছ।

বালিয়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমার সময় শ্রীকৃষ্ণের একটী মেলা হয়। হিন্দুভক্তগণ ঐ দিন দেবমূর্ত্তি-সমক্ষে আতপতণ্ডুল উপ-হার দিয়া থাকে। এজন্য এই উৎসবের 'আলোথাবা' নাম হইয়াছে। প্রায় ৮ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত মেলা থাকে। ঐ সময় এখানে লক্ষাধিক লোকসমাগম ও বিক্রয়ার্থ নানা দ্রব্য আনীত হইয়া থাকে।

বালিয়া, (বলিয়া) উঃ পঃ প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১১৪৪ বর্গমাইল। গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থলের উপরিস্থ সমতলক্ষেত্র লইয়া ১৮৭৯

---

(১) গেলুগেলের ওলন্দাজ-বিবরণীতে প্রকাশ, Mr. Zollinger দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বীভৎস ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মা আর একটী ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন। মতরমের বৈশ্য-রাজপুত্র ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রণয়ে আসক্ত হন। রাজার প্রার্থনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণবর্ণচ্যুত হইয়া সেই কন্যা রাজমহিষীরূপে গৃহীত হয়।

খৃষ্টাব্দে এই জেলা সংগঠিত হয়। গঙ্গার তটবর্ত্তী স্থানগুলি ঘর্ঘরার বালুকাময় কুল হইতে সমধিক উর্ব্বরা। উক্ত নদীদ্বয় ভিন্ন এখানে সরযুনদী প্রবাহিত আছে। আম্রকানন ব্যতীত এখানে অপর বনভাগ দৃষ্ট হয় না। রেহ্ নামক বিভাগ ও ঘর্ঘরা নদীতীরবর্ত্তী তৃণাচ্ছন্ন নিম্নভূমি ব্যতীত অপর সকল উচ্চ ভূমিতেই কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়।

গাজিপুর ও আজমগড় জেলার কতকাংশ লইয়া এই জেলার উৎপত্তি হয়; সুতরাং ইহার প্রাচীন ইতিহাস তত্তৎ জেলায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বর্ত্তমান কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণে কুণ্ডলধারী বৌদ্ধ যতিগণের বাস থাকায় এই স্থান বালিয়া নামে খ্যাত হয়[১]। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে উহা ভরনামক অধিবাসীদিগের নির্ম্মিত বলিয়া থাকে। ভরদিগের অধঃপতনের পর এখানে রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হয়। সেনগার, কর্চ্ছোলিয়া, কংসিক, বিসেন, বীরবর, নরৌনী, কুয়বার, নৈকুম্ভ, বাঙ্গি, বরহিয়া, লৌহতুমিয়া, হরিহোবন প্রভৃতি শাখা এখানকার পরগণাবিশেষে বাস করিতেছে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৭২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক উর্ব্বরা।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। গঙ্গার উত্তর-কুলে সরযুসঙ্গমের দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৩´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪°১১´ ৫´´ পূঃ। প্রাচীন নগরভাগ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৩-৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নূতন নগর স্থাপিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় গঙ্গাসঙ্গমে স্নান উপলক্ষে দদ্রি নামে একটী মেলা হয়। ঐ সময় প্রায় ৪ লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। এই মেলায় গবাদি বিক্রয় হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল-পথের ডুমরাওন ষ্টেসনে নামিয়া এখানে আসিতে হয়।

বালিয়াঘাটা, (বেলেঘাটা) বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা-মহানগরীর পূর্ব্ব উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা° ২২° ৩৩´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭´ পূঃ। এখানে বাখর-গঞ্জের চাউল ও সুন্দরবনের কাষ্ঠের বিস্তৃত আড়ত আছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলপথের দক্ষিণশাখা এখানে বিস্তৃত থাকায় এবং বালিয়াঘাটা খাল থাকায় উভয় প্রকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে চূণের বিস্তৃত কারবার আছে।

২ কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে যে নূতন খাল কাটা হয়, তাহাই বেলেঘাটার খাল নামে প্রসিদ্ধ। উহা কলিকাতার দক্ষিণে বাদাভূমি অতিক্রম করিয়া লবণহ্রদে মিলিত হইয়াছে। এখনও এই খাল দিয়া ঢাকা, যশোর প্রভৃতি স্থানে অনেকে নৌকাযোগে গমনাগমন করিয়া থাকে।

বালিয়াতোটক, মল্লভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। দেবীবাস্থলীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে রাজা গোপাল-সিংহের মন্ত্রী রাজিবের বাসভবন বিদ্যমান আছে।
(দেশা° ৬২।১।১৫)

বালিয়াসাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে মসিনার বিস্তৃত কারবার আছে।

বালিরঙ্গন, (বিলিগিরিরঙ্গন) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্ব-তুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিমালা। মহিসুর হইতে হুস্‌সনুর-সঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতের উত্তর-দক্ষিণ-লম্বমান শাখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫০০ ফিট্, ইহার পূর্ব্বাংশের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৫৩০০ ফিট্ এবং ইহার বেদুগিরি শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপত্যকাদেশ বনসমাচ্ছন্ন এবং হস্তিসঙ্কুল। গুণ্ডল ও হোন্নুলোলেনদী এই পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত।

বালিশ্ (পারসী) উপাধান।

বালিশ (ক্লী) বালাঃ সন্তি যস্য ইতি বালী মস্তকস্তেন শেতে যত্র শী আধারে ড। উপাধান। (শব্দমালা) (ত্রি) বাড়-ইন্ ডস্য লত্বং। বালিং বৃদ্ধিং শ্যতীতি-বালি শো 'আতোঽনুপেতি' ক। ২ শিশু।

"বালিশা বত যূয়ং বা অধর্ম্মে ধর্ম্মবৃত্তয়ঃ।" (ভাগ° ৪।১৪।২৩)

'বালিশা শিশুবৃত্তয়ঃ' (স্বামী) ৩ মূর্খ। (মনু ৩।১৭৬)

বালিসুন্দরী, মৎস্যবিশেষ।

বালিস্না, বরদারাজ্যের থাড়িবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর।

বালিহন্তা (পুং) বালের্বালিনো বা বানররাজস্য হন্তা। রাম-চন্দ্র। [বালি দেখ।] ২ উড়ুদেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ।

বালিহী, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী অতি-প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৩° ৪৭´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°১৯´ পূঃ। পূর্ব্বকালে এই স্থানের 'বাবাবৎ' বা পাপাবৎ নগরী নাম ছিল, এখানে বালিরাজা পরাজিত হইলে বালিহরী নাম হয়। পূর্ব্বে এই নগরী প্রায় ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ও শত শত দেবালয়ে শোভিত ছিল। তৎকালে জৈনতীর্থযাত্রী দলে দলে এখানে আগ-মন করিত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এইস্থান মহারাষ্ট্রকরে পতিত হয়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নাগপুররাজ হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভোঁসলেগণ এইস্থান বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। সিপাহীবিদ্রোহকালে রঘুনাথসিং বুন্দেলা এখানকার দুর্গ অধি-কার করিয়া বসেন; কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজসৈন্য দুর্গ উদ্ধার করিয়াছিল। বর্ত্তমান নগরের চারিদিকে আম্রবন ও নতোন্নত

(১) গৌড় বালি শব্দে কর্ণকুণ্ডলকে বুঝায়।

গিরিরাজিবেষ্টিত, নয়নমনোহর সুবৃহৎ সরোবর, সুনির্ম্মিত বাপী ও প্রাচীন জৈন ও হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নানাস্থানে রহিয়াছে।

বালীশ (পুং) মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। (শব্দরত্না°)

বালু (স্ত্রী) বলতেঽননেন-বলপ্রাণনে বল-উন্। ১ এলবালুক নামক গন্ধদ্রব্য। (উণাদি) ২ বালি।

বালুক (ক্লী) বালুরেব স্বার্থে কন্। ১ এলবালুক। (অমর) (পুং) ২ পানীয়ালু। (রাজনি°)

বালুকা (স্ত্রী) বালুক-টাপ্। ১ রেণুবিশেষ, চলিত বালি। পর্য্যায়—সিকতা, সিক্তা, শীতলা, সূক্ষ্মশর্করা, প্রবাহী, মহাসূক্ষ্মা, সূক্ষ্মা, পানীয়বর্ণিকা। ইহার গুণ মধুর, শীত, সন্তাপ ও শ্রম-নাশক। (রাজনি°) [বালি দেখ।] ২ কর্কটী, কাকুড়। (জটাধর) ৩ কর্পূর। ৪ যন্ত্রবিশেষ। (শব্দচ°)

বালুকাগড় (পুং) বালুকায়াঃ গড়তীতি তস্মাৎ ক্ষরতি যঃ, বালুকা—গড়ক্ষরণে পচাদ্যচ্, বালুকাজাতত্বাদস্য তথাত্বং। মৎস্যবিশেষ, চলিত বালিয়া মাছ। পর্য্যায়—সিতাঙ্গ। (হারা°)

বালুকাত্মিকা (স্ত্রী) বালুকাবদাত্মা স্বরূপো যস্যাঃ কন্, অত ইত্বং। শর্করা। (শব্দচ°) বালুকা আত্মা যস্য। (ত্রি) বালুকাময়।

বালুকাপ্রভা (স্ত্রী) বালুকানামুষ্ণরেণূনাং প্রভা যস্যাং। অত্যুষ্ণ বালুকাপরিব্যাপ্তাদস্য তথাত্বং। নরকবিশেষ। (হেম)

বালুকাময় (ত্রি) বালুকা-ময়ট্। সিকতাময়। (ভরত)

বালুকাযন্ত্র (ক্লী) বালুকায়া যন্ত্রং। ঔষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ। একটী বিতস্তি পরিমাণ পাত্রমধ্যে একটী ঔষধপূর্ণ কাচকুপিকা স্থাপন করিয়া ঐ কুপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকায় পূর্ণ করিবে। তৎপরে অগ্নিসংযোগে ঐ কুপিকাস্থিত ঔষধ পাক করিলে তাহাকে বালুকাযন্ত্র কহে।

"ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকুপিকা।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতম্॥" (ভাবপ্র°)

বালুকাস্বেদ (পুং) বালুকাভির্বিহিতঃ স্বেদঃ। তপ্তবালুকা দ্বারা তাপ। (ভাবপ্র°) [স্বেদ দেখ।]

বালুকিন্ (ক্লী) হিঙ্গুল। (শব্দার্থচি°)

বালুকী (স্ত্রী) বলতি বালয়তি বা বল-প্রাণনে উক, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কর্কটীভেদ, পর্য্যায়—বহুফলা স্নিগ্ধফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্ররুহা, কান্তিকা, মূত্রলা। (রাজনি°)

বালুকেশ্বর, সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের অন্তর্গত একটী শৈবতীর্থ। এখানে শ্রীরামচন্দ্র বালুকা দ্বারা শিবমূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। [বালুকেশ্বর মাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বালুঙ্কী (স্ত্রী) কর্কটী। (ত্রিকা°)

বালুঙ্গিকা (স্ত্রী) কর্কটী। (শব্দরত্না°)

বালুঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটী। (শব্দরত্না°)

বালুঘর, বারেন্দ্রভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। কাসিম-পুরের উত্তরে অবস্থিত।

বালুচর, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বালুয়া, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যস্থান। কুশী নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৫´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩´ ১´´ পূঃ। নেপাল, ত্রিহুত ও কলিকাতার সহিত এখানে নানা দ্রব্যের বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

বালুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানকার প্রাচীন রামলিঙ্গ-মন্দিরে ১০৪৭ শকে উৎকীর্ণ লিপি আছে।

বালূক (পুং) বলতে প্রাণান্ হন্তি যঃ, বল-বধে-উক। বিষ-ভেদ। (হেমচ°)

বালেন্দু (পুং) নবোদিত চন্দ্র।

বালেয় (পুং) বলয়ে উপকরণায় সাধুঃ, বলি-(ছদিরুপধিবলে-র্ঢঞ্। পা ৫।১।১৩) ইতি ঢঞ্। রাসভ।

"একছাগং দ্বিবালেয়ং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষং।
ষড়শ্বং সপ্তমাতঙ্গং গৃহং যক্ষাশু শোষয়॥" (মার্কণ্ডেপু° ৫০।৮৫)

বলেঃ স্বনামখ্যাতস্য দৈত্যস্যাপত্যং পুমান্, বলি-ঢঞ্। ২ দৈত্যবিশেষ, বলিরাজার অপত্য। ৩ জনমেজয়-বংশোদ্ভব সুতপা রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার পাঁচপুত্র বালেয়। (হরিবংশ ৩১।৩০-৩৩) ৪ অঙ্গারবল্লরী। (বিশ্ব) ৫ চাণক্যমূলক। (রাজনি°) (ত্রি) বালায় হিতঃ বাল-ঢঞ্। ৬ মৃদু। ৭ বাল-হিত, বালকদিগের হিতকর। (মেদিনী) ৮ তণ্ডুল। "বালেয়া-স্তণ্ডুলাঃ।" (পা ৫।১।১৩) ৮ বলিযোগ্য।

"পুষ্পং ফলঞ্চার্ত্তবমাহরন্তো বীজঞ্চ বালেয়মকৃষ্টরোহি।"(রঘু ১৪।৭৭)

(ক্লী) ৯ বিতুন্নক নামক বৃক্ষত্বক্। (ভাবপ্র°)

বালেয়শাক (পুং) বালেয়ঃ বলিহিতঃ শাকঃ। ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (অমর)

বালেষ্ট (পুং) বালানাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ। ১ বদর। (রাজনি°) ৪ (ত্রি) বালকের অভিলষিত।

বালেশ্বর উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২০৬৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জরাজ্য, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বৈতরণী নদী ও পশ্চিমে কেঁউঝর, নীলগিরি ও ময়ূর-ভঞ্জের-সামন্তরাজ্য। সম্ভবতঃ বালেশ্বর শিবলিঙ্গের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

এই জেলার পূর্ব্বাংশ যেরূপ বালুকাময় পলিসমাবৃত, পশ্চিমাংশও তদ্রূপ পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ। এই অংশে বিস্তৃত শালবন দেখা যায়। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ লবণময়। এখানে একপ্রকার দেশী লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে ধান্তের চাস আছে বটে, কিন্তু সমগ্র জেলার মধ্যে কোথাও বিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র নয়নগোচর হয় না। পর্ব্বতভাগ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত বনমধ্য হইতে প্রবাহিত হইয়া স্থানীয় শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুবর্ণরেখা, পাঁচপাড়া, বুড়বলঙ্গ, কাঁসবাঁশ ও বৈতরণী নদী এবং জামিরা, বাঁশ, ভৈরঙ্গী, ধামড়া, শালনদী ও মতাই শাখাই প্রধান। উক্ত নদীগুলির কোনটাই বাণিজ্যের উপযোগী নহে। সময় সময় বন্যা ও অনাবৃষ্টি হইয়া এখানে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

এই জেলায় সমুদ্রোপকূলে সুবর্ণরেখা, সোরাটা, ছানুয়া, বাণেশ্বর, লৈছনপুর, চূড়ামন ও ধামড়া প্রভৃতি কএকটী বন্দর আছে। সুবর্ণরেখা নদীর মোহানায় পর্ত্তুগীজদিগের পিপ্পলি-কুঠীর ধ্বংসের পর ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবণিকগণ এই সুবর্ণরেখায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। নদীমুখে পলি জমিয়া যাওয়ায় সুবর্ণরেখার বাণিজ্যোন্নতি হ্রাস হইলে ১৮০৯ খৃঃ অব্দে চূড়ামন একটী বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়াছিল। তৎপরে সোরাটা ও ছানুয়ায় আমদানী রপ্তানীর যথেষ্ট কাজ হইতে থাকে। সমুদ্রতীরে খাল কাটা হওয়ায় নদীগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং মোহানাস্থ বন্দরগুলিতে স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ক্রমে ধামড়া, চাঁদবালী ও বালেশ্বর বাণিজ্যক্ষেত্ররূপে মনোনীত হয়। এখনও ঐ সকল স্থানে মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগে বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় বাণিজ্য-নির্ব্বাহের জন্য এখানে এক প্রকার সমুদ্রগমনোপযোগী নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উড়িষ্যাবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বালেশ্বর ইংরাজের অধিকৃত হইলেও বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে ইংরাজ-সংস্রব ঘটিয়াছিল। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের কন্যা এবং ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর-পত্নীকে রোগমুক্ত করায়, ডাঃ গেব্রিএল ব্রাউটন পারিতোষিক স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য হুগলী ও বালেশ্বরে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়াছিলেন। পিপ্পলীতে ইংরাজের বাণিজ্যের অসুবিধা হইলে বালেশ্বরে কুঠী উঠাইয়া আনা হয় এবং ঐ স্থান সুরক্ষার জন্য এখানে দুর্গাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আফগান ও মোগলের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধকালে এবং পরে উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়গণের ঘোর যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও ইংরাজগণ দৃঢ়তার সহিত আত্মপক্ষরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজের বাণিজ্যোন্নতির সময় এখানে নানা জাতীয় বণিক্ ও বস্ত্রব্যবসায়িগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বুড়বলঙ্গ-নদীমুখে পলি পড়ায় ইংরাজেরা বালেশ্বরের বাণিজ্যাশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাণিজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৫৭ বর্গমাইল। বালেশ্বর, বস্তা, জলেশ্বর, বালিয়াপাল ও সোরো থানা ইহার অন্তর্গত। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও একটী বন্দর, বুড়বলঙ্গনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৩৬´ ৬´´উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৫৮´ ১১´´ পূঃ। এই নগরেই জেলার বিচারসদর স্থাপিত আছে। এখানে এখনও নানা দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী আছে।

বালেশ্বর, মলবার জেলার পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের একটী গিরিশৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৬২ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১১° ৪১´ ৪৫´´ উঃ এবং ৭৫° ৫৭´ ১৫´´ পূঃ। এই পর্ব্বতপাদমূলে মাপিলাগণ কাফির আবাদ করিয়াছে। অপর সকলস্থানই জঙ্গলাবৃত।

বালেহল্লী, ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানকার মৈলারদেব ও মল্লিকার্জ্জুন-মন্দিরে ১০৪৯ শকের উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইতস্ততঃ আরও ১১ খানি শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

বালোত্রা, রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। লূনীনদী-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ২১´ ১০´´ পূঃ। যোধপুর হইয়া দ্বারকাযাত্রিগণ এই নগর দিয়া ভ্রমণ করে। এখানে তাহাদের অবস্থানের জন্য একটী উৎকৃষ্ট বাজার ও ১২৫টী (গাঁথা) কূপ আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এখানে ১৫ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয়।

বালোদ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গ, অসংখ্য প্রাচীন মন্দির এবং খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্টিগোচর হয়। তৎকালে এখানে শৈবধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত এবং সতীর সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল।

বালোপচরণ (ক্লী) বালকের উপযোগী চিকিৎসা। বালকের উপযোগী ঔষধ।

বালোপচার (পুং) বালোপচরণ।

বালোপবীত (ক্লী) বালানাং বালকানাং উপবীতং। বালকপরিধানবস্ত্র, পর্য্যায়—পঞ্চাবট, উরস্কট। (হারাবলী) ২ দ্বিজবালকের যজ্ঞসূত্র।

বাল্‌খ, মধ্য এসিয়ার তুর্কীস্থানের অন্তর্গত আফগান-অধিকৃত একটী প্রদেশ। প্রাচীন বাহ্লিকগণ এই দেশের অধিবাসী। [বিস্তৃত বিবরণ 'বাহ্লীক' শব্দে দেখ]

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভারতের সীমা বহির্ভূত হইলেও বাহ্লীকগণের সহিত বহুপ্রাচীনকাল হইতে, ভারতবাসীর এত নিকট সম্পর্ক যে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

প্রাচীন বাল্‌খ নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। ঐ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন হিন্দুপ্রভাবের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা মুসলমান প্রাধান্যেই স্থাপিত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ প্রায় ২০ মাইল। পূর্ব্বতন বাল্‌খ নগরের পার্শ্বেই নূতন নগর গঠিত হইয়াছে। নগরের তোরণদ্বার হইতে প্রাচীন নগরের উত্তর-সীমা প্রায় ১ ঘণ্টার পথ। নূতন নগরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে পুরাতনের ভগ্নাবশেষ হইতে ক্রয় করিতে হয়। অধিবাসিগণ ধনলোভে ঐ স্থান খনন করিয়া থাকে। নূতন নগরে এখনও কতকগুলি হিন্দু দেখা যায়। উহারা মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যের জন্য অবস্থান করিতেছে। এখানকার শাসনকর্ত্তা প্রত্যেক হিন্দু ও য়িহুদীদিগের উপর জজিয়া-কর আদায় করিয়া থাকেন। প্রত্যেক হিন্দুর কপালে তিলক চিহ্ন রাখিতে হয়। মধ্য এসিয়ার লোকে প্রাচীন বাল্‌খ নগরীকে 'অম্মুল-বলাদ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

নাদিরশাহের মৃত্যুর পর আহ্মদশাহ দুরাণী এই প্রদেশের শাসনভার হাজি খাঁ নামক জনৈক সেনানীর করে অর্পণ করেন। তাঁহার পুত্রের শাসনকালে বোখারাপতির উৎসাহে তথাকার অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হয়; কিন্তু তৈমুরশাহ দুরাণী সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদের দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বোখারাপতি শাহ মুরাদ এই নগর অবরোধ করেন; কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৯৩ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাল্‌খ-রাজ্য আফগানের শাসনাধীন হয়। তৎপরে দুইবর্ষকাল এই স্থান কুন্দুজের অধিপতি মুরাদবেগের শাসনাধীন থাকে। তাহার নিকট হইতে বোখারার আমীর কাড়িয়া লন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান বোখরাপতির হস্তে ছিল। তৎপরে শাহসুজার হইয়া খুরমবাসী মীরবালী এইস্থান অধিকার করে। ঐ সময় হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান কাহার অধিকারে ছিল, জানা যায় না। উক্ত বৎসরে মহম্মদ আক্রাম খাঁ বরকজৈ এই রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে এখনও এইস্থান আফগান-শাসনভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

বাল্‌তি (দেশজ) ১ হতভাগ্য। ২ জলপাত্রবিশেষ। টব।

বাল্বজ (ত্রি) বল্বজ-অণ্। বল্বজ তৃণসম্বন্ধীয়।

বাল্বজভারিক (ত্রি) বল্বজানাং ভারং বহতি বংশাদিত্বাৎ ঠক্। উলপতৃণ-ভারবাহক।

বাল্বজিক (ত্রি) ভারভূতান্ বল্বজান্ হরতি বল্বজ-ঠক্। (পা ৫।১।৫) ভারভূত বাল্বজহারক।

বাল্য (ক্লী) বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল-(পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। বালকের ভাব। পর্য্যায়—শিশুত্ব, শৈশব, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যকাল।

"ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে।" (ভাবপ্র°)

স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীনে এবং যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকিবে।

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।" (মনু ৫।১৪৮)

বাল্‌হক (ক্লী) বল্‌হিদেশে ভবঃ বাহ বুঞ্। কুঙ্কুম।

বাল্‌হায়ন (ত্রি) বল্‌হে জাতকং ফক্। ১ বল্‌হিদেশোদ্ভব। (ক্লী) হিঙ্গু।

বাল্‌হি (ক্লী) বাল্‌খদেশ।

বাল্‌হিক (ক্লী) বল্‌হি স্বার্থে ঠঞ্। ১ কুঙ্কুম। ২ হিঙ্গু। (মেদিনী) (পুং) ৩ দেশভেদ। ৪ তদ্দেশীয়। ৫ তদ্দেশনৃপ। (হরিব° ২০৬ অঃ) ৬ প্রতীপপুত্রভেদ।

বাল্‌হীক (পুং) ১ গন্ধর্ব্বভেদ। (শব্দরত্না°) ২ বসুদেবপত্নী রোহিণীর পিতা। ৩ জনমেজয়ের একপুত্র। ৪ প্রতীপপুত্র-ভেদ। ৫ বাল্‌হিক দেশের লোক।

বাবর, (জহিরুদ্দীন্ মহম্মদ) দিল্লীর মোগল-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা। আমীর তৈমুরের ষষ্ঠপুরুষ অধস্তন। বাবরের পিতার নাম উমর শেখ মীর্জা, পিতামহের নাম আবু সৈয়দ মীর্জা, প্রপিতামহের নাম মহম্মদ মীর্জা, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম মীরাণশাহ এবং অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ আমীর তৈমূর। বাবরের মাতৃকুলও সামান্য নহেন। তাঁহার মাতা কুতলগ্ খাঁ খানম্ মোগলিস্তানের অধিপতি মুনামখানের কন্যা এবং প্রসিদ্ধ চঙ্গেজ খাঁর বংশধর মাহ্মুদখানের ভগিনী।

১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী (৬ মহরম, ৮৮৮ হিজরী) বাবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে (রমজন, ৮৯৯ হিজরী) পিতার মৃত্যুর পর ফরগণারাজ্য প্রাপ্ত হন। অন্দ্জান নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।

তিনি একাদশ বর্ষকাল তাতার ও উজবেকদিগের সহিত নানাস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি নিজ রাজ্য ছাড়িয়া কাবুল অভিমুখে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক অল্পায়াসেই তিনি কাবুল, কান্দাহার ও বদকসান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ২২ বর্ষকাল এই সকল প্রদেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি

হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইল।

এ সময়ে পাঠানাধিপতি ইব্রাহিম হুসেন লোদী দিল্লীতে আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে পাণিপথক্ষেত্রে বাবরের সম্মুখীন হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ এপ্রেল (৭ই রজব ৯৩২ হিজরা) বাবর পাণিপথক্ষেত্রে জয়শ্রী অর্জ্জন করিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতে মোগলসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল।

বাবর কেবল বীর নহেন, বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি অতি সুললিত তুর্কী ভাষায় সত্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'তুজক্ বাবরী' নামে খ্যাত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। অকবরের রাজত্বকালে আব্দুল রহিম খান্ খানখানান ঐ গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে বাবরের সবিস্তার জীবনী ও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়।*

বাবরের রাজত্বকাল সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮ বর্ষ, তন্মধ্যে অগ্নানে ১১ বর্ষ কাবুলে ২২ এবং ভারতে ৫ বর্ষ। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর (৯৩৭ হিজরা, ৬ জমাদ) আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথমে যমুনাতীরে রামবাগ উদ্যান মধ্যে তাঁহার কবর হইয়াছিল, তথা হইতে ছয় মাস পরে কাবুলে স্থানান্তরিত হয়, এখানে তাঁহার প্রপৌত্রপুত্র শাহজহান একটী উৎকৃষ্ট মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই গোরস্থান দেখিবার জিনিষ। নগর-উপকণ্ঠে গিরির উপর চারিদিকে কুসুমদাম বিকীর্ণ দেখিলে প্রকৃতই মন আকৃষ্ট হয়। তাঁহার কবরের উপর 'বহিস্ত-রোজীবাদ' অর্থাৎ স্বর্গই তাঁহার ভাগ্য এরূপ উৎকীর্ণ আছে।

বাবর মৃত্যুর পরে 'ফর্দ্দৌসী-মকানী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন বাদশাহ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর তিন পুত্র—মীর্জা কামরান্, মীর্জা আস্করী ও মীর্জা হন্দাল।

ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, বাবর অতিশয় সুরা ও রমণীতে অনুরক্ত ছিলেন। আমোদ করিবার সময় তিনি কাবুলের নিকটস্থ তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে এক চৌবাচ্ছায় সুরাপূর্ণ করিতেন, তাঁহার উপর এইরূপ কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"দাও সুধু দাও সুরা, রমণী যৌবনভরা
আর সব সুখরঙ্গ জানি আমি মিছে।
কর ভোগ হে বাবর, পার যদি নিরন্তর,
এই যৌবন গেলে চলি ফিরিবেনা পিছে।"

[মোগল ও হুমায়ুন দেখ।]

বাবাদেব (পুং) অর্পণমীমাংসানামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা।

বাবাশাস্ত্রিন্ (পুং) স্বরোদয়-বিবরণ-রচয়িতা।

বাষ্কল (পুং) ঋষিভেদ। (আশ্ব° গৃহ্° ৩।৪।৪)

বাষ্কলক (ত্রি) বাষ্কল সম্বন্ধীয়।

বাষ্কলি (পুং) ১ বৈদিক আচার্য্যভেদ। ২ বাষ্কলের অপত্য।

বাষ্কিহ (পুং) বষ্কিহ অপত্যার্থে অণ্। বষ্কিহের অপত্য।

বাস্ (দেশজ) ১ গন্ধ। ২ বস্ত্র। ৩ বাসস্থান বাটী।

বাস (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ।

বাসখারি, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু মখ্দুম্ আস্রফ ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ এই নগরের সত্বাধিকারী।

বাসড়া (বাঁশড়া) ২৪ পরগণার সুন্দরবন বিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, বিদ্যাধরী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৩৭´ পূঃ। সুন্দরী কাষ্ঠবিক্রয়ার্থ এখানে বিস্তৃত হাট আছে। ফকির মুবারক গাজীর সমাধিমন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হয়। উহা 'গাজিসাহেবের মেলা' নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ গাজিসাহেব বন্যপশুদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ব্যাঘ্রারোহণে এই জঙ্গলময় স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখনও কাঠুরিয়াগণ গাজিসাহেবের পূজা না দিয়া বনে কাষ্ঠাহরণে গমন করে না। নিকটবর্ত্তী প্রায় সকল গ্রামেই গাজিসাহেবের বেদী রচিত আছে। সেই বেদীর সমক্ষে কাঠুরিয়া বা মাঝিগণ পূজোপহার প্রদান করে এবং গাজি সাহেবের বংশধর ফকিরগণ উপস্থিত হইয়া তাহা নিবেদন করিয়া থাকে।

বাসন (দেশজ) ১ গন্ধদ্রব্য দেওয়া। ২ বস্ত্রপরিধান। ৩ কাপড়, আচ্ছাদন, আধার, পাত্র।

বাসর (দেশজ) বিবাহের পর দম্পতির প্রথম মিলনরাত্রি।

বাসা (দেশজ) ১ অস্থায়িভাবে থাকিবার স্থান। ২ নীড়, পক্ষীর বাসা।

বাসাড়িয়া (দেশজ) বাসাবাড়ীতে যাহারা অবস্থান করে।

বাসি (দেশজ) পর্য্যুষিত। ২ অস্ত্রভেদ। ৩ পুরাতন।

বাসি, পঞ্জাব প্রদেশের কলসিয়া রাজ্যের একটী নগর।

বাসিতঙ্গ, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের একটী গিরিশ্রেণী ও তাহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। অক্ষা° ২১° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ২৯´ পূঃ।

---

* Translated into English by J. Leyden and Wm Erskine.

বাসিনকোণ্ডা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উচ্চ শিখরে বেঙ্কটেশ স্বামীর মন্দির বিদ্যমান আছে।

বাসিন্দা (পারসী) অধিবাসী।

বাসিম, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। দক্ষিণ হায়দরাবাদের রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২৯৫৮ বর্গমাইল। বাসিম, মঙ্গল ও পুষাদ তালুক লইয়া এই জেলা গঠিত। সমগ্র জেলা পর্ব্বতময়। পুষা, বেনগঙ্গা, কাটাপুর্ণ, অদন, কুচ, অদোল ও চন্দ্রভাগা নদী এই অধিত্যকাভূমে প্রবাহিত।

শ্রীপুর ও পুষাদের বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরাদির আলোচনা ব্যতীত এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের ইলিচপুর-বিজয়কালে এখানে জৈনপ্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎপরে প্রায় ১৬শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান প্রায় স্বাধীনই ছিল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সুলতানা অকবরপুত্র মুরাদের হস্তে এই স্থান সমর্পণ করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং অকবরশাহ এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন এবং বাসিমকে সরকারভুক্ত করিয়া যান।

বেনগঙ্গার উত্তর পর্ব্বতে হেটকরী (বর্গী ধাঙ্গড়) জাতির বাস। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইহারা বাসিমের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান অধিকার করে। ইংরাজাধিকার পর্য্যন্ত ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মোগল বল তেজোহীন দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ নানা স্থান লুণ্ঠন করিতে থাকেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শিবাজীসেনানী প্রতাপরাও এ স্থান আক্রমণ করিয়া 'চৌথ' কর সংগ্রহ করেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ফরুখশিয়রের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রগণ চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চিন্‌কিলিচ্ খাঁ (নিজাম্ উলমুল্ক্) মোগলদিগকে পরাভূত করিয়া মহারাষ্ট্র-সহযোগে এই প্রদেশের রাজস্ব ভাগ করিয়া লয়েন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে নিজাম বাসিমের কতকাংশ ক্রয় করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পেন্ডারিগণ এই জেলা লুণ্ঠন করে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানকার নায়ক নওসাজী নায়েক মুস্‌কি বিদ্রোহী হইয়া নিজামের বিরুদ্ধে উমারখেড়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি নিজ নবা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি বন্দী হইয়া হায়দরাবাদে প্রেরিত হন। এখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে নিজাম পেশবাধিকৃত উমারখেড় পরগণা প্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট নিজামরাজকে অর্থ সাহায্য করায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই স্থান পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজের সহিত রোহিলাদিগের যুদ্ধ হয়। তৎপরে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় সন্ধিতে ঐ স্থান পুনরায় ইংরাজের অধিকৃত হয়।

২ উক্ত জেলার একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১০৫১ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭৫৮ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২০° ৬´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১১´ পূঃ। বহুপ্রাচীন কালে বৎস নামক জনৈক ঋষি এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থান বচ্ছগুলিন্ নামে খ্যাত ছিল। এই নগরের বহির্ভাগে পদ্মাতীর্থ নামে একটী পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ বাসুকি নামক জনৈক রাজা এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। সেই মাহাত্ম্য জন্য এখনও অনেকে ঐ স্থানে স্নান করিতে আইসে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে বাসিমের দেশমুখগণ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বহু ভূমি ও রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। নাগপুরের ভোঁসলেগণের পর এখানে নিজামরাজ সৈন্যাবাস ও টাঁকশাল স্থাপন করেন। ভোঁসলে-সেনানী ভবানী কালু প্রতিষ্ঠিত বালাজীর মন্দির ও পুষ্করিণী এখানকার দেখিবার জিনিস।

বাসিল্ (আরবী) উপস্থিত, আসা। ২ সাক্ষাৎ হওয়া।

বাসুলী, বিশালাক্ষী দেবীর চলিত নাম। বাঙ্গালার নানাস্থানে এই দেবমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। [বিশালাক্ষী দেখ।]

বাসোদা, মধ্য ভারতের ভোপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২২ বর্গমাইল। এখানকার সামন্তগণ পাঠানবংশীয় ও নবাব উপাধিধারী। ২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৫০´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৫´ পূঃ। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়ারাজ এই রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন। পরে ইংরাজগণ উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

বাসোলি, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী ভূভাগ ও তদ্দেশের একটী নগর। হিমালয়ের দক্ষিণ-পাদমূলে ইরাবতী-নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৮´ পূঃ। এই স্থান ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের অধীন হয়।

বাস্ত (ত্রি) বস্ত বা ছাগসম্বন্ধীয়। (মনু ২।৪১)

বাস্তায়ন (পুং) বস্তের গোত্রাপত্য। (পা ৪৪।১।১১০)

বাহ (পুং) বাহরের পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাহু।

"অকারান্তোঽপি বাহশব্দো ভুজবাচকঃ, যথাচ বাহোঽশ্ব-ভুজয়োঃ পুমানিতি দামোদরঃ," (উজ্জলদ° ১।১৮)

বাহট (পুং) একজন গ্রন্থকার। মল্লিনাথ রঘুবংশটীকায় ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বাহড় (দেশজ) তুফান।

বাহর দেও, রণস্তম্ভগড়ের প্রবলপরাক্রান্ত জনৈক হিন্দু রাজা। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে উলঘ খাঁর বিরুদ্ধে তিনি কএকবার ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বাহব (পুং স্ত্রী) বাহু। (ঋক্ ২।৩৮।২)

বাহবা (হিন্দী) বিস্ময় বা উৎসাহসূচক বাক্য।

বাহলি, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরি-শ্রেণী। ইহার উচ্চ শিখর অক্ষা° ৩১° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ পূঃ। এই পর্ব্বতের উপরে একটী দুর্গ এবং বাহলি-নগরে রামপুর ও বসহররাজের গ্রীষ্মাবাস আছে। নৌবড়িখোলা নদী ইহার পাদমূল দিয়া প্রবাহিত।

বাহবি (পুং) বাহুর গোত্রাপত্য। (আশ° গৃ° ৩।৪।৪)

বাহা (স্ত্রী) বাহু-টাপ্। বাহু। "টাবন্তোঽপ্যয়ং বাহুর্বাহা ভুজাভুজঃ, সুবাহা ইতি বাসবদত্তায়াং সুবন্ধুপ্রয়োগঃ।"(উজ্জ্বল ১।১৮)

বাহাত্তর (দেশজ) দ্বাসপ্ততিসংখ্যা, ৭২।

বাহাত্তরঘর (দেশজ) মৌলিক কায়স্থভেদ। কায়স্থদিগের মধ্যে ৭২ ঘর সাধ্যমৌলিক। [কায়স্থ শব্দ দেখ।]

বাহাদুর (পারসী) ১ বীর, সাহসী। অধুনা রাজকীয় কর্ম্ম-চারী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে গবর্মেণ্ট হইতে 'বাহাদুর' এই উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

বাহাদুর খাঁ, (বাহাদুর খান্-ই-শেবানী)—দিল্লীশ্বর অকবরের প্রসিদ্ধ সচিব খান্ জমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ সৈয়দ। হুমায়ুনের পারস্য হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি বাহাদুরকে দাবরের শাসনভার দিয়া যান। কিছুদিন পরেই বাহাদুর বিদ্রোহী হইয়া কান্দাহার অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। খেলাতের শাহমহম্মদ খাঁ তখন কান্দাহারের সেনা-পতি। তিনি পারস্যপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কতকগুলি কাজলবাস বাহাদুরকে আক্রমণ করিয়াছিল,—তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

বাহাদুরের আচরণে দিল্লীশ্বর তৎপ্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া-ছিলেন। অকবর স্বীয় রাজত্বের ২য় বর্ষে মানকোট অধিকার করেন। এই সময় বৈরাম খাঁর অনুরোধে বাদশাহ বাহাদুরকে ক্ষমা করেন। বাহাদুর মূলতান জায়গীর পাইয়াছিলেন। পর-বর্ষে মালব-জয়কালে তিনি বাদশাহ-সৈন্যের যথেষ্ট সাহায্য করেন। বৈরামের পতন হইলে মাহম-অনগার চেষ্টায় বাহাদুর 'বকীল' ও এটাবা সরকারের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। খান্-জমানের বিদ্রোহকালে তিনিও ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়া-ছিলেন। এই অপরাধে তিনি অকবরের আদেশে বন্দী ও শাহবাজ খান্ কম্বুর হস্তে নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় তিনিও একজন পণ্ডিত ছিলেন।

বাহাদুর খান্, খান্দেশের একজন অধিপতি। ফরুখিবংশীয় রাজা আলীখানের পুত্র। রাজা আলীখাঁ অকবরের হইয়া দাক্ষিণাত্য-নরপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি শত্রুকরে নিহত হন। এ সময়ে বাহাদুর খান্ আসীরগড়ে বন্দী ছিলেন। উচ্চ ঘরে জন্ম হইলেও তাঁহার অদৃষ্টে সুখশান্তি ভগবান্ লেখেন নাই, তিনি ৩০ বর্ষকাল বন্দিত্বভোগ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা হইলেন বটে; কিন্তু সুশিক্ষার অভাবে ও নির্বুদ্ধিতার ফলে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে দিল্লীসৈন্য আসিয়া একএকটী ক্ষুদ্রযুদ্ধের পর আসীরগড় অধিকার করিল। বাহাদুর খান্ রাজ্য হারাইলেন।

বাহাদুর খান্, অরঙ্গজেবের একজন প্রিয় সেনাপতি। ইনিই দারাশেকোকে সপুত্র বন্দী করিয়া অরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।

বাহাদুর খাঁ, বেহারের জনৈক শাসনকর্ত্তা, ইনি স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত করেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে দলবল সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে দিল্লী-সৈন্যকে পরাভূত করিয়া শম্ভলপ্রদেশ পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বাহাদুর খাঁ সিস্তানী, মালবরাজ আবদুল্লা খাঁ উজবেগের জনৈক সহকারী সর্দ্দার। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর উজ-বেগ-বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, মালবরাজের সহকারী সর্দ্দারেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল সম্রাটের পদানত হইল; কিন্তু বাহাদুর খাঁ সদলে যমুনা পার হইয়া অন্তর্ব্বেদী মধ্যে মোগল-সেনাপতি মীর মইজ্ উলমুল্‌ককে আক্রমণ করিলেন। মোগল-সৈন্য পরাস্ত হইয়া কনৌজাভিমুখে পলায়ন করে। তৎপরে খাঁ জমানের বিদ্রোহ দমনার্থ অকবরশাহ গাজিপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলে বাহাদুর খাঁ সুযোগ বুঝিয়া জৌনপুর অধিকার করিলেন। অকবর বাহাদুর খাঁর ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য জৌনপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া বাহাদুর বারাণসীতে পলাইয়া গেলেন এবং তথা হইতে সম্রা-টের অধীনতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

বাহাদুর গিলানী, দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী রাজবংশের অধঃপতন সময়ে (১৪৭৩-১৪৮৯) যখন বিজাপুর, জুন্নর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তাগণ স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বাধীনতালাভ ও স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন কোঙ্কণপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর গিলানীও স্বাধীনতালাভের চেষ্টা পান।

তিনি বিদ্রোহী হইয়া বেলগাঁও ও গোয়া অধিকার করেন। শঙ্খেশ্বরে নিজ রাজপাট স্থাপন করিয়াই তিনি ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে মিরাজ ও জামখণ্ডি জয় করিলেন। তৎপরে কোঙ্কণ উপকূলে নৌসেনা রক্ষার জন্য চেষ্টা করায় ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাম্মুদ-বেগের উদ্যোগে বিজাপুররাজ যুসুফ আদিল খাঁ মাম্মুদ শাহের সাহায্যে গিলানী মিরাজে পরাজিত ও নিহত হন। জামখণ্ডি ও শঙ্খেশ্বর মাম্মুদশাহের হস্তগত হইয়াছিল। বেলগাম প্রভৃতি তাঁহার সম্পত্তিসমূহ জৈন্-উল্‌মুল্ককে প্রদত্ত হয়।

বাহাদুর খাঁ নাহর, রাজপুতনার অন্তর্গত মেবাত প্রদেশের খাঁজাদা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৈমুরের দিল্লী আক্রমণের পূর্ব্বে ও পরে তিনি দিল্লীরাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ফিরোজশাহ তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে নাহর উপাধি দেন। ফিরোজাবাদের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে পর্ব্বতপাদমূলস্থ কোটিলা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই নগররক্ষার জন্য পর্ব্বতোপরি তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে (৭৯১ হিঃ) তিনি ফিরোজাবাদ অধিকার করেন। পরে রাজপুত্র আবুবকরের সাহায্যে তিনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আবুকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্তু মহম্মদ পুনরায় দিল্লীসিংহাসন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলে আবু বকর পরাভূত হইয়া মেবাতে বাহাদুরের নিকট আশ্রয়লাভ করেন। ৭৯৩ হিঃ মহম্মদ মেবাত আক্রমণপূর্ব্বক বাহাদুরকে পরাস্ত ও আবু-বকরকে বন্দী করিয়া লইয়াছিলেন। বাহাদুর নাহর ক্ষমা প্রার্থনা করায় সুলতান রাজবেশ প্রদানে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ৭৯৫ হিঃ (১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে) বাহাদুর পুনরায় দিল্লীদ্বার পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন। ইহাতে মহম্মদ ক্রুদ্ধ হইয়া মেবাত আক্রমণ ও কোটিলা অধিকার করিলেন। (এই যুদ্ধ-সংবাদ কোটিলার জুম্মা মস্‌জিদের শিলাফলকে বর্ণিত আছে।) বাহাদুর খাঁ ঝরকা ফিরোজপুরে পলাইয়া যান। সুলতান মাম্মুদ আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে, তিনি দিল্লীদুর্গের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যসংক্রান্ত বহুবিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন।

প্রবাদ, বাহাদুর নাহর তাঁহার হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শ্বশুর রাণা জম্বুবাস কর্ত্তৃক নিহত হন। তদীয় পুত্র আলাউদ্দীন খাঁজাদা মাতামহকে বিনাশ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। কোটিলার জুম্মা মস্‌জিদে এখনও বাহাদুরের সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ইনি আলবারের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বস্থ বাহাদুরপুর নগর স্থাপন করেন।

বাহাদুরগঞ্জ, উঃ পঃ প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাহাদুরখেল, পঞ্জাবপ্রদেশের কোহাট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ৩৩° ১০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৯´ ১৫´´পূঃ। ইহার দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বত শ্রেণীতে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। ঐ লবণখনির জন্য এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। কাবুল, বলুচিস্থান, দেরাজাত, সিন্ধু ও ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নগরেই এই লবণ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

বাহাদুর গড়, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্বে ইহা একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অক্ষা° ২৮° ৪০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৭৫´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর সরফাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ ২য় আলমগীর ২৫ খানি গ্রাম সমেত এই নগর বাহাদুর খাঁ নামক জনৈক বলুচ সর্দ্দারকে দান করেন। উক্ত সেনানী একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া এই-স্থানকে স্বনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়ারাজ এইস্থান অধিকার করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ঝজ্জরের নবাবভ্রাতা ইস্‌মাইল খাঁ লর্ড লেকের অনুগ্রহে এই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হন। উক্ত নবাববংশ এখানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ নবাব বাহাদুর ঝঙ্গ খাঁ ইংরাজ বিপক্ষে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় এইস্থান তাঁহার শাসনচ্যুত করা হয়। পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

বাহাদুর নিজামশাহ, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগরস্থ নিজামশাহী রাজবংশের (১০ম) শেষ রাজা। তিনি নিজাম উল্‌মুলক উপাধি ধারণ করেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পিতা ইব্রাহিম নিজামশাহের মৃত্যুর পর আহ্মদনগরের সিংহাসন লইয়া গোল-বাধে। বাহাদুর অকবরপুত্র মুরাদকে আপনার সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। মুরাদ উপনীত হইলে তিনি নগররক্ষার ভার চাঁদবিবি ও নাশির খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এদিকে সম্রাট্-পুত্র মুরাদ আহ্মদনগর অবরোধ করিয়া বসিলেন। বীরোচিত সাহসে ভর করিয়া চাঁদবিবি রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিছুতেই অবগুণ্ঠনবতী চাঁদবিবিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ না হওয়ায় এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় মুরাদ সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিসর্ত্তে তিনি চাঁদবিবির নিকট হইতে কিছু টাকা ও বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধিপত্রানুসারে বাহাদুরশাহ চাবন্দের কারাগার হইতে আনীত হইলেন। চাঁদবিবি বিশেষ অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন; কিন্তু নিজ প্রিয়মাত্য মহম্মদ খাঁকে মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করিয়া সুলতানা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। মহম্মদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাঁদের প্রভুত্ব হ্রাস হইতেছিল। উক্ত বৎসরে মহম্মদের দমনার্থ ইব্রাহিম আদিলশাহ চাঁদের প্রার্থনামত সোহেল-খাঁকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। চারিমাস দুর্গাবরোধের পর মহম্মদ সুলতানার পদাশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে নেহঙ্গ খাঁ মন্ত্রী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য আহ্মদনগর জয় করিয়া বাহাদুরকে সপরিবারে গোয়ালিয়র-দুর্গে আবদ্ধ রাখেন, এখানেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাহার পর দুএকজন নামে মাত্র রাজা হইয়াছিলেন।

[চাঁদবিবি, অকবর ও নিজামশাহী শব্দ দেখ।]

বাহাদুরপুর, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নিম্ন বরাকনদীতটে মাননদীর মোহানার সমীপদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ১৩´ ৪৫″ পূঃ। এখানে ধান্যাদির সামান্য বাণিজ্য আছে।

বাহাদুর শাহ, বঙ্গের জনৈক আফ্‌গান শাসনকর্ত্তা। মাহ্মূদ শাহের পুত্র। ৫ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্বের পর তিনি ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে সেলিম শাহ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন।

বাহাদুর শাহ, (সুলতান) গুজরাতের শাসনকর্ত্তা। ২য় মুজঃফর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যু সময়ে জৌনপুরে অবস্থিত থাকায়, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাহ্মূদ শাহ জ্যেষ্ঠ সিকেন্দর শাহকে হত্যা করিয়া রাজা হন। বাহাদুর এই সংবাদে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাহ্মূদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি মালব জয় করিয়া তথাকার রাজা সুলতান ২য় মাহ্মূদকে বন্দী ও হত্যা করিয়াছিলেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হুমায়ুন কর্ত্তৃক তিনি মালবে পরাজিত হন এবং সম্রাটের হস্তে স্বীয় মালব রাজ্য সমর্পণ করিয়া কাম্বে অভিমুখে পলায়ন করেন। এখানে আসিয়া তিনি শুনিলেন যে, দীউদ্বীপের অনতিদূরে একখানি য়ুরোপীয় বহর অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহাদের নৌসেনাপতিকে হত্যামানসে সসৈন্যে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে পর্ত্তুগীজদিগের অস্ত্রাঘাতে তিনি হতচেতন হইয়া সমুদ্রের শীতলক্রোড়ে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সমাধি লইয়াছিলেন। ২০শ বর্ষ বয়সে রাজ্যাধিকারী হইয়া তিনি ১১ বর্ষকাল রাজত্ব করেন; সুতরাং ৩১ বৎসরেই এই যুবককে জীবলীলা শেষ করিতে হয়।

বাহাদুর শাহ ১ম, (শাহ আলম্ বাদশা) মোগল-সম্রাট্ ১ম আলমগীরের দ্বিতীয় পুত্র। আমীর তৈমুর হইতে দ্বাদশ পুরুষ অধস্তন। (১০৫৩ হিঃ) বুর্হানপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যুবরাজ মুয়াজিম বা কুতব উদ্দীন্ শাহ আলম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১১১৪ হিঃ, তদীয় পিতার আহ্মদাবাদে মৃত্যুর সময় তিনি কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজম শাহ অবসর পাইয়া রাজধানীতে আপনাকে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ওদিকে যুবরাজ মুয়াজিমও কাবুলে থাকিয়াই বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন।

প্রকৃত রাজদণ্ড লইয়া উভয় ভ্রাতায় বিবাদ বাঁধিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জম হইতে লাগিল। আগ্রার সমীপবর্ত্তী ধোলপুরে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হইয়া ১১১৯ হিঃ ঘোরতর যুদ্ধে রাজপুত্র আজম ও তাঁহার দুই পুত্র বেদার বখৎ ও বালাজার মৃত্যু হয়। তৎপরে তিনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া ৫ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করেন। উজীর মুনাইম খাঁ প্রভৃতির সাহায্যে তিনি দিল্লী, আগ্রা, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করেন। 'শাহ আলম বাহাদুরশাহ' নামে তিনি মুদ্রাঙ্কন করিয়া খুৎবা পাঠ করান। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে রাজপুত্র মহম্মদ কামবক্স স্বীয় অধিকারচ্যুত হন। ইহাতে জুলফিকার খাঁর প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় এবং তাঁহার যত্নে মহারাষ্ট্রপতি সরদেশমুখী লইবার জন্য আবেদন করেন।

তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১১২১ হিঃ) গুরু গোবিন্দের মৃত্যুতে উত্তেজিত হইয়া শিখগণ বান্দার অধীনে বিদ্রোহী হয়, কিন্তু খাঁ খানানের যত্নে পঞ্জাবপ্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পাঁচবৎসর রাজত্বের পর বাহাদুর শাহ ৭১ বৎসর বয়সে লাহোর-নগরে দেহত্যাগ করেন। খ্‌াজা কুতব উদ্দীনের কবরের পার্শ্বে তাঁহার সমাধি হয়। ঐ সমাধিমন্দির 'খুল্দ মঞ্জিল' নামে খ্যাত। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে জাহান্দর শাহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাহাদুরশাহ ২য়, দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট্। ইহার পূর্ব্ব নাম—আবুল মুজঃফর সিরাজ উদ্দীন্ মহম্মদ বাহাদুর শাহ। ২য় অকবর শাহের মৃত্যুর পর তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম লালবাঈ। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থানে মোগলবল দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল। বাহাদুর মহারাষ্ট্রহস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ছিলেন। কবির ভীরুতাই স্বভাবসিদ্ধ। তিনি পারস্য ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উর্দ্দু কবিতা লেখার জন্য তিনি বিদ্বৎসমাজ হইতে 'জাফর' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার

রচিত দিবান্ অনেক পাওয়া যায়। কবিত্বরসে নিমজ্জিত থাকিয়া তিনি রাজকীয় সকল কার্য্যই ভুলিয়া যাইতেন। সিপাহীযুদ্ধের সহযোগিতা ভিন্ন তাঁহার জীবনে আর বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিপাহীযুদ্ধের অব-সানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজের নজরবন্দী হইয়া কলি-কাতায় আনীত হন। পরে তথা হইতে মেগেরা জাহাজে (H. M. S. Megera) আরোহণপূর্ব্বক তিনি সপরিবারে রেঙ্গুন নগরে নজরবন্দীরূপে অবস্থানার্থ আগমন করেন। নিজ ভরণপোষণের জন্য তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট মাসিক লক্ষটাকা বৃত্তি পাইতেন। এখান হইতেই ভারতে তৈমূরবংশের রাজ্য লোপ হয়। তদীয় পুত্র মীর্জা মোগল ও মীর্জা খাজা সুলতান এবং পৌত্র মীর্জা আবু বক্‌র বিদ্রোহে যোগদান করায় ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শাহ স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

বাহাদুর সিংহ রাও, অন্তর্ব্বেদীর গুর্জরবংশীয় জনৈক রাজ-পুত রাজা। ঘাসেরা ও কোএল প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি বিনাদোষে নবাব সফ্‌দর জঙ্গের উচ্ছেদ সাধন করায় সম্রাট্ ইহার প্রতিবিধান জন্য সূর্য্যমল্ল জাটকে প্রেরণ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার রাজ্য সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে আদেশ দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জাটরাজ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লন। সুজনচরিতকাব্যে এই বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

বাহাদুর শাহ, আহ্মদাবাদের শেষ মুসলমান রাজা। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলদিগের নিকট হইতে সুরাট কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু মোগলসৈন্যের নিকট পরাভূত হইয়া পড়েন। ইহার অধিকারকালে ইংরাজগণ আহ্মদাবাদে বাণিজ্য করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন।

বাহাবা, (দেশজ) ১ বিস্ময় বা উৎসাহসূচক বাক্য। ২ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

বাহাবলপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ইংরাজ গবর্মেণ্টের পলিটিকাল এজেণ্টের শাসনাধীন। ভূ-পরি-মাণ ১৫ হাজার বর্গমাইল, তন্মধ্যে ১৮৮০ বর্গমাইল স্থান মরুদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিমে সিন্ধু ও শতদ্রুনদী প্রবাহিত। এই রাজ্যের মধ্যভাগের প্রায় ২০ মাইল স্থান অধিত্যকা ভূমি।

বাহাবলপুর নগরে লুঙ্গী, সুফি প্রভৃতি রেশমীবস্ত্র বয়নের কারবার আছে। নীল, তুলা ও ধান্যাদি শস্যই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। স্থানীয় চাষবাসের সুবিধার জন্য নানাস্থানে খাল কাটা হইয়াছে। ইণ্ডাস্ ভেলী ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়া বিস্তৃত আছে।

দুরানী-সাম্রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা ও শাহ সুজার কাবুল হইতে পলায়ন সময়ে এখানকার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। পঞ্জাবে রণজিত সিংহের অভ্যুদয়ে ভীত হইয়া, এখানকার নবাব বহাবল খাঁ ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হন নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সন্ধিতে রণজিৎ শতদ্রুর দক্ষিণ সীমান্ত-র্গত স্থানসমূহে অধিকারী থাকিতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংরাজগণ নবাবের সহিত সন্ধি করেন। পুনরায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শাহ সুজার কাবুলসিংহাসনারোহণ-কল্পে বাহাবলপুররাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, গবর্মেণ্ট বিপদে আপদে নবাবের সহায়তা করিবেন এবং নবাবও আব-শ্যকমতে ইংরাজের অধীন থাকিয়া ইংরাজবৈরীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবেন। নবাববংশধরগণ এখানকার একমাত্র অধি-কারী থাকিবে। গবর্মেণ্ট শাসন সম্পর্কে কোনবিষয়ে হস্ত-ক্ষেপ করিবেন না।

প্রথম আফ্‌গানযুদ্ধে তিনি ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মূলতান-যুদ্ধে তিনি সেনানী সর্ হার্বার্ট এডওয়ার্ডিসের সহযোগে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ গবর্মেণ্ট হইতে তিনি সব্জলকোট ও ভৌঙ্গপ্রদেশ এবং যাবজ্জীবন লক্ষটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ইচ্ছানুসারে ৩য় পুত্র রাজা হন ; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইংরাজাশ্রয় লাভ করিয়া ঐ ৩য় পুত্র বাহাবলপুরের রাজস্ব হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ইংরাজের নিকট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় তিনি লাহোরদুর্গে আবদ্ধ হন। এখানে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

জ্যেষ্ঠের যথেচ্ছাচার ও উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রজাগণ ১৮৭৩ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হয়। নবাব বীরোচিত সাহসে দুই বারই বিদ্রোহীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ষড়যন্ত্রকারীরা বিষপ্রয়োগে তাঁহার নিধনসাধন করে। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার চারিবর্ষ বয়স্ক পুত্র সাদিক মহম্মদ খাঁ রাজা হন। বালক রাজার রাজত্বে এবং পূর্ব্ব বিদ্রোহে রাজ্য-মধ্যে বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যনাশের আশঙ্কায় স্বহস্তে বালকের হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালো-চনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নবাবপুত্র সাবালক

হইলে ইংরাজরাজ তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮-৮০ খৃষ্টাব্দের আফ্‌গান যুদ্ধ সময়ে এই নবাব অর্থ ও সৈন্যবলে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারা ইংরাজরাজের নিকট ১৭টী মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। ইংরাজ গবর্মেন্টকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হয় না। ইহাদের সেনাবল ১২টী কামান, ১০০ কামানবাহী, ৩০০ অশ্বারোহী ও প্রায় ২॥০ হাজার পদাতিক।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। শতদ্রু নদীর ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৭´ পূঃ। এই নগরের চারিধার মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এখানকার নবাবপ্রাসাদই দেখিবার জিনিস। রাজপ্রাসাদের ছাদ হইতে বিকানিরের বহুক্রোশব্যাপী মরুদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বাহাদুরী (পারসী) বীরত্ব। বাহাদুরের কার্য্য।

বাহাদুরীকাঠ (দেশজ) বৃহৎ কাষ্ঠভেদ।

বাহানা (পারসী) ১ ছল, ওজর। ২ বায়না, বৃথা চাওয়া।

বাহার (পারসী) ১ বসন্তকাল। ২ সৌন্দর্য্য, চটক।

বাহাল্ (পারসী) ১ কার্য্যে নিযুক্ত। ২ পূর্ব্বাবস্থা।

বাহাবাহবি (অব্য) বাহুভির্বাহুভিঃ প্রবৃত্তং যদ্‌যুদ্ধং তৎ। বাহুদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ। (মুগ্ধবোধব্যা°)

বাহিক, ইরাবতী নদীর আপগাশাখাপ্রবাহিতপ্রদেশবাসী প্রাচীন-জাতিবিশেষ। মহাভারতে লিখিত—বাহিক নামক দস্যুর বাসস্থান বিতস্তাতীরভূমি বাহিক দেশ বলিয়া কথিত।

বাহির্ (দেশজ) বহিস্।

বাহির্‌ফট্‌কা (দেশজ) বৃথা আড়ম্বর।

বাহির্বেদিক (ত্রি) বেদীর বাহিরে স্থিত।

বাহীক (ত্রি) ১ বহিস্। ২ বাহ্য। ৩ পঞ্চনদের লোকসম্বন্ধীয়।

বাহু (পুং স্ত্রী) বাধতে শত্রূনিতি বাধ (অর্জিদৃশিকম্যমিপংসিবাধামৃজিপশিতুক্‌ধুক্ দীর্ঘহকারশ্চ। উণ্ ১।২৮) ইতি কুপ্রত্যয়োহন্তস্য হকারাদেশশ্চ। কক্ষাদ্যঙ্গুল্যগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব বিশেষ, কক্ষ অবধি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব। পর্য্যায়—ভুজ, প্রবেষ্ট, দোষ, বাহ, দোষ্। (শব্দরত্না°) বৈদিক পর্য্যায়—আয়তী, চ্যবনা, অনীশূ, অপ্নবানা,বিনংগৃসৌ, গভস্তী,কবস্নৌ, বাহূ, ভূরিজৌ, ক্ষিপস্তী, শক্করী, ভরিত্রে। (বেদনিঘণ্টু ২ অঃ) নৃপত্বসূচক বাহুলক্ষণ—"নির্মাংসৌ চৈব ভগ্নাঙ্গৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ। আজানুলম্বিনৌ বাহূ বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে ॥"(গরুড়পু° ৬৬ অঃ)

২ কূর্পরের অধোভাগ।

বাহুক (পুং) নলরাজা। পর্য্যায়—পুণ্যশ্লোক, অশ্ববিদ্, নৈষধ। [দময়ন্তী ও নল দেখ।] ২ কৌরব্যকুলোদ্ভব নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।১৩)

বাহুকর (ত্রি) হস্ত দ্বারা কর্ম্মকারী।

বাহুকুণ্ঠ (ত্রি) বাহৌ বাহ্বোর্বাবয়বয়োঃ কুণ্ঠঃ। কুণ্ঠিত বাহু-যুক্ত, চলিত হুলো, পর্য্যায়—কুম্প, দোর্গড়ু। (জটাধর)

বাহুকুন্থ (পুং) বাহুরিব কুন্থতি আচরতীতি বাহু-কুন্থ পচাদ্যচ্। পক্ষ।

'গরুৎপক্ষচ্ছদাঃ পত্রং পতত্রঞ্চ তনূরুহম্।
দেহধির্দেহকোষশ্চ বাহুকুন্থশ্চ কথ্যতে ॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

বাহুকুলেয়ক (ত্রি) বহুকুলে জাতঃ (অপূর্ব্বপদাদন্যতরস্যাং যৎ ঢকঞৌ। পা ৪।১।১৪০) ইতি ঢকঞ্। বহুকুলজাত।

বাহুক্ষদ (ত্রি) বাহুদ্বারা খণ্ডকারী। "বাহুক্ষদঃ শরবে পত্যমানান্" (ঋক্ ১০।২৭।৬) 'বাহুক্ষদঃ বাহুভির্যজমানাচ্ছকলীকুর্ব্বতঃ' (সায়ণ)

বাহুগুণ্য (ক্লী) ১ বহুগুণশালিতা। ২ বাহুল্য।

বাহুচ্যুৎ (ত্রি) বাহুতা।

বাহুচ্যুত (ত্রি) বাহু হইতে প্রচ্যুত।

বাহুজ (পুং) ব্রহ্মণো বাহুভ্যাং জায়তে যঃ, বাহু-জন-ড। ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মার বাহু হইতে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এইজন্য ইহারা বাহুজ।

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যঃ স্মৃতঃ।
ঊরুস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহভ্যজায়ত ॥" (শ্রুতি)

২ কীর। ৩ স্বয়ং জাততিল। ৪ তোতাপাখী। ৫ বাহুজাত।

বাহুজন্য (ত্রি) বাহুজ।

বাহুজূত (ত্রি) বাহু দ্বারা শত্রুপ্রেরক।

'বাহুঃ প্রেরকঃ শত্রূণাং যস্য তাদৃশঃ' (সায়ণ)

বাহুজ্যা (স্ত্রী) ভুজজ্যা Cord of an arc, Sine.

বাহুতা (অব্য) বাহুমূলে।

বাহুত্রাণ (ক্লী) ত্রৈ-ভাবে-ল্যুট্, বাহ্বোস্ত্রাণং যস্মাৎ। অস্ত্রাঘাত নিবারণার্থ (বাহুযুদ্ধ) লোহাদি। পর্য্যায়—বাহুল। (হেম)

বাহুদন্তক (পুং) বহবশ্চত্বারো দন্তাঃহস্য কপ্, ঐরাবতঃ উপচারাৎ ইন্দ্রঃ, তেন প্রোক্তমণ্। পুরন্দরপ্রোক্ত পঞ্চসহস্রাত্মক নীতিশাস্ত্রভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৫৯ অঃ)

বাহুদন্তিন্ (পুং) বহবো দন্তা যস্য, স বহুদন্ত ঐরাবতঃ স এব বাহুদন্তঃ, স্বার্থে অণ্, বাহুদন্তোহস্যাস্তীতি ইনি। ইন্দ্র। (ভূরিপ্রয়োগ)

বাহুদন্তেয় (পুং) বহুদন্তশ্চতুর্দ্দন্ত ঐরাবতস্তস্য ইতি ততো ঠ। ইন্দ্র। (হেম)

বাহুদা (স্ত্রী) বাহূ দত্তবতী যা বাহু-দা (আতোহনুপসর্গেতি। পা ৩।২।১) ইতি ক, লিখিতস্য মুনের্বাহুপ্রদানাৎ তস্যাস্তথাত্বং। নদীবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—বাহুদানদীর অনতিদূরে

শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমে বাস করিতেন। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে গমন করেন। তপোধন শঙ্খ তখন আশ্রমে ছিলেন না। লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে আশ্রমে না দেখিয়া তথায় বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল সকল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্খ আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফলভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—তুমি এই ফল কোথায় পাইয়াছ? তখন লিখিত কহিলেন, আমি ঐ সকল বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছি। ইহাতে শঙ্খ কুপিত হইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফলগ্রহণ করিয়া চোরের কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব রাজার নিকটে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া ইহার সমুচিত দণ্ড ভোগ কর। তখন লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশানুসারে অবিলম্বে সুদ্যুম্ন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ফলভক্ষণপূর্ব্বক চোরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন। ইহাতে সুদ্যুম্ন কহিলেন, রাজা অপরাধীর প্রতি যেমন দণ্ডবিধান করেন, সেইরূপ আবার তাহার দোষ মার্জ্জনাও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পূতস্বভাব, অতএব আমি আপনার দোষ মার্জ্জনা করিলাম।

সুদ্যুম্নের এই কথায় লিখিত সন্তুষ্ট না হইয়া বারংবার দণ্ডের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন সুদ্যুম্ন লিখিতের বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া সমুচিত দণ্ডপ্রদান করিলেন! লিখিত এইরূপে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্খের নিকট আসিয়া কহিলেন, ভূপতি আমাকে এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন, এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন শঙ্খ কহিলেন, আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই, তোমাকে ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এখন তুমি এই নদীতে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃদিগকে তর্পণ কর। লিখিত তাঁহার আদেশানুসারে নদীতে স্নান করিয়া যেমন তর্পণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার পুনরায় হস্তের উদ্ভব হইল। এই নদীতে স্নান করিয়া শঙ্খের তপঃপ্রভাবে লিখিতের হস্ত পুনরুদ্ভূত হইয়া ছিল বলিয়া ইহা বাহুদা নামে বিখ্যাত হয়।

লিখিত ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, আপনার তপঃপ্রভাবে আমি পুনরায় হস্ত প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু আপনি রাজসন্নিধানে না পাঠাইয়া স্বয়ংই আমাকে পবিত্র করিলেন না কেন? ইহাতে শঙ্খ কহিলেন, তুমি পাপ করিয়াছ, রাজার নিকটে পাঠাইয়াছি, রাজাই তাহার দণ্ড বিধান করিবেন, তোমার দণ্ডবিধানে আমার কোনই অধিকার নাই। এখন তুমি ও রাজা উভয়ই পবিত্র হইয়াছ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩, ২৪ অঃ)

হিমালয় হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। হরিবংশে লিখিত আছে,—প্রসেনজিৎ রাজার গৌরী নামে এক পত্নী ছিল, স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেওয়ায় গৌরী 'বাহুদা' নদীরূপে পরিণত হয়।

"লেভে প্রসেনজিদ্‌ভার্য্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাং।
অভিশপ্তা তু সা ভর্ত্রা নদী বৈ বাহুদা কৃতা ॥" (হরিবংশ ১২।৫)

২ পুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ নৃপতির পত্নী। (ভারত ১।৯৫।৪২)

(ত্রি) ৩ বহুদাত্রী, বহুবিধ দানকারিণী।

বাহুপাশ (পুং) ১ বাহু দ্বারা যুদ্ধকৌশলভেদ। ২ বাহুশৃঙ্খল।

বাহুবল (ক্লী) বাহ্বোঃ বলং। হস্তবল, ভুজবল।
"নির্ভয়স্তু ভবেদ্ যস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্।" (মনু ৯।২৫৫)

বাহুবলি (পুং) গিরিভেদ।

বাহুবলিন্ (ত্রি) বাহুবলশালী।

বাহুবাধ (পুং) জনপদভেদ।

বাহুভাষ্য (ক্লী) বহুভাষণশীলতা।

বাহুভূষা (স্ত্রী) বাহ্বোর্ভূজয়োর্ভূষা ভূষণং। কেয়ূর। (হেম) বাহুভূষণ মাত্র।

বাহুভেদিন্ (পুং) বাহুং ভিনত্তীতি বাহু-ভিদ্-ণিনি। বিষ্ণু। (ভূরিপ্র°) (ত্রি) ২ বাহুভেদক।

বাহুমৎ (ত্রি) বাহুযুক্ত।

বাহুমাত্র (ত্রি) বাহুঃ প্রমাণমস্য বাহু-মাত্রচ্। বাহুপরিমাণ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৩।৩৭)

বাহুমিত্রায়ণ (পুং) বহুমিত্রের গোত্রাপত্য।

বাহুমূল (ক্লী) বাহ্বোর্মূলং। কক্ষ, বগল।
"কাপি কুন্তলসংব্যান-সংযমব্যপদেশতঃ।
বাহুমূলং স্তনৌ নাভি-পঙ্কজং দর্শয়েৎ স্ফুটং ॥" (সাহিত্য° ৩।১২৩)

বাহুযুদ্ধ (ক্লী) বাহ্বোর্ভুজাভ্যাং বা যুদ্ধং। ভুজদ্বারা সংগ্রাম, মল্লযুদ্ধ, পর্য্যায়—নিযুদ্ধ। সঙ্কট, কঙ্কট, করঘর্ষণজ ও কিণ প্রভৃতি বাহুযুদ্ধ অনেক প্রকার। ইহা কতকটা কুস্তির মতন।
"ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৮৩।১৩)

মহাভারতে বিরাটপর্ব্বে ১২ অঃ ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

[মল্লযুদ্ধ দেখ।]

বাহুযোধ, বাহুযোধিন্ (পুং) মল্ল।

বাহুল (ক্লী) বহুল-অণ্। ১ বহুলভাব, বাহুল্য। ২ বাহুত্রাণ। (পুং) বহুলানাং কৃত্তিকানাময়ং স্বামী অণ্। ৩ অগ্নি। (শব্দরত্না°)

বহুলা কৃত্তিকা তয়া যুক্তা পৌর্ণমাসী বাহুলী, বাহুলী পৌর্ণমাসী যস্মিন্। সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীত্যণ্। ৪ কার্ত্তিক মাস। (অমর) বহুলেন নির্ব্বৃত্তং, অণ্। (ত্রি) ৫ বহুদ্বারা সাধ্য।

বাহুলক (ক্লী) বহুলেন বহুলগ্রহণেন নির্ব্বৃত্তং সঙ্কলাদিত্বাৎ অণ্ সংজ্ঞায়াং কন্। ব্যাকরণোক্ত সর্ব্বোপাধিরহিত বিধানাদি। ব্যাকরণে বাহুল্যে প্রত্যয়াদি হয়।

"ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চাতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি॥"
(ব্যাক° পরি°)

স্থানে স্থানে বিধির বিধান বিবিধ দেখিয়া বাহুলক বিধি চারিপ্রকার কথিত হইয়াছে। যথা—কোন স্থলে প্রবৃত্তি, কোথাও অপ্রবৃত্তি, কোথাও বিভাষা এবং কোথাও বা ইহার অন্যথা। বাহুলক অর্থাৎ বাহুল্য বিধান বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে।

বাহুলগ্রীব (পুং) ময়ূর।

বাহুলতা (স্ত্রী) বাহুরেব লতা। রূপককর্ম্মধা°। বাহুরূপ লতা। এ স্থলে বাহুতে লতার আরোপ করায় রূপক সমাস হইল।

বাহুলতিকা (স্ত্রী) বাহুরেব লতিকা। বাহুলতা।

বাহুলেয় (পুং) বহুলানাং কৃত্তিকাদীনামপত্যং পুমান্ বহুলাঢক্। কার্ত্তিকেয়। (অমর)

বাহুল্য (ক্লী) বহুল-ষ্যণ্। আধিক্য, প্রাচুর্য্য, বহুলতা।

বাহুবীর্য্য (ক্লী) বাহ্বোঃ বীর্য্যং। বাহুবল, ভুজবল।
"ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ।" (মনু ১১।৩৪)

বাহুযুক্ত (পুং) বাহুদ্বারা যুক্ত দর্ভ। (ঋক্ ৫।৪৪।১২)

বাহুব্যায়াম (পুং) বাহু দ্বারা নানা কৌশল।

বাহুশর্দ্ধিন্ (ত্রি) বাহুভ্যাং শর্দ্ধয়তি অভিভবতীতি (সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮) ইতি ণিনি। বাহুবলযুক্ত। "বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা" (ঋক্ ১০।১০৩।৩) 'বাহুশর্দ্ধী শর্ধোবলং, বাহ্বোর্বলং বাহুবলং তদ্বান্ মত্বর্থীয় ইনিঃ।' (সায়ণ)

বাহুশাল (ত্রি) বৃক্ষভেদ। [বহুশাল দেখ।]

বাহুশালিন্ (ত্রি) বাহুভ্যাং শালতে তদ্বিক্রমাধিক্যেন শ্লাঘতে শাল-ইনি। ১ বাহুবীর্য্যাধিক্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (পুং) ২ শিব। ৩ ভীম। ৪ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। ৫ দানবভেদ। ৬ রাজপুত্রভেদ।

বাহুশিখর (পুং) স্কন্ধ।

বাহুশ্রুত্য (ক্লী) বহু বিজ্ঞতা।

বাহুশোষ (পুং) তন্নামক বাতব্যাধি। ইহার লক্ষণ—
"অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদংশবন্ধনং।
অংশবন্ধনশোষঃ স্যাদ্বাহুশোষঃ সবেদনঃ॥" (মাধব নিদান)

বায়ু অংসদেশে থাকিয়া অংসবন্ধনকে শুষ্ক করে, তখন বেদনার সহিত বাহুশোষরোগ হয়। [বাতব্যাধি দেখ।]

বাহুসম্ভব (পুং) বাহু ব্রহ্মবাহু সম্ভবোঽস্য। বাহুজ ক্ষত্রিয়। (হেমচ°) (ত্রি) ২ বাহুজাতমাত্র।

বাহুসহস্রভৃৎ (পুং) বাহূনাং সহস্রং বিভর্ত্তীতি ক্বিপ্ (হ্রস্বস্য পিতিকিতি তুক্। পা ৬।১।৬১) ইতি তুক্ চ। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (ত্রিকা°) পরশুরাম পরশুদ্বারা ইহার সহস্রবাহু ছেদ করিয়াছিলেন। প্রভাতে ইহার নাম স্মরণে সকলপ্রকার দুর্গতি খণ্ডে ও মহাপাতক নাশ হয়।

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
[কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ।]

বাহূবাহবি (অব্য°) বাহুভির্বাহুভির্যৎ যুদ্ধং বৃত্তং। বাহুদ্বারা যে যুদ্ধ হয়, চলিত হাতাহাতি। (মুগ্ধবোধব্যা°)

বাহ্মণগাঁও, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৮ বর্গমাইল।

বাহ্মণীবংশ, দাক্ষিণাত্যের একটী মুসলমান রাজবংশ। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গুল, বিজয়নগর ও দ্বারসমুদ্রের হিন্দুরাজগণ একত্র হইয়া দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিলেন দেখিয়া, দৌলতাবাদের মুসলমান শাসনকর্ত্তা অন্যান্য মুসলমান অমাত্যগণের সহিত একযোগে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুগলকের অধীনতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বাধীনতা-ধ্বজা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুলবর্গা (আস্‌নাবাদ) নগরে তাঁহার রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত দৌলতাবাদ রাজপ্রতিনিধি হসন বাল্যাবস্থায় অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। গঙ্গ নামক কোন ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি রাজসরকারে প্রতিষ্ঠালাভপূর্ব্বক পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতোপকারের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তিনি আলাউদ্দীন্ হসনগঙ্গ বাহ্মণী নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সেই ব্রাহ্মণের স্মরণার্থ 'বাহ্মণী' নামে খ্যাত হয়।

বাহ্মণীরাজবংশ।

১ আলাউদ্দীন্ হসন
গঙ্গো বাহ্মণী
(১৩৪৭-১৩৫৮)

২ মহম্মদ ১ম (১৩৫৮-১৩৭৫) — ৪ দাউদ (১৩৭৮) — ৫ মাহ্মুদ ১ম (১৩৭৮-১৩৯৭)

২ মহম্মদ ১ম-এর পুত্র: ৩ মুজাহিদ (১৩৭৪-১৩৭৮), রূপর্ব্ব আঘ
৫ মাহ্মুদ ১ম-এর পুত্র: ৬ গিয়াসউদ্দীন্ (১৩৯৭-৭ সপ্তাহ), ৭ সামসুদ্দীন্ (১৩৯৭)

মহম্মদ সঞ্জর — ৮ ফিরোজ — ৯ অহ্মদ শাহবালি খান
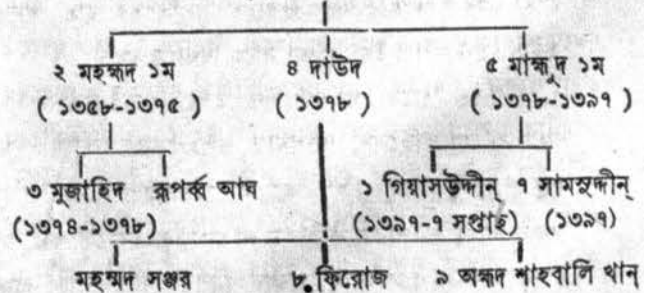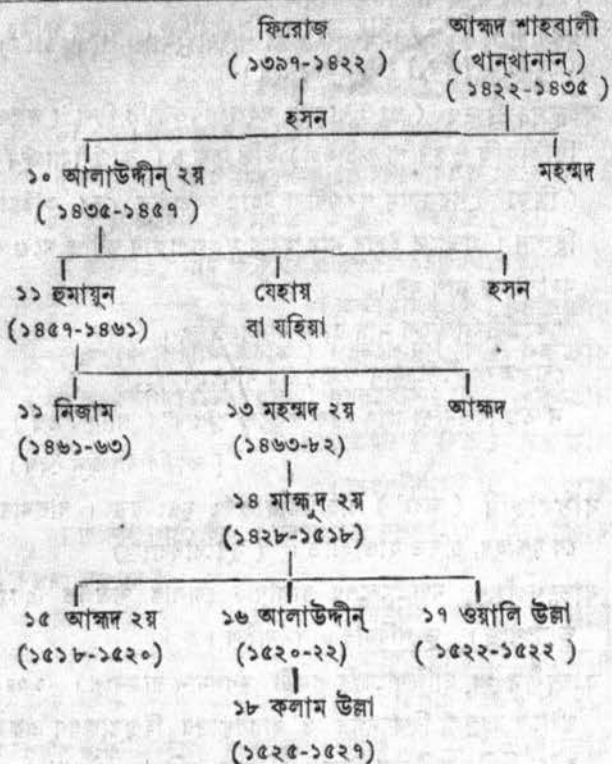
উক্ত অষ্টাদশজন নরপতি প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দ কাল দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গা-রাজপাটে আসীন থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎপরে বরিদশাহী, আদিলশাহী, ইমাদশাহী ও কুতবশাহী রাজগণ দক্ষিণভারতে শাসনদণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন্ আপন রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। তৎপুত্র মহম্মদশাহ গণপতিরাজ্য লুণ্ঠনপূর্ব্বক বরঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বরঙ্গল রাজপুত্র নাগদেব নিহত হন এবং গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার অধিকৃত হয়। ১৩৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে জয়ী হইলেও উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মজাহিদ্ রাজাসনে আসীন হইয়া উপর্য্যুপরি বিজয়নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার কএকবার অভিযানেই অত্যাচারের সীমা ছিল না। শেষ আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার খুল্লতাত দাউদ পথিমধ্যে তাঁহাকে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে হত্যা করেন। দাউদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মজাহিদের ভগিনীর ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠপুত্র মাহ্মুদ রাজা হন। প্রায় ১৯ বৎসরকাল নির্ব্বিরোধে রাজত্ব করিয়া তিনি ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদ্বয় গিয়াসউদ্দীন্ ও সামসুদ্দীন্ কিছুদিনের জন্য পর পর রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। জনৈক ক্রীতদাস গিয়াসের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং সামসুদ্দীন্ দাউদ পুত্র ফিরোজ কর্ত্তৃক রাজচ্যুত হইয়াছিলেন।

ফিরোজ ২৫ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১৩৯৮, ১৪০১ ও ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে উপর্য্যুপরি তিনবার বিজয়নগর আক্রমণ করেন। প্রথম দুই যুদ্ধে বিজয়নগররাজ পরাজিত হইলেও তৃতীয় যুদ্ধে ফিরোজ পরাস্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধের জয়লব্ধ ধনস্বরূপ ফিরোজ বিজয়নগর-রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতা আহ্মদশাহ নিরীহ ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তাড়াইয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকার করেন, রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি বিজয়নগররাজকে পরাজিত করিয়া রাজকর আদায় করিয়াছিলেন। পরে বরঙ্গলপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় উক্ত রাজ্য উৎসাদিত হয়। তিনি বিদরনগর স্থাপন করিয়া ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরগত হন। তৎপুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন্ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে কনিষ্ঠ মহম্মদ বিজয়নগরপতির যোগে ভ্রাতৃবিরোধী হইয়া একটী বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া সহজেই ভ্রাতার বশীভূত হন। আলাউদ্দীন্ বিজয়নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলে পর ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের দেবরাজ উপর্য্যুপরি বাহ্মণীরাজ্য আক্রমণ করেন। অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যায়। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অবিমৃষ্যকারী ও নিষ্ঠুর পুত্র হুমায়ুন ৪ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। রাজকর্ম্মচারিগণের ষড়যন্ত্রে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিজাম রাজপদ প্রাপ্ত হন। নিজাম ৮ বৎসরের বালক হইলেও তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতা ও মহামন্ত্রী মহ্মুদ গবান্ সুচারুরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উড়িষ্যা, তেলিঙ্গ ও মালবসৈন্য আসিয়া বাহ্মণীরাজ্য আক্রমণ করে; কিন্তু সকলেই বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে ২য় মহম্মদ ৮০ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মহ্মুদ গবানকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণ অধিকার এবং ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে, উড়িষ্যারাজের সহায়তা ও তৈলঙ্গ আক্রমণ; কোণ্ডপল্লী ও রাজমহেন্দ্রীবিজয় প্রভৃতি কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় উড়িষ্যা-অভিযানে গমন করিয়া মসুলীপত্তনে প্রত্যাবৃত্ত হন, পরে তথা হইতে সমুদ্রোপকূল দিয়া কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত স্থান

আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। ১৪৮১ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বীয় দুরদৃষ্ট-বশতঃই নিজাম উলমুলক ভৈরীর পরামর্শে মাহ্মুদগবানকে পদচ্যুত ও নিহত করেন। মাহ্মুদগবানের জ্ঞানগর্ভ সুপ্রণালী ও রাজ্যপরিচালন-ব্যবস্থা হারাইয়া তিনি যথার্থই যেন নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেন। এই ঘটনা হইতেই বাহ্মণীরাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। মাহ্মুদগবানের মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই স্বীয় দল বল লইয়া আপনাপন রাজ্যে বিচরণ করিতেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদগবানের দত্তকপুত্র যুসুফ আদিল খাঁকে গোয়া নগর রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া মহম্মদ জীবলীলা শেষ করেন। তৎপুত্র ২য় মাহ্মুদ রাজা হইয়াই নিজাম উলমুলক্ ভৈরীকে স্বীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যুসুফ আদিল রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হয়। যুসুফ সংবাদ পাইয়াই নিজরাজ্য বিজাপুরে পলায়ন করেন। তৎপরে মাহ্মুদ তেলিঙ্গনা আক্রমণে গমন করিলে নিজাম উলমুলক্ নিহত হন। এই সুযোগে মালিক আহ্মদ জুনারে স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। বেরারের শাসনকর্ত্তা ইমাদ্ উলমুলক বিদ্রোহী হইয়া রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। মন্ত্রী কাসিম বরিদের মৃত্যুর পর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বাহ্মণীরাজ আমীর বরিদের একপ্রকার অধীন হইলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তা কুতব উলমুলক গোলকুণ্ডায় রাজা হইয়া বাহ্মণী-শাসন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বাহ্মণী রাজসৈন্যের সহিত বিজাপুর ও বেরার-সৈন্যের কএকটী যুদ্ধে বাহ্মণী-রাজশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় আহ্মদ রাজা হইলেন বটে; কিন্তু রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাই আমীর বরিদের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন্ রাজা হন। তিনি রাজমন্ত্রীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করায় ১৫২২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ওয়ালি দুই বৎসরের জন্য রাজপদে অভিষিক্ত হন, ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে তাঁহার জীবন নাশ করিয়া আমীর বরিদ তাঁহার বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে কলাম উল্লাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেও কলাম ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণভয়ে আহ্মদনগরে পলাইয়া যান এবং আমীর বরিদও ভান পরিত্যাগ করিয়া বিদারনগরে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। [বরিদশাহী দেখ।]

বাহ্য (ক্লী) বাহ্যতে চাল্যতে ইতি বাহি-ণ্যৎ। যান।

'যানং যুগ্যং পত্রং বাহ্যং বহ্যং বাহনধোরণে।' (হেম)

(ত্রি) বহ-ণ্যৎ। ২ বহনীয়।

"মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।"(রঘু ৬।১০)

বহিস্-ষ্যঞ্। ৩ বহিস্, বাহির।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥" (স্মৃতি)

(ক্লী) বহির্ভবং ষ্যঞ্। ৪ বহির্ভব, যাহা বাহিরে হয়।

"বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা" (মেঘদূত)

বাহ্যকরণ (ক্লী) বাহ্যক্রিয়া।

বাহ্যকর্ণ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৩৩ অঃ)

বাহ্যকুণ্ড (পুং) নাগভেদ। (ভারত উদ্যোগপ° ১০২ অ°)

বাহ্যতস্ (অব্য°) বহির্ভাগে।

বাহ্যতা (স্ত্রী) বহির্বিষয়তা।

বাহ্যায়াম (পুং) ধনুস্তম্ভরোগভেদ। এই রোগ অসাধ্য।

[ধনুস্তম্ভ দেখ।]

বাহ্যালয় (পুং) বহির্বাটী।

বাহ্লক [বাহ্লীক দেখ।]

বাহ্বঙ্গ (ক্লী) বাহু।

বাহ্বাদি (পুং) বাহু আদি করিয়া ইঞ্ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণ। গণ যথা—বাহু, উপবাহু, উপচাকু, নিবাকু, শিবাকু, বটাকু, উপবিন্দু, বৃষলী, বৃকলা, চূড়া, বলাকা, মূষিকা, কুশলা, ছগলা, ধ্রুবকা, ধুবকা, সুমিত্রা, দুর্মিত্রা, পুষ্করসদ, অনুহরৎ, দেবশর্ম্মন্, অগ্নিশর্ম্মন্, ভদ্রবর্ম্মন্, সুশর্ম্মন্, কুনামন্, সুনামন্, পঞ্চন্, সপ্তন্, অষ্টন্, অমিতৌজস্, সুধাবৎ, উদঞ্চু, শিরস্, মাষ, শরাবিন্, মরীচী, ক্ষেমবৃদ্ধিন্, শৃঙ্খলতোদিন্, খরনাদিন্, নগরমর্দ্দিন্, প্রাকারমর্দ্দিন্, লোমন্, অজীগর্ত্ত, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, সাম্ব, গদ, প্রদ্যুম্ন, রাম, উদঙ্ক, উদক। (পাণিনি)

বিআজ্ (হিন্দী) ব্যাজ, গৌণ।

বিআজখোর (হিন্দী) গৌণকারী।

বিউনী (দেশজ) বেণীর বিনানি।

বিউলী (দেশজ) কলায় ভেদ।

বিওন (দেশজ) প্রসব।

বিধ (দেশজ) বেধ।

বিকান (দেশজ) বিক্রয় করণ।

বিকী (দেশজ) বিক্রয়।

বিকিকিনী (দেশজ) ক্রয় বিক্রয়, বেচা কেনা।

বিখারা (দেশজ) যাহারা খারা বা ঠিক নহে।

বিগড় (দেশজ) ১ নষ্ট। ২ দুষ্ট।

বিঘা (দেশজ) চারিদিকে ৮০ হাত, এইরূপ ভূমিকে একবিঘা কহে। ২০ কাঠায় একবিঘা।

বিচি (দেশজ) বীজ।

বিজনৌর, উঃ পঃ প্রদেশের একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১৮৬৭.৭ বর্গমাইল। গঙ্গানদীর সৈকতভূমি ভিন্ন অপর সকল স্থানই পর্ব্বতমণ্ডিত। হিমালয়, গড়বাল ও চণ্ডী নামক পর্ব্বতমালার অধিত্যকা দেশ লইয়া এই জেলা গঠিত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূম্যংশে ধান্যাদির চায হয়।

এই জেলার কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। অযোধ্যার উজীর কর্ত্তৃক উৎসাদিত হইবার পূর্ব্বে এইস্থান রোহিলাদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্সিয়াং বিজনৌরের ৪ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী মন্দাবর নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১১১৪ খৃষ্টাব্দে মুরারি হইতে আগরবালা বেণিয়াগণ ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দাবর নগর সংস্কৃত করিয়া তথায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর লালধঙ্গের নিকট এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাজিত করেন। যুদ্ধজয়ের পর মোগলসৈন্য ভীষণ হত্যাকাণ্ডে এইস্থান জনহীন করিয়াছিল।

সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালে বিজনৌর শম্বল সরকার-ভুক্ত হয়। মোগলশক্তির অধঃপতনে এখানে রোহিলাগণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। রোহিলা-সর্দ্দার আলী মহম্মদ নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকার পাওয়ায় তদবধি এইস্থান রোহিলখণ্ড নামে খ্যাত হয়। আলী মহম্মদের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া অযোধ্যার সুবাদার সম্রাট্ মহম্মদ শাহকে তদ্বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। রোহিলা-সর্দ্দার পরাজিত হইয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর রোহিলাবীর হাফিজ রহমৎ খাঁ রাজ্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দল সম্রাট্ শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। রোহিলাগণ এই অসময়ে অযোধ্যার উজীরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উজীর বিপদের সময় প্রতারণা করিয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে নিষ্ঠুরতার সহিত রোহিলাদিগকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রোহিলাগণ সমগ্র রোহিলখণ্ড রাজ্য উজীরকে ছাড়িয়া দেয়, কেবলমাত্র ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিমতে আলীর পুত্র ফৈজউল্লা খানের জন্য রামপুর রাজ্য রাখিয়া দেন।

রোহিলা পাঠানগণের সময় এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ নানা নগরাদিতে শোভিত হইয়াছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এইস্থান ইংরাজের অধিকৃত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিদ্রোহ ভিন্ন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আফজলগড়ের নিকট টোঙ্কপতি আমীর খাঁর পরাভব এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে উহা স্বতন্ত্র জেলাভুক্ত হয়। প্রথমে নগীনা নগরে ও পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিজনৌর নগরে বিচারসদর স্থাপিত হয়।

মিরাটনগরের বিদ্রোহস্রোত বিজনৌর নগরে উপস্থিত হয়। রুড়কির সেনাদলও বিজনৌরে যোগদান করে। নাজীবাবাদের নবাব স্বীয় পাঠান-সৈন্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিছুকালের জন্য উক্ত নবাব এখানকার রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। পরে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাঁধিলে হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া আধিপত্য বিস্তার করে। সিপাহীবিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এইস্থান পুনরায় ইংরাজের শাসনাধীন হয়।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩০৭৫০ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। অক্ষা° ২৯° ২২´ ৩৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১০´ ৩২´´ পূঃ। গঙ্গার বামকূলে একটী উচ্চভূমির উপর এই নগর স্থাপিত। এখানে কার্পাস-বস্ত্র, ছুরী ও পৈতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধ্যে এই স্থান চিনির কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

বিজনৌর, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৪৮ বর্গ মাইল। ২ উক্ত জেলার একটী প্রধান নগর। লক্ষ্ণৌসহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৮৪´ পূঃ।

পাশীবংশীয় বিজলীরাজ এই নগর এবং ক্রোশার্দ্ধ উত্তরে নাথবান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। প্রথম মুসলমান-আক্রমণেই এই রাজবংশ বিতাড়িত হয়। মুসলমান অধিকারে এই স্থান উক্ত পরগণার সদররূপে গণ্য হইয়াছিল। এখানে এখনও অনেক সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে।

বিজা, সিমলাপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী একটী সামন্তরাজ্য। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের নৈতিক শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ৪ বর্গমাইল। (মধ্যস্থল) অক্ষা° ৩০° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২´ পূঃ। এখানকার সর্দ্দার উদয়চাঁদ রাজপুতবংশীয়। ইঁহাদের উপাধি ঠাকুর। কসৌলীর সেনাবাসের ভূমিদান জন্য তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট বাৎসরিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকেন।

বিজাগড়, প্রাচীন নিমার প্রদেশের রাজধানী। এখন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। সাতপুরা পর্ব্বতের উপর ভগ্নাবশেষ বিজাগড় দুর্গ অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩০´ পূঃ। দক্ষিণ নিমারের অধিকাংশ স্থান লইয়া উক্ত দুর্গের নামে হোলকর রাজ্যের বিজাগড় সরকার ও জেলা গঠিত।

বিজাপুর, (বিজয়পুর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাদগি জেলার

অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৬৯ বর্গমাইল। এখানকার ধোউ উপত্যকা ভিন্ন অপর সকল স্থানই অনুর্ব্বর। এই পার্ব্বতীয় বিভাগে বৃক্ষাদি না থাকিলেও স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪৬´ ৫´´ পূঃ। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন—২য় মুরাদের পুত্র খ্যাতনামা ওসমানলি সুলতান বিজাপুরে প্রথম মুসলমানরাজ্য স্থাপন করেন। তদ্বংশধর ২য় মহম্মদ রাজাসনে আসীন হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিতে আদেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা কৌশলপূর্ব্বক যুসুফ নামক পুত্রের জীবন রক্ষা করেন। নানাস্থান ঘুরিয়া যুসুফ আহ্মদাবাদ-বিদার-রাজের অধীনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি আহ্মদাবাদ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাপুরে আসিয়া সাধারণ লোকের অভিপ্রায়ানুসারে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যুসুফ নিজ ভুজবলে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রাজ্য-সীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে গোয়া নগর কাড়িয়া লন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি বিজাপুরে সুবিস্তৃত দুর্গবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া যান। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইস্মাইল খাঁ দোর্দণ্ড প্রতাপে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে মুলু আদিল শাহ ছয় মাসকাল রাজত্বের পর রাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিম ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজাসনে আসীন ছিলেন। তৎপুত্র আলী আদিলশাহ বিজাপুর নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং জমামস্‌জিদ ও জলপ্রণালীসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইনি আহ্মদনগর ও গোলকুণ্ডারাজের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগরপতি রাজা রামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দিল্লীশ্বর ব্যতীত তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না। কালিকটের যুদ্ধে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রামরাজা মুসলমানসৈন্যের নিকট পরাস্ত ও বন্দী হন। বিজয়নগর লুণ্ঠনের পর যবনরাজের আদেশে তিনি নিহত হন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়া আলি আদিলশাহ ইহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ২য় ইব্রাহিম আদিল অল্পবয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। মৃতরাজের পত্নী বিখ্যাত চাঁদবিবিই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইব্রাহিম রাজপদে উপবেশন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ আলিশাহ রাজা হন। ইঁহারই অধিকার সময়ে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর আবির্ভাব হয়। শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুররাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। এই সুযোগে শিবাজী উক্ত রাজভাণ্ডারের ব্যয়ে ও তথাকার সেনাদল-সহায়ে ১৬৪৬-৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজাধিকৃত অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ক্রমে শিবাজী কোঙ্কণপ্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। একদিকে শিবাজীর অত্যাচারে, অপরদিকে অরঙ্গজেবপরিচালিত মোগলবাহিনীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে ক্রমশঃই মহম্মদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে কোন কারণে অরঙ্গজেব আগ্রানগরে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় শিবাজীর প্রভাব দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মহম্মদ শত্রুর প্রতাপবৃদ্ধিতে ক্রমশঃই ক্ষীণতেজ হইতে লাগিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হওয়ায় ২য় আলি আদিল শাহ রাজা হইলেন বটে; কিন্তু বিজাপুর-রাজবংশের অধঃপতন-গতি রোধ করিতে পারিলেন না। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে শিশুপুত্র সিকেন্দর আদিল শাহ সর্ব্বশেষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব বিজাপুর দখল করিয়া লন। এতদিনের পর বিজাপুর-রাজবংশের স্বাধীনতা লোপ হয়। দিল্লীর মোগল রাজবংশের অধঃপতনে বিজাপুরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ-সমূহ মহারাষ্ট্রগ্রাসে পতিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবার পদচ্যুতির পর বিজাপুর ও সাতারা-রাজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। সাতারারাজ বিজাপুরের মুসলমানকীর্ত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাতারারাজ অপুত্রক হওয়ায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। জুম্মা মস্‌জিদ, ইব্রাহিমের রোজা, মাহ্মুদের সমাধিমন্দির, অযুর মুবারকপ্রাসাদ, মেহতুরি মহল ও বক্তৃতাগার নামক অট্টালিকা গুলির শিল্পচাতুর্য্য ও গঠনপ্রণালী দেখিবার জিনিষ।

বিজাপুর, মধ্যপ্রদেশের শম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৮০ বর্গমাইল।

বিজাবার, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯৭৩ বর্গমাইল। এখানে প্রচুর হীরক পাওয়া যায়। এখানকার সামন্ত সবাই মহারাজ ভান প্রতাপ-সিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইঁহারা রাজা ছত্রশালের পৌত্র বীরসিংহদেবের বংশধর।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয় এবং তাঁহারা রাজা রতনসিংহকে এই স্থান ভোগ করিতে অনুমতি দেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দ্দারগণ দত্তক-গ্রহণে অধিকার লাভ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় সহায়তা করা অবধি এখানকার সর্দ্দারগণ ইংরাজের নিকট হইতে ১১টী তোপ পাইতেছেন। ইঁহাদের সৈন্য-সংখ্যা ১০০ অশ্বারোহী,

৮০০ পদাতি ও ৪টী কামান। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শাসননীতিবলে এখানকার সর্দ্দারগণ সকল প্রকার ফৌজদারী কার্য্যভার সমাপন করিয়া থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩১´ পূঃ।

বিজিপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী 'মুত্তা' ভূমি। পূর্ব্বে এখানে নরবলি প্রচলিত ছিল।

বিজেপুর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। চিতোর নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী উপত্যকাদেশে স্থাপিত। নগরের উত্তরদিকে একটী বিস্তীর্ণ বাঁধ আছে। এখানকার সর্দ্দার ৮১ খানি গ্রাম শাসন করিয়া থাকেন।

বজেবাঘে গড়, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূমিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৭৫০ বর্গমাইল। পূর্ব্বে রাজবংশী সর্দ্দারগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দারের অসদ্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করেন। এখানে লৌহ পাওয়া যায়।

২ উক্ত ভূভাগের প্রধান গ্রাম। এখানে সর্দ্দারের আবাস-বাটী ও একটী দুর্গ আছে।

বিজৌলী, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুত সামন্ত বাস করেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ৭৬ খানি গ্রাম আছে।

বিজ্‌না, বুন্দেলখণ্ডের অষ্টভাই জায়গীরের মধ্যে একটী জায়গীর। ভূ-পরিমাণে ২৭ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এই স্থান তেহরী ও উর্চ্ছা রাজগণের অধিকারে ছিল। এই স্থানের অষ্ট ভাই নাম হইবার কারণ এই যে, দেওয়ান রায়সিংহ বড়াগাঁও জায়গীর তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এখানকার বর্ত্তমান জায়গীরদার মুকুন্দসিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইহার সৈন্য-সংখ্যা ১৫টী কামান, ৫০ অশ্বারোহী ও ৫৩০ পদাতি।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর, অক্ষা° ২৫°২৭´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫´১৫´´ পূঃ।

বিজ্‌নী, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটী পূর্ব্বদ্বার। ভূ-পরিমাণ ৩৭৪½ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত। এখানকার রাজগণ কোচবিহার-রাজবংশাব-তংস বলিয়া পরিচয় দেন।

২ উক্ত দ্বারের প্রধান নগর। দলানী নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪৭´ ৪০´´ পূঃ।

বিজ্‌লী, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশস্থান পর্ব্বতে ও জঙ্গলে আবৃত। এখানকার দরেকশা গিরিপথের নিকট কছগড় নামে একটী গুহা আছে। কুয়ারদাস ও বঞ্জারা নদীতীরবর্ত্তী স্থান মনোহর দৃশ্যে পূর্ণ। নাগপুর ও ছত্রিশগড়-ষ্টেট্ রেলওয়ে দরেকশা পর্ব্বতের টানেল দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বিট, আক্রোশ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ বেটতি। লোট্ বেটতু। লিট্ বিবেট। লুঙ্ অবেটীৎ।

বিটক (পুং) পিটক। অমরকোষে পিটকের পাঠান্তর বিটক।

বিড় (দেশজ) ১ বিট। ২ পাণ।

বিড়্ বিড়্ (দেশজ) অস্পষ্ট কথা বলা।

বিড়া (দেশজ) ১ পাণ। ২ খড় পাকান। ৩ পাণের গোছা।

বিতারিখ (পারসী) নির্দ্দিষ্ট তারিখ।

বিদল (ক্লী) বিঘট্টিতং দলং যস্য। ১ দ্বিধাকৃত কলায়াদি। চলিত ডাল। ২ স্বর্ণাদির অবয়ব। ৩ দাড়িম্ব কল্ক। ৪ বংশাদিকৃত পাত্রবিশেষ। (পুং) বিঘট্টিতানি দলানি যস্য। ৫ রক্তকাঞ্চন। (শব্দরত্না°) ৬ পিষ্টক। (শব্দচ°)

বিদলকারী (স্ত্রী) ধংশবিদারিণী, বংশপত্রকারিণী। (মহীধর)

বিদলসংহিত (ত্রি) অর্দ্ধাংশযুক্ত। "বিদলসংহিত ইব বৈ পুরুষঃ" (ঐতরেয়ব্রা° ৪।২২)

বিদলা (স্ত্রী) বিঘট্টিতানি দলানি যস্যাঃ। ১ ত্রিবৃৎ। (রাজনি°) ২ পত্রশূন্যা। "বিশীর্ণা বিদলা হ্রস্বা বক্রা স্থূলা দ্বিধাকৃতা। কৃমিদষ্টা চ দীর্ঘা চ সমিধো নৈব কারয়েৎ॥" (তন্ত্র)

বিন্দবি (পুং) বিদি অবয়বে বাহু° অবি। বিন্দু, অংশ।

বিন্দবীয় (ত্রি) বিন্দবি গর্হাদিত্বাৎ ছ। (পা ৪।২।১৮৮) বিন্দু-সম্বন্ধীয়, অংশসম্বন্ধীয়।

বিন্দু (পুং) বিদি-উ। ১ অল্প অংশ। (অমর) ২ রাজভেদ। ৩ রেখাগণিত প্রসিদ্ধ স্থূলত্বদৈর্ঘ্যহীন লক্ষ্যযোগ্য পদার্থ। ৪ যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই। (Point) ৫ সাহিত্যদর্পণোক্ত অর্থপ্রকৃতিভেদ।

"বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরীকার্য্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি॥"(সাহিত্যদ° ৬।৩১৭)

নাটকে বীজ, বিন্দু, পতাকা প্রভৃতির বর্ণন করিতে হয়। ইহার লক্ষণ—

"অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।" (সাহিত্যদ° ৬।৩১৯)

৬ অনুস্বারসূচক রেখাভেদ। "বিন্দুদ্বিবিন্দুমাত্রৌ" (মুগ্ধবোধ) ৭ শারদাতিলকোক্ত নাদজন্য ক্রিয়াপ্রাধান্য লক্ষণ চিচ্ছক্তির অবস্থাভেদ।

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" (শারদাতিলক)

সচ্চিদানন্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। ৮ বীজভেদ।

"বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজ-শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।

সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ ॥" (শারদাতিলক)
৯ রসপদ্ধতিপ্রণেতা।

বিন্দুক (পুং) চিহ্ন, ফোঁটা।

বিন্দুকিত (ত্রি) বিন্দু দ্বারা আবৃত।

বিন্দুঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। (শাঙ্গর্ধরসংহি° ২।৯।১১)

বিন্দুচিত (পুং) রোহিষ মৃগবিশেষ।

বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুরূপং চিত্রমস্য কপ্। মৃগভেদ।

বিন্দুজাল (ক্লী) বিন্দুনাং জালং। ১ বিন্দুসমূহ। ২ হস্তিশুণ্ডো-পরিস্থিত বিন্দুসমূহ। (হেম) সংজ্ঞায়াং কন্। বিন্দুজালক গজ-সম্মুখাদিস্থ তৎসমূহ পদ্মক। (অমর)

বিন্দুতন্ত্র (পুং) ১ শারীফলক। ২ চতুরঙ্গ ক্রীড়ন। (মেদিনী) ৩ পাশক। (হারাবলী)

বিন্দুতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, বিন্দুসরোবর।

বিন্দুদেব (পুং) বৌদ্ধদেবতাভেদ। শিবের নামান্তর।

বিন্দুনাথ (পুং) হটযোগবিদ্যাপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ।

বিন্দুপত্র (পুং) বিন্দুঃ পত্রে যস্য। ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বিন্দুফল (ক্লী) মুক্তা বিশেষ।

বিন্দুমৎ (ত্রি) ১ বিন্দুযুক্ত। ২ বিন্দুর ন্যায় আকারপ্রাপ্ত। (ঐত°ব্রা° ৫।২৯) (স্ত্রী) ৩ শাঙ্গর্ধরপদ্ধতি-লিখিত কতকগুলি চরণ। ৪ মরীচিপত্নী বিন্দুমতের মাতা। ৫ মান্ধাতাপত্নী, রাজা শশবিন্দুর কন্যা।

বিন্দুমাধব (পুং) ১ বিষ্ণুর নামান্তর। ২ কাশীস্থিত বেণীমাধব।

বিন্দুরক (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

বিন্দুরেখক (পুং) বিন্দুবিশিষ্টা রেখা যত্র, কন্। পক্ষিভেদ।

বিন্দুরেখা (স্ত্রী) বিন্দুসম্বলিত রেখা। (Dotline) ২ রাজা চণ্ডবিক্রমের কন্যা। (কথাস° ২৬।১৭৭)

বিন্দুবাসর (পুং) বিন্দুপাতস্য বাসরঃ। গর্ভে সন্তানোৎপত্তি-কারক শুক্রপাতদিন, যে দিন প্রথম গর্ভসঞ্চার হয়।

বিন্দুসরস্ (পুং) বিন্দুনামকং সরঃ। সরোবরবিশেষ। এই সরোবর অতি পবিত্র এবং পাপনাশক। মহাভারতে লিখিত আছে—কৈলাসের উত্তর মৈনাকপর্ব্বত সন্নিধানে হিরণ্যশৃঙ্গ নামে মণিময় একটী পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতে রমণীয় বিন্দুসরোবর। এই সরোবরতীরে ভগীরথ গঙ্গাদর্শনের জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রও এইখানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ময়দানব যখন যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করেন, তখন এইস্থান হইতেই রত্নাদি সংগ্রহ করেন। (ভারত সভাপ° ৩ অঃ) মৎস্যপুরাণে ১২০ অধ্যায়ে এই সরোবরের বর্ণনা আছে।

বিন্দুসার (পুং) চন্দ্রগুপ্তপুত্র নৃপতিভেদ। [চন্দ্রগুপ্ত ও প্রিয়দর্শী দেখ।]

বিন্দুসেন (পুং) রাজা ক্ষত্রৌজসের পুত্র।

বিন্দুহ্রদ (পুং) বিন্দুসরোবর।

বিভিৎসা (স্ত্রী) ভেদ করিবার বলবতী ইচ্ছা।

বিভিৎসু (ত্রি) ধ্বংস বা নাশ করিতে ইচ্ছুক।

বিভক্ষয়িষু (ত্রি) ভোজনেচ্ছু, ভোজনে পটু। (মার্ক°পু° ৮।১৫০)

বিভ্রক্ষু (ত্রি) দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক।
"দেহং বিভ্রক্ষুরত্রাগ্নৌ" (ভট্টি ৫।৫৭)

বিব্বোক (পুং) স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজা ক্রিয়া। অভিমত বস্তু প্রাপ্তিতে গর্ব্বহেতু অনাদর এবং সাপরাধের সংযমন ও তাড়ন।

বিম্ব (ক্লী) বী গত্যাদিষু (উল্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ইতি-বন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ প্রতিবিম্ব, দর্পণাদিতে ভাস-মান প্রতিবিম্বাশ্রয়। ২ কমণ্ডলু। (উজ্জ্বল) ৩ মূর্ত্তি।
"প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাং।
আদায়ান্তর্দধাৎ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥" (ভাগ° ৩।২।১১)
৪ বিম্বিকাফল। চলিত তেলাকুচাফল, ইহার পর্য্যায়—তুন্দিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী, ওষ্ঠী, বিম্বী, বিম্বা বিম্বক, বিম্বজা। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, ব্রণ, হৃল্লাস ও কুষ্ঠনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশ মতে—শীতল, গুরু, পিত্ত, অস্র ও বাতনাশক, রুচিকর এবং আধ্মান-কারক। (ক্লী) ৫ সূর্য্যচন্দ্র-মণ্ডল।
"ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তং।" (মার্ক° পু° ৮৪।১১)
৬ মণ্ডলমাত্র।
"নিতম্ববিম্বৈঃ সুদুকূলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ ॥"
(ঋতুসংহার ১।৪)
(পুং) ৭ কৃকলাস। (মেদিনী)

বিম্বক (ক্লী) বিম্ব-স্বার্থে কন্। ১ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল। ২ বিম্বিকা-ফল। (শব্দরত্না°) ৩ সঞ্চক, চলিত সাঁচ।
"বিধির্বিধত্তে বিধিনা বধূনাং কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন।"
(নৈষধ ২২।৪৭)
'কাঞ্চনস্য সঞ্চকেন বিম্বকেন' (নারায়ণী টীকা)

বিম্বকি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাস° ৯০।৮৮)

বিম্বজা (স্ত্রী) বিম্বং ফলং জায়তেঽস্যামিতি জন-ড। বিম্বিকা।

বিম্বট (পুং) সর্ষপ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বিম্বর, উচ্চ সংখ্যা।

বিম্বসার (পুং) বিম্বিসার নরপতি। [বিম্বিসার দেখ।]

বিম্বা (স্ত্রী) বিম্বং ফলমস্ত্যস্যামিতি বিম্ব-অচ্-টাপ্। বিম্বিকা।

বিম্বিকা (স্ত্রী) ১ বিম্ব। ২ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল। (শব্দরত্না°)

বিম্বিত (ত্রি) বিম্ব-তারকাদিত্বাদিতচ্। প্রতিবিম্বযুক্ত।

"খড়্গান্ত বিম্বিতার্কস্ত ভাভির্দ্যোতিতকুণ্ডলং।"(রাজতর° ৫।৩৫৩)

বিম্বিন্ (ত্রি) বিম্ব সম্বন্ধীয়।

বিম্বিসার (পুং) জনৈক প্রাচীন রাজা। অজাতশত্রুর পিতা। বুদ্ধের সমসাময়িক। প্রবাদ ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে শাক্য বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। [বুদ্ধ দেখ।]

বিম্বী (স্ত্রী) বিম্ব-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বিম্বিকা।

"কাকাদনীং চিত্রফলাং বিম্বীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েৎ।" (সুশ্রুত)

বিম্বু (স্ত্রী) গুবাক।

বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ (ত্রি) বিম্ব-ওষ্ঠ 'ওষ্ঠোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা' ইতি পাক্ষিকোঽকারলোপঃ, বিম্বে ইব ওষ্ঠৌ যস্ত। যাহার ওষ্ঠ বিম্বফলের স্থায়। সমাস বিষয়ে বিম্ব + ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হইয়া 'বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ' এই দুই পদই হইবে।

বিল, ভেদন। চুরাদি উভয় পক্ষে তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বেলয়তি-তে। লোট্ বেলয়তু-তাং। লিট্ বেলয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবীবিলৎ-ত। তুদাদিপক্ষে লট্-বিলতি। লোট্-বিলতু। লিট্ বিবেল। লুঙ্ অবেলীৎ।

বিল (ক্লী) বিল-ক। ছিদ্র।

'পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্ব্বে সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ।
বিলেন তেন নির্গত্য জগ্মুর্দ্রুতমলক্ষিতাঃ॥" (ভারত ১।১৪৯।১৭)

২ গুহা। (পুং) ৩ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। (মেদিনী) ৪ বেতস। (শব্দচন্দ্রিকা)

বিলকারিন্ (পুং) বিলং করোতীতি কৃ-ণিনি। মূষক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ গর্ত্তকারক।

বিলধাবন (ত্রি) যোনিকপাট-প্রক্ষালন। (তৈত্তিস° ৭।৪।১৯।১)

বিলবাস (পুং) বিলে বাসোঽস্ত। জাহক জন্তু। (রাজনি°)

বিলবাসিন্ (পুং) বিলে বসতি বস-ণিনি। ১ সর্প। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ গর্ত্তবাসী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। অলুক্ সমাস হইলে 'বিলেবাসিন্' এইরূপ পদ হইবে।

বিলশয় (পুং) বিলে শেতে ইতি শী-অচ্। ১ সর্প। (ত্রি) ২ বিলবাসী।

"সকৃদুৎস্বজ্য তং নাদং ত্রাসয়ানো মৃগদ্বিজান্।
মানুষং বচনং প্রাহ ধৃষ্টো বিলশয়ো মহান্॥" (ভারত ১৪।৯০।৬)

বিলশয়িন্ (পুং) বিল-শী-ণিনি। বিলশয়।

বিলেশয়, জনৈক যোগাচার্য্য। হঠপ্রদীপিকায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিলেশয় (পুং স্ত্রী) বিলে শেতে শী-অচ্, অলুক্সমাসঃ। ১ সর্প। ২ মূষিক। ২ গোধা। ৪ শশ। ৫ শল্লকী।

"গোধাশশভুজঙ্গাখুশল্লক্যাদ্যাবিলেশয়াঃ।
বিলেশয়া বাতহরা মধুরা রসপাকয়োঃ।
বৃংহণা বদ্ধবিণ্মূত্রঃ বীর্য্যোষ্ণা অপি কীর্ত্তিতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

বিলাই (দেশজ) দান করণ।

বিলাৎ (আরবী) ১ বাকি। ২ বিদেশ, ভিন্ন দেশ। ৩ য়ুরোপ ও ইংলণ্ড দেশ সাধারণতঃ বিলাত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

বিলাতী (আরবী) ১ বিদেশভব। ২ ইংলণ্ড বা য়ুরোপে উৎপন্ন।

বিলাতী আনারস (দেশজ) উদ্ভিদ্‌ভেদ।

বিলাতী আলু (দেশজ) আলুবিশেষ।

বিলাতীমেন্দি (দেশজ) মেন্দিভেদ।

বিলান (দেশজ) বিতরণ করণ। ছড়ান, দানকরণ।

বিলেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। এখানে বিল্বেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে।

বিলোকস্ (ত্রি) বিলং ওকঃ স্থানং যস্ত। বিলবাসী।

বিল্ম (ক্লী) বিল-বাহু° মন্। ১ ভাসন। (ঋক্ ২।৩৫।১২) ২ শিরস্ত্রাণ। (শুক্ল যজু° :৫।৩৫)

বিল্মিন্ (ত্রি) বিল-মিন্। ১ বিলযুক্ত। (পুং) ২ রুদ্রভেদ।

বিল্ল (ক্লী) বিলং লাতি-লা-ক। ১ আলবাল। (ত্রিকা°) ২ হিঙ্গু। (শব্দচ°)

বিল্লমূলা (স্ত্রী) বিল্লমিব মূলং যস্তাঃ। বারাহীকন্দ। (শব্দচন্দ্রি°)

বিল্লসূ (স্ত্রী) প্রসূতদশপুত্রা। যে স্ত্রী দশটী পুত্র প্রসব করিয়াছে।

'সপ্তপুত্রপ্রসূতায়াং সপ্তসূঃ সুতবস্করা।
বিল্লসূর্দ্দশপুত্রা স্যাদেকাধিকা তু রুদ্রসূঃ॥' (শব্দরত্না°)

বিল্ব (পুং) বিল-ভেদনে উল্বাদয়শ্চেতি সাধুঃ। ফলবৃক্ষবিশেষ। চলিত বেলগাছ। পর্য্যায়—শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর, শ্রীফল, মহাকপিত্থ, গোহরীতকী, পূতিবাত, অতিমঙ্গল্য, মহাফল, শল্য, হৃদ্যগন্ধ, শালাটু, কর্কটাহ্ব, শৈলপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লক্ষ্মীফল, দুরারুহ, ত্রিশাখপত্র, ত্রিশিখ, শিবদ্রুম, সদাফল, সত্যফল, সুভূতিক, সমীরসার। ইহার ফলগুণ—মধুর, হৃদ্য, কষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, জ্বর ও অতিসারনাশক; রুচিকারক, দীপন। ইহার মূলগুণ—ত্রিদোষঘ্ন, মধুর, লঘু ও বমননিবারক। ইহার কোমলফলগুণ—স্নিগ্ধ, গুরু, সংগ্রাহক ও দীপন। পক্কফলগুণ—মধুর, গুরু, কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, সংগ্রাহক ও ত্রিদোষনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে বালবিল্বকে—বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেষিকা বলে। ইহা ধারক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ ও শূলনাশক। মতান্তরে ধারক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, কটুকষায়, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফনাশক। পাকাবেল—গুরু, ত্রিদোষজনক, দুষ্পাচ্য, বাহ্যবায়ু-সুগন্ধিকারক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধুররস এবং মন্দাগ্নিজনক। ফলের মধ্যে সুপক্ব ফলই বিশিষ্ট গুণদায়ক হয়; কিন্তু বিল্বের তাহা নহে, ইহার

কাচা ফলই বিশিষ্ট গুণদায়ক। দ্রাক্ষা, বিল্ব ও হরিতকী প্রভৃতির ফল শুষ্কেই গুণাধিক্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্রং)

বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—কমলা প্রতিদিন সহস্রপদ্মদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতেন। একদা সহস্রপুষ্প ২।৩ বার গণনা করিয়া পূজার সময় দেখিলেন দুইটী পদ্ম কম হইয়াছে। তখন লক্ষ্মী নিতান্ত কাতর হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু আমার স্তনদ্বয়কে পদ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, অতএব এই স্তন-পদ্ম কর্ত্তন করিয়া মহাদেবের পূজা সমাপন করি। তিনি ইহাই স্থির করিয়া অস্ত্রদ্বারা প্রথমে বামস্তন ছেদন করিয়া মহাদেবের মস্তকে প্রদান করিলেন। যখন কমলা দক্ষিণস্তন কাটিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাদেব স্বয়ং স্বর্ণলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, তোমার দ্বিতীয়স্তন ছেদন করিবার আবশ্যক নাই। আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার যে ছিন্ন স্তন মদীয় লিঙ্গোপরি সমর্পিত হইয়াছে, উহা অবনী-তলে শ্রীফল নামে পুণ্যপ্রদ বৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন হউক। শ্রীফল বৃক্ষই তোমার মূর্ত্তিমতী ভক্তিতুল্য জানিবে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন তোমার এই কীর্ত্তি থাকিবে। এই বৃক্ষ আমার অতিশয় প্রিয় হইবে। এই বৃক্ষপত্র ব্যতীত কখন আমার পূজা হইবে না। লক্ষ্মী ইহা শুনিয়া নিতান্ত প্রীতা হইলেন।

বৈশাখমাসের শুক্লাতৃতীয়ার দিন বিল্ববৃক্ষের আবির্ভাব হয়। শ্রীফলবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দেবপত্নীরা সকলে তথায় সমাগত হইলেন। তখন সকলে দেখিলেন, এই বৃক্ষ স্নিগ্ধ, শিবস্বরূপ ও স্বীয়তেজে দেদীপ্যমান। ঐ বৃক্ষ ত্রিপত্রে পরিশোভিত।

ভগবান্ বিষ্ণু তখন কহিলেন, এই বৃক্ষের বিল্ব, মালূর, শ্রীফল, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রদ, দেবাবাস, তীর্থপদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, বর, ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, সংযমী ও শ্রাদ্ধদেবক, এই একবিংশ নাম হইল। এই বৃক্ষের মূলদেশ হইতে শতধনু-পরিমিত স্থান পরম-তীর্থস্বরূপ। ঐ বৃক্ষের তিনটী পত্র তিনটী তীর্থতুল্য। ঊর্দ্ধপত্র শিব, বামপত্র ব্রহ্মা এবং দক্ষিণপত্র সাক্ষাৎ বিষ্ণু। বিল্ববৃক্ষের ছায়া বা পত্র লঙ্ঘন ও পাদদ্বারা স্পর্শকরা বিধেয় নহে। এই বৃক্ষ-লঙ্ঘনে পরমায়ুর হ্রাস এবং পাদস্পর্শে শ্রীহরণ হইয়া থাকে। সহস্র পদ্মপুষ্পে পূজা করিলে যে ফল হয়, একটী বিল্বপত্রদ্বারা পূজায় তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। তুলসীপত্রের ন্যায় বিল্ব-পত্র চয়নের সময় মন্ত্রপড়িয়া পত্র তুলিতে হয়।

বিল্বপত্র তুলিবার মন্ত্র—

"পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফলপ্রভো।
মহেশপূজনার্থায় তৎপত্রাণি চিনোম্যহং॥"

এই মন্ত্রে বিল্বপত্র তুলিয়া পরে বিল্ববৃক্ষকে প্রণাম করিতে হইবে। প্রণামমন্ত্র—

"ওঁ নমো বিল্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে।
সফলানি সমাঙ্গানি কুরুষ্ব শিবহর্ষদ॥"

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বৃক্ষের মূলদেশে চারিদিকে দশহস্ত পরিমিত স্থান সগোময়জলে মার্জ্জন করিতে হয়। পক্ষান্ত অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সায়ংকাল ও মধ্যাহ্নকাল এই সকল সময়ে বিল্বপত্র চয়ন করিতে নাই। শাখা ভগ্ন করা অথবা বৃক্ষে আরোহণ করা উচিত নহে, বরং বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পত্র চয়ন করিবে, তথাপি শাখা ভগ্ন করিবে না। রমণীয়, অখণ্ডিত বা খণ্ডিত সকলপ্রকার পত্রেই শিবের অর্চ্চনা হইতে পারে। ৬ মাসের পর বিল্বপত্র পর্য্যুষিত হয়। সূর্য্য ও গণেশ ভিন্ন সকল দেবতাকেই বিল্বপত্রদ্বারা পূজা করা যায়। যেস্থানে বিল্বকানন আছে, সেইস্থান বারাণসী তুল্য পবিত্র। বাটীর ঈশানকোণে বিল্ববৃক্ষ পুতিলে বিপদের আর সম্ভাবনা থাকে না। বাটীর পূর্ব্বদিকে বিল্ববৃক্ষ থাকিলে সুখ, দক্ষিণে শমনভয়নাশ এবং পশ্চিমে প্রজালাভ হইয়া থাকে। শ্মশান, নদীতীর, প্রান্তর ও বনমধ্য, এই সকল স্থানে বিল্ববৃক্ষ থাকিলে তাহা পীঠস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

বাটীর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিল্ববৃক্ষ রোপণ করিতে নাই। যদি দৈবাৎ সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শিবজ্ঞানে তাহার অর্চ্চনা করিবে। বিল্ববৃক্ষ ছেদন বা তাহার কাষ্ঠ দহন করিতে নাই। ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন কারণে বিল্ববৃক্ষ বিক্রয় করিলে তাহাকে পতিত হইতে হয়। বিল্বকাষ্ঠ-ঘর্ষিত চন্দন মস্তকে ধারণ করিলে নরকভয় থাকে না। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারিমাসে বিল্ববৃক্ষে জলসেক করা বিধেয়। (বৃহদ্ধর্ম্মপুং ৯-১১ অঃ)

বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে, গোরূপধারিণী লক্ষ্মী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলে তাহার গোময় হইতে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি হয়।

"ভূগোলক্ষ্মীশ্চ যা ধেনু গোরূপা সা গতা মহীম্।
তদ্গোময়ভবো বিল্বঃ শ্রীশ্চ তস্মাদজায়ত॥" (বহ্নিপুং)

এই বৃক্ষে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন। এইজন্য ইহার নাম শ্রীবৃক্ষ। *

* "যজ্ঞানাং চেহ সংতুষ্ট্যৈ যথা হবিষ্যস্তু চ।
গোময়ো রোচনা ক্ষীরং মূত্রং দধি ঘৃতং গবাং।
ষড়ঙ্গানি পবিত্রাণি তথা সিদ্ধিকরাণি চ।

তন্ত্রমতে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্ণু-বনিতা লক্ষ্মী পৃথিবীতে বিল্ববৃক্ষরূপে উৎপন্ন হন। কারণ বিষ্ণু সরস্বতীকে অতিশয় ভালবাসিতেন; এইজন্য লক্ষ্মী মহাদেবের উদ্দেশে বহুবৎসর ধরিয়া ঘোরতর তপস্যা করেন। ইহাতেও মহাদেবের প্রীতি না হওয়ায় তিনি বৃক্ষরূপে পরিণত, হন, শেষে এই বৃক্ষ বিল্ববৃক্ষ নামে খ্যাত হয়। মহাদেব এই বৃক্ষে সর্ব্বদা বাস করেন।

"কথং সা বিষ্ণুবনিতা বিল্ববৃক্ষো বভূব হ।
জ্যোতীরূপং মদংশং প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা॥" ইত্যাদি।
(যোগিনীতন্ত্র পূর্ব্বখণ্ড ৫ পটল)

বিল্ববৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হয়।

"বিল্ববৃক্ষস্তথা দেবী ভগবান্ শঙ্করঃ স্বয়ং।
বিল্ববৃক্ষতলে স্থিত্বা যদি প্রাণাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিং তস্য তীর্থকোটিভিঃ।"
(পুরশ্চরণোল্লাস ১০ পটল)

দেবপূজায় বিল্বপত্র দিবার সময় অধোমুখে দিতে হয়।

"পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং নেষ্টমধোমুখম্।
যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রাণ্যধোমুখম্॥"
(মাতৃকাতন্ত্র ৫৫ পটল)

বিল্বপত্র ব্যতীত শক্তিপূজাদি হয় না।

[শ্রীফল ও বিল্ববৃক্ষ দেখ।]

বিল্বক (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (ভারত অনু° ২৫ অঃ) ২ নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৩৫ অঃ) ৩ পীঠস্থানভেদ। (দেবীভাগ° ৭।৩০ অঃ)

বিল্বকাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। 'বিল্বাদিভ্যশ্ছস্য লুক্' পাণিনির এই সূত্রোক্ত ছ প্রত্যয়-নিমিত্ত শব্দগণ। যথা— বিল্ব, বেণু, বেত্র, বেতস, ইক্ষু, কাষ্ঠ, কপোত, তৃণ, ক্রুঞ্চা, তক্ষন্। (পাণিনি)

বিল্বকীয় (ত্রি) বিল্বাঃ সন্তি যস্যাং নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্ চ। বিল্বযুক্ত ভূমি।

বিল্বজ (ত্রি) বিল্বাৎ জায়তে জন-ড। মালূরজাত, বিল্বজাতমাত্র।

বিল্বজা (স্ত্রী) শালিধান্যবিশেষ।

"বিল্বজা মাগধী পীতা সামান্যাস্তা গুণাগুণৈঃ।" (অত্রিস° ১৫ অঃ)

বিল্বতেজস্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৫৭ অঃ)

বিল্বতৈল (ক্লী) কর্ণরোগোক্ত তৈলৌষধভেদ।

প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের ও ১ সের বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণ করিয়া কল্ক দিতে হইবে। বাধির্য্যরোগে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নষ্ট হয়।

অন্যবিধ—তিলতৈল ১ সের, ছাগীদুগ্ধ ৪ সের, কল্ক বেলশুঁঠা ২ পল। পরে যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতায় ইহা কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° কর্ণরোগাধি°)

বিল্বনাথ (পুং) একজন হটযোগাচার্য্য।

বিল্বপত্র (ক্লী) বিল্বস্য পত্রং। মালূরপত্র, চলিত বেলপাতা।

[বিল্ব ও বিল্ববৃক্ষ দেখ।]

বিল্বপত্রিকা (স্ত্রী) বিল্বকস্থিতা দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিভেদ।

বিল্বপান্তর (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অঃ)

বিল্বপেষিকা (স্ত্রী) বিল্বস্য পেষিকা। শুষ্কবিল্বখণ্ড, চলিত বেলশুঁঠা।

"কফবাতামশূলঘ্নী গ্রহণীবিল্বপোষিকা।" (রাজনি°)

বিল্বমঙ্গলঠাকুর, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার। কৃষ্ণবেধানদীতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং লাম্পট্যদোষে দূষিত হন। ঐ নদীর অপর পারে চিন্তামণি নামে এক বেশ্যা বাস করিত। তিনি দিবারজনী তাহাতে আসক্ত থাকিয়া প্রেমচর্য্যা করিতেন। এই প্রেমস্রোত একদিন তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শনে লইয়া গিয়াছিল।

একদিন কথাচ্ছলে ঐ বেশ্যা জানিল যে, কল্য বিল্বমঙ্গল মৃতাহ তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন; সুতরাং এদিনে তাঁহার নদীপার হওয়া অসঙ্গত জানিয়া তাঁহাকে রাত্রিতে নদীপার হইতে নিষেধ করিয়া দিল। এদিকে গৃহকর্ম্ম সমাপনের পর বিল্বমঙ্গল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চিন্তামণির-দর্শনলালসায় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ঘোর মেঘ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত ও বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, তিনি এসম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নদীতীরে ভেলার অন্বেষণে উপস্থিত হইলেন। বাত্যাবিতাড়িত জলরাশি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে, চারিদিকেই উত্তালতরঙ্গ উঠিয়া নদীবক্ষকে বিভীষিকাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গল এরূপ অসময়েও স্থির থাকিতে না পারিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলবেগে কখন ডুবিয়া কখন বা ভাসিয়া যাইতে যাইতে কাষ্ঠভ্রমে তিনি একটী গলিতা শব আশ্রয় করিলেন এবং নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই বেশ্যাগৃহসম্মুখে উপনীত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, দ্বারবদ্ধ

উত্থিতো বিল্ববৃক্ষস্তু গোময়ান্ মুনিসত্তম।
তত্রাসৌ বসতে লক্ষ্মীঃ শ্রীবৃক্ষস্তে ন চোচ্যতে॥"
(বহ্নিপু° বৈষ্ণবধর্ম্মে শুদ্ধিব্রত নামাধ্যায়)

দেখিয়া তিনি গৃহপ্রবেশের চেষ্টায় বাটীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রাচীরগর্ত্তে সর্পপুচ্ছ বিলম্বিত দেখিয়া তিনি রজ্জুজ্ঞানে তাহাই ধরিয়া প্রাচীরে উঠিলেন ও তথা হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভিতরের আঙ্গিনায় পড়িলেন। শব্দ শ্রবণমাত্র চিন্তামণি প্রভৃতি বেশ্যাগণ প্রদীপ লইয়া আসিল এবং বিল্বমঙ্গলকে তদবস্থায় দেখিয়া উঠাইয়া আনিল; কিন্তু তদ্গাত্র হইতে শবের পূতিগন্ধ নির্গত হইতে দেখিয়া, সে স্নান করাইয়া দিল ও প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিগতপ্রাণে বিভোর হইয়া আছেন, তিনি স্বরূপ জ্ঞাত না থাকায় সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। তখন সেই বেশ্যা বিল্বমঙ্গলকে তমোমদে উন্মাদ জানিয়া বিস্তর তিরস্কারবাক্যে বলিল—"আমি বেশ্যা, নীচ, অস্পৃশ্য ও নিন্দিত। তুমি ব্রাহ্মণসন্তান; এই প্রেম আমায় না দিয়া যদি তুমি ইহার শতাংশের একাংশও কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইত।"

চিন্তামণির এই ভৎর্সনাবাক্যে বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া দেখা দিল। সেই রাত্রি তিনি কৃষ্ণলীলাগানে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে সোমগিরি নামক জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, বিল্বমঙ্গল তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। একবৎসর গুরুসেবার পর সেই প্রেমবৈরাগী বিশুদ্ধ প্রেমধন প্রাপ্ত হন।' তৎপরে কৃষ্ণদর্শনে মানসিক উৎকণ্ঠা জন্মিলে তিনি বৃন্দাবন গমনে অভিলাষী হইয়া পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবর তীরস্থ বৃক্ষতলায় উপবেশনপূর্ব্বক কৃষ্ণধ্যানে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক বণিক্‌পত্নী ঐ সরোবরে স্নান করিতে আসায় তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল এবং পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ কামাবেশে তাঁহার মন ঈষৎ টলিল। তিনি সেই রূপবতী রমণীর অনুগমন করিলেন। বণিক্‌বণিতা নিজ অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন, সাধু বিল্বমঙ্গলও সেই গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন। বণিক্ উপস্থিত হইয়া সাধুকে দেখিয়া নানা মিষ্টবচনে তুষ্ট করিলেন, সাধু বণিক্‌রমণীর দর্শন প্রার্থনা করিলে বৈষ্ণব প্রীতির জন্য বণিক্ স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়া সেই সুন্দরীকে সুবেশা ও সালঙ্কৃতা করিয়া নির্জ্জনে সাধুর সম্মুখে আনিয়া দিল। তখন সেই সাধু রমণীর রূপ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন—

"রক্তমাংস ক্লেদ বিষ্ঠা মূত্রময় দেহ।
ত্বক্ আচ্ছাদনমাত্র দরশ সুবহ॥"

পরে সেই রমণীর নিকট হইতে সূচীদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেম অনুরাগে অন্ধের মত ধীরে ধীরে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রাধাকৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তিনি যে অমৃতময় গীতে ত্রিভুবন পুলকিত করিয়াছিলেন; তাহাই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশে তাঁহাকে খাওয়াইতেন। একদিন তিনি গোপবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত চাপিয়া ধরিলে বালক হাতে ব্যথা লাগিতেছে বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লন, তাহাতে বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎকৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩।৯৬)

ভক্তপ্রেমে রাধাকৃষ্ণ আর বিল্বমঙ্গলকে বহুদিন ক্লেশ দিতে পারিলেন না। তাঁহারা নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিলেন। অন্ধের নয়ন ফুটিল, তিনি ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মুরলীবদন শ্যামমূর্ত্তি দর্শন করিলেন; পার্শ্বে প্রেমময়ী রাধা—এই যুগলরূপ দেখিয়া তিনি প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়েন। (ভক্তমাল)

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অপর নাম লীলাশুক। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সন্ন্যাসী হইয়া সাধকচূড়ামণি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণবালচরিত, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, গোবিন্দস্তোত্র, বালকৃষ্ণক্রীড়াকাব্য, বিল্বমঙ্গলস্তোত্র ও গোবিন্দদামোদরস্তব নামে কএকখানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বিল্ববন (ক্লী) বিল্বস্য বনং। মালূর সমুদায়। তত্ত্ববিষয়ঃ রাজন্যাদিত্বাৎ বুঞ্। বিল্ববনক-তদ্বিষয়।

বিল্ববন, দাক্ষিণাত্যের মথুরানগরের নিকটবর্ত্তী একটী তীর্থ। বেগবতী নদীতীরে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণান্তর্গত বিল্বারণ্যমাহাত্ম্যে ও শিবপুরাণের বিল্ববনমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিল্ববৃক্ষ, চলিত বেলগাছ (Ægle Marmelos) বিভিন্ন নাম হিন্দী—বেল, শ্রীফল, শ্রীকল; বাঙ্গালা—বেল, বিল্ব; আসামী—বেল, বোম্বাই—বেল, বিল; মরাঠী—বেল, গুজরাটী—বিল, সিন্ধু—বিল, কটোরি; সংস্কৃত—বিল্ব, শ্রীফল, মালুর, বিল্বফল, বিল্ব; আরবী—সফর্জলে হিন্দি, সুল; কোল—লোহগসি; মঘ—ওঁরৎপঙ্গ, তামিল—বিল্বফলম্, তেলগু—মরেড়ু, মালুরম্, বিল্বপণ্ডু, পতির; গোঁড়—মইকা, মহকা, মলয়ালম্—কুবলপ্রজম্, কণাড়ি—বিলপত্রী বা বেলপত্রী, ব্রহ্ম—ওক্ষিৎ, উষিৎবন্; সিঙ্গাপুর—বেলী। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বেলগাছ জন্মে, হিমালয় পর্ব্বতের বনবিভাগের মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে বেলগাছ স্বভাবত উৎপন্ন হয়।

বেলগাছের ছাল কাটিয়া দিলে একপ্রকার আটা বাহির হয়, তাহা কতকাংশে গঁদের ন্যায়। ফলের খোলার মধ্যে বীজশ্রেণী থাকে। প্রত্যেক বেলে বীজ থাকিবার জন্য ১০ হইতে ১৫টী পর্য্যন্ত গহ্বর আছে। এই কোষ মধ্যে বীজগুলি আটায় জড়িত থাকে, তাহা আস্বাদবিহীন ও দ্রব্যাদি জুড়িবার উপযোগী। বেলের আটা চুণ মিশ্রিত করিলে কাচের বাসন জুড়িতে পারা যায়।

কাঁচা বেলের খোলা হইতে একপ্রকার জরদবর্ণ পাওয়া যায়। হরিতকী সহযোগে উহা কেলিকো নামক বস্ত্র রঙ্গ করিতে ব্যবহৃত হয়।

বেলগাছের বহু ভেষজগুণ আছে। কাঁচা ও পাকা ফল, শিকড় পত্র, খোলা প্রভৃতি স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট।

কাঁচাফল—গৃহস্থ মাত্রেই কাঁচাফল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া শুকাইয়া রাখে। উহা আমাদের দেশে বেলশুঁঠা নামে খ্যাত। উহার ধারকতা গুণ আছে। বালক প্রভৃতির অজীর্ণরোগে ইহা গরমজলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ খাওয়ান হয়। ইহা পাকাশয়ের উপযোগী ও সহজেই পরিপাক পায়। কখন কখন গ্রহণীরোগেও এই পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে। আমাশয় প্রভৃতি ঔদরিকরোগে কাঁচাবেল পুড়াইয়া গুড় বা চিনির সহিত খাইলে উপকার দর্শে।

২ পাকাফল—সুমিষ্ট, সদ্গন্ধযুক্ত ও শীতল। গ্রীষ্মের সময়ে তেঁতুল বা দধি ও মিষ্টযোগে বেলের সরবৎ বিশেষ সুখপেয় হয়। উহা হৃদ্য, বলকর ও সারক। প্রাতে বরফযোগে বেলের সরবৎ পান করিলে উদরাময় রোগ আরোগ্য হয়। পাকাবেল অল্প মিষ্ট দিয়া খাইলে পেট আটিয়া যায়। দীর্ঘাজীর্ণ বা আমাশয়জনিত দৌর্ব্বল্যে য়ুরোপীয়গণ বেলমার্মালেড (Bel-marmalade) প্রস্তুত করিয়া প্রাতে সেবন করে।

৩ বেলের শিকড়—ইহার ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। দীর্ঘকালস্থায়ী কোষ্টবদ্ধতারোগে শিকড়ের ছাল ১ ঔন্স ১০ ঔন্স গরমজলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার ১ বা ২ ঔন্স সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। চিত্তোন্মাদতা (Hypochondriasis) ও হৃদ্‌রোগে (palpitation of the heart) ইহা উপকারী। বৈদ্যক দশমূল-পাচনে বেলের শিকড় আছে। বেলের শিকড় সাপের মাথায় ঠেকাইলে চক্র নাবিয়া যায়। সর্পদষ্ট স্থানে বেড়ের শিকড় লাগাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৪ পত্র—বেলপাতা ছেঁচিয়া সেই রস স্বল্পজ্বরে খাওয়াইলে সামান্য দাস্ত হয় ও জ্বর কমিয়া আইসে। চক্ষুরোগে অথবা গাত্রক্ষতে কখন কখন বেলপাতা বাটিয়া সেইস্থানে কাঁচা পুলটিস্ দিলে যাতনার উপশম হয়। সামান্য জ্বরে বেলপাতার ক্বাথ সেবন করান হইয়া থাকে। বেলপাতায় শিব ও শক্তিপূজার কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

৫ বেলের খোলাও সময় সময় ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

৬ বিল্বপুষ্প হইতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ বেল হইতে তিনটী ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন Extract of Bel, (খ) Liquid Extract of Bel ও (গ) Powder of the pulp। উক্ত ঔষধত্রয়ই উদর ও জ্বররোগে অবস্থাবিশেষে সেবনীয়।

বিল্বা (স্ত্রী) বিল্ব-টাপ্। হিঙ্গুপত্রী। (রাজনি°)

বিল্বাম্রক (ক্লী) রেবাতীরস্থিত একটী তীর্থস্থান।

বিল্বেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ।

বিল্বোদকেশ্বর (পুং) শিবমূর্ত্তিভেদ। হরিবংশে ১৩৬ অধ্যায়ে ইহার আবির্ভাবের বিষয় লিখিত আছে।

বিল্‌হণ (পুং) চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কের সভাস্থ একজন কবি। ইনি বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে তৎকালের অনেক ঐতিহাসিক কথা বর্ণিত আছে। ইনি 'চোর কবি' নামেও খ্যাত।

বিস, ক্ষেপ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্। বিস্যতি। লোট্ বিস্যতু। লিট্ বিবেস। লুঙ্ অবেসীৎ। হরিৎ অবিসৎ।

বিসকণ্ঠিকা (স্ত্রী) বিসমিব কণ্ঠোঽস্যাঃ কপ্। বলাকা।

বিসকণ্ঠিন্ (পুং) বিসমিব কণ্ঠোঽস্ত্যস্য ইনি। বক। (রাজনি°)

বিসকুসুম (ক্লী) বিষস্য কুসুমং। কমল। (রাজনি°)

বিসখা (ত্রি) বিসং মৃণালং খনতি খন-বিট্-ড়া। মৃণালখনন্নকর্ত্তা।

বিসখাদকা (স্ত্রী) বিসাখা, মৃণালখননকারী। ২ বাৎস্যায়নের কামসূত্র-বর্ণিত নাটকভেদ।

বিসগ্রন্থি (পুং) বিসস্য গ্রন্থিঃ। মৃণালগ্রন্থি, ইহা জলে দিলে জলের মলিনতা বিদূরিত হয়। "সপ্তকলুষস্য প্রসাধনানি ভবন্তি। তদ্যথা কনককগোমেদকবিসগ্রন্থিশৈবালমূলবস্ত্রাণি মুক্তামণিশ্চেতি।" (সুশ্রুত)

বিসজ (ক্লী) বিসাজ্জায়তে জন-ড। পদ্ম।

বিসনাভি (পুং) বিসং নাভিরুৎপত্তিস্থানং যস্য। ১ পদ্মিনী। ২ পদ্মসমূহ। (ত্রিকা°)

বিসনালিকা (স্ত্রী) বিসস্য নালিকেব। মৃণাল। (শব্দার্থকল্প°)

বিসনাসিকা (স্ত্রী) ১ বকভেদ।

বিসপ্রসূন (ক্লী) পদ্ম। (অমর)

"জক্ষুর্বিসং ধৃতবিকাসিবিষপ্রসূনাঃ" (মাঘ ৫।২৮)

বিসল (ক্লী) বিসং লাতীতি লা-ক। পল্লব। (ত্রিকা°)

বিসবৎ (ত্রি) বিস-চতুর্থাদিত্বাৎ মতুপ্ মস্ত ব। মৃণালযুক্তাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

বিসবর্ত্ম ন্ (পুং ক্লী) বিসাখ্য নেত্রবর্ত্মগত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—নেত্রের বর্ত্মদেশ ফুলিয়া উঠিয়া জলপূর্ণ-মৃণালের ছিদ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট হইলে বিসবর্ত্ম হয়।

"শূন্যং-যদ্বর্ত্ম বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্বিতম্।
বিসমন্তর্জ্জলইব বিসবর্ত্মেতি তন্মতম্॥" (সুশ্রুত উত্তরত° ৪ অ°)

বিসিনী (স্ত্রী) বিস পুষ্করাদিত্বাৎ ইনি। ১ পদ্মিনী। (অমর) ২ মৃণালাদিযুক্ত দেশ। ৩ তৎসমুদয়।

বিসিল (ত্রি) বিস-কাশ্যাদিত্বাদিল। মৃণালসমীপাদ।

বীজ (ক্লী) বিশেষেণ কার্য্যরূপেণ অপত্যতয়া চ জায়তে 'উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং' ইতি জন-ড, 'অন্যেষামপীতি' উপসর্গস্থ দীর্ঘঃ বা বিশেষণ ঈজতে কুক্ষিং গচ্ছতি শরীরং বা ঈজ-গতিকুৎসনয়োঃ পচাদ্যচ্। ১ কারণ। "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং।" (গীতা ৭।১০) ২ শুক্র।

"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" (মনু ১।৮)

'বীজং শুক্রং' (মেধাতিথি) ৩ শক্তিরূপ।

"যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে॥" (মনু ১০।৭২)

'বীজং শক্তিরূপং' (কুল্লূক) ৪ অঙ্কুর। ৫ তত্ত্বাধান। (মেদিনী) ৬ মজ্জা। (রাজনি°) ৭ গণিতবিশেষ। বীজগণিত। ৮ বৃক্ষাদির অঙ্কুরাধার।

"উৎপাদকং যৎপ্রবদন্তি বুদ্ধেরধিষ্ঠিতং সৎপুরুষেণ সাংখ্যাঃ।
ব্যক্তস্য কৃৎস্নস্য তদেকবীজমব্যক্তমীশং গণিতং চ বন্দে॥"
(সিদ্ধান্তশিরোমণি বীজগণিত ১।১)

৮ দেবতাদিগের মূলমন্ত্রের নাম বীজ। তন্ত্রে প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বীজমন্ত্র লিখিত আছে। অতিসংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

অন্নপূর্ণাবীজ—'হ্রীঁ নমো ভগবতি মহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'। ত্রিপুটাবীজ—'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ'। ত্বরিতাবীজ—'ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রী হুঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্'। নিত্যাবীজ—'ঐঁ ক্লীঁ নিত্যক্লিন্নে মহদ্রবে স্বাহা'। দুর্গাবীজ—'ওঁ হ্রীঁ দুঁং দুর্গায়ৈ নমঃ'। মহিষমর্দ্দিনীবীজ—'ওঁ মহিষমর্দ্দিনি· স্বাহা'। জয়দুর্গাবীজ—'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা'।

শূলিনীবীজ—'জ্বল জ্বল শূলিনি দুষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা' বাগীশ্বরীবীজ—'বদ বদ বাগ্‌বাদিনী স্বাহা'। পারিজাতসরস্বতী বীজ—'ওঁ হ্রীঁ হসৌঁ ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ'। গণেশবীজ—'গঁ'। হেরম্ববীজ—'ওঁ গূঁ নমঃ'। হরিদ্রাগণেশবীজ—'গ্লঁ'। লক্ষ্মীবীজ—শ্রীঁ। মহালক্ষ্মীবীজ—'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্‌সৌঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ'। সূর্য্যবীজ—'ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য'। শ্রীরামবীজ—'রাং রামায় নমঃ জানকীবল্লভায় হুঁ স্বাহা'। বিষ্ণুবীজ—'ওঁ নমো নারায়ণায়'। শ্রীকৃষ্ণবীজ—'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'। বাসুদেববীজ—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'। বালগোপালবীজ—'ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়'। লক্ষ্মীবাসুদেববীজ—'ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ'। দধিবামনের বীজ—'ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা।'

হয়গ্রীবের বীজ—'ওঁ উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথসর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর।
সর্ব্বদেবময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়॥

নৃসিংহবীজ—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥"

নরহরিবীজ—'আঁ হ্রীঁ ক্ষৌং হুং ফট্'। হরিহরবীজ—'ওঁ হ্রীঁ হৌঁ শঙ্করনারায়ণায় নমঃ' হৌঁ হ্রীঁ ওঁ। বরাহবীজ—'ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা।' শিববীজ—'হৌঁ'। মৃত্যুঞ্জয়বীজ—'ওঁ জুঁ সঃ'। দক্ষিণামূর্ত্তিবীজ—'ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা'। চিন্তামণিবীজ—র ক্ষ ম র য ওঁ উঁ। নীলকণ্ঠবীজ—'প্রোঁ নৃীঁ ঠঃ নমঃ শিবায়'। চণ্ডবীজ—'ক্লধ্ব ফট্'। ক্ষেত্রপালবীজ—'ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ'। বটুকভৈরববীজ—'ওঁ হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীঁ।' ত্রিপুরাবীজ—'হসরৈঁ' 'হসকলরীঁ' 'হসরৌঁঃ'। সম্পৎপ্রদাভৈরবীবীজ—হসরৈঁ সহকলরীঁ হসরৌঁ। ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবীবীজ—'হসৈঁ, হসকলরীঁ, হসরৌঁ'। কৌলেশভৈরবীবীজ—'সহরৈঁ, সহকলরীং, সহরৌঁ'। সকল সিদ্ধিদাভৈরবীবীজ—সহৈঁ, সহকলরীঁ, সহৌঁ। চৈতন্যভৈরবীবীজ—সহৈঁ, সকলহ্রীঁ, সহরৌঃ। কামেশ্বরীভৈরবীবীজ—'সহৈঁ, সকলহ্রীঁ, নিত্যক্লিন্নে মহদ্রবে সহরৌঃ'। ষট্‌কূটাভৈরবীবীজ—'ড র ল কসহৈঁ, ড র ল ক স হীঁ, ড র ল ক স হৌঁ'। নিত্যাভৈরবীবীজ—'হ স ক ল র ডৈঁ, হ স ক ল র ডীঁ, হস কলরডৌঁ। রুদ্রভৈরবীবীজ—হসখফরেঁ, হসকলরীঁ হসৌঃ। ভুবনেশ্বরী ভৈরবীবীজ—হসৈঁ, হসকলহ্রীঁ, হসৌঃ। সকলেশ্বরীবীজ—সহৈঁ সহকলহ্রীঁ, সহৌঁ। ত্রিপুরাবালাবীজ—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। নবকূটাবালাবীজ—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। হসৈঃঁ, হসকলরীঁ, হসৌঃ, হসরৈঁ, হসকলরীঁ, হসরৌঃ। অন্নপূর্ণা-ভৈরবীবীজ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

শ্রীবিদ্যাবীজ—ক এ ঈ ল হ্রীঁ। হস ক হ ল হ্রীঁ সকলহ্রীঁ। ছিন্নমস্তাবীজ—শ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা।

শ্যামাবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণেকালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। গুহ্যকালিকাবীজ—

ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গুহ্যেকালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। ভদ্রকালীবীজ—ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।

শ্মশানকালিকাবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্মশান-কালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। মহাকালীবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ মহাকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। তারাবীজ—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্। চণ্ডোগ্রশূল-পাণিবীজ—ওঁ হ্রীঁ হূঁ শিবায় ফট্। মাতঙ্গিনীবীজ—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ মাতঙ্গিন্যৈ ফট্ স্বাহা।

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীবীজ—সুমুখীদেবী, মহাপিশাচিনী হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। ধূমাবতীবীজ—ধূঁ ধূঁ স্বাহা।

ভদ্রকালীবীজ—হৌ কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।

উচ্ছিষ্টগণেশবীজ—ওঁ হস্তিপিশাচি লিখে স্বাহা।

ধনদাবীজ—ধং হ্রীঁ শ্রীঁ দেবি রতিপ্রিয়ে স্বাহা।

শ্মশানকালিকাবীজ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ।

বগলাবীজ—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা।

কর্ণপিশাচীবীজ—ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতশব্দং হ্রীঁ স্বাহা। মঞ্জুঘোষবীজ—ক্রোঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

তারিণীবীজ—ক্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণদেবি হ্রীঁ ক্রীঁ ঐঁ। সার-স্বত বীজ—ঐঁ। কাত্যায়নীবীজ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চৌ চণ্ডিকায় নমঃ। দুর্গাবীজ—দুঁ। বিশালাক্ষীবীজ—ওঁ হ্রীঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ। গৌরীবীজ—হ্রীঁ গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হূঁ ফট্ স্বাহা।

ব্রহ্মশ্রীবীজ—হ্রীঁ নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতেরাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনশঙ্করি সর্ব্বলোকবশঙ্করি সর্ব্বস্ত্রীপুরুষ-বশঙ্করি সুযুদ্ধদুর্ঘোররাবে হ্রীঁ স্বাহা।

ইন্দ্রবীজ—ইং ইন্দ্রায় নমঃ। গরুড়বীজ—ক্ষিপ ওঁ স্বাহা। বিষহরাগ্নিবীজ—থঃ থং। বৃশ্চিকবিষহরবীজ—ওঁ সরহ স্ফুঃ। ওঁ হিলি হিমি চিলি হস্ফুঃ। ওঁ হিলি হিলি চিলি চিলি স্ফুঃ। ব্রহ্মণে ফুঃ। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যস্ফুঃ।

মূষিকবিষহরবীজ—ওঁ গেঁ ঋঁ ঠঁ। ওঁ গঁ গাং ঠঃ।

মূষিকনাশবীজ—ওঁ সরণে ফুঃ অসরণে ফুঃ বিসরণে ফুঃ।

লূতাবিষহরবীজ—ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং জক্কৎ ওঁ স্বাহা গরুড় হুং ফট্।

সর্ব্বকীটবিষহরবীজ—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হুং ফট্ স্বাহা।

সুখপ্রসববীজ (মন্ত্র)—ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্‌গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা।

এই মন্ত্র দুইটার মধ্যে যে কোনটা জলের উপর আটবার জপ করিয়া পরে সেই জল আসন্নপ্রসবাকে পান করাইলে সে অনায়াসে প্রসব করিতে পারে।

আর্দ্রপটীবীজ—ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুকবধায় বিচেতসে স্বাহা'। আর্দ্র-রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমুদ্রগামিনী নদী অথবা উষর ভূমিতে দক্ষিণমুখ হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক যদি এই মন্ত্র ঊর্দ্ধবাহু হইয়া জপ করিতে থাকে, তবে পরিধেয় বস্ত্র শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরও প্রাণ শুষ্ক হইতে থাকে।

হনুমদ্বীজ—হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্।

বীরসাধনবীজ—'হং পবননন্দনায় স্বাহা।'

শ্মশানভৈরবীবীজ—শ্মশানভৈরবি নররুধিরাস্থিবসাভক্ষণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুং ফট্ স্বাহা।

জ্বালামালিনীবীজ—ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণ-পরিবৃতে হূঁ ফট্ স্বাহা'।

মহাকালীবীজ—ফ্রেঁ ফ্রেঁ ক্রোঁ ক্রোঁ পশূন্ গৃহাণ হুং ফট্ স্বাহা।

নিগড়বন্ধনমোক্ষণবীজ (মন্ত্র)—ওঁ নম শ্বতে নিঋর্তে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিব্রেতা বন্ধমেতং যমেন দত্তং তস্ত্যা সংবিদা নোত্তমে নাকে অধোবোহবৈরং।

ত্র্যম্বকবীজ—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

মৃতসঞ্জীবনীবীজ—হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিংপুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ইত্যাদি। (তন্ত্রসার) আকর্ষণাদি যে সকল বীজ আছে তাহা এই স্থলে বাহুল্যভয়ে উক্ত হইল না।

"বীজসঙ্কেতবোধার্থমাহৃত্য তন্ত্রশাস্ত্রতঃ।
বীজনামানি কানিচিৎ বক্ষ্যামি বিদুষাং মুদে॥
মায়া লজ্জা পরা সংবিৎ ত্রিগুণা ভুবনেশ্বরী।
হৃল্লেখা শম্ভুবনিতা শক্তিদেবীশ্বরী শিবা॥" ইত্যাদি।

(প্রাণতোষিণী) প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে—

পরমেশ্বরীর বীজ হ্রীঁ। লক্ষ্মীর বীজ শ্রীঁ। সরস্বতী বীজ ঐঁ। তারার বীজ হুঁ। কালীর বীজ ক্রীঁ। গুপ্তকালী বীজ ক্লীঁ। শিববীজ হোং। অস্ত্রবীজ ফট্। (প্রাণতোষিণী) কালী তারা প্রভৃতি প্রত্যেকের বীজ মন্ত্র আছে। [তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য।]

বীজক (পুং) ১ মাতুলুঙ্গক। (জটাধর) ২ বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী বিজয়াসার। পর্য্যায়—পীতসার, পীতসালক, বন্ধূক পুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক, আসন। ইহার গুণ—কুষ্ঠ, বীসর্প, চিত্রমেহ, গুদ, ক্রিমি, শ্লেষ্মা, অস্র ও পিত্তনাশক, কেশহিতকর ও রসায়ন। (ভাবপ্র°) (ক্লী) ৩ বীজ।

"অক্ষকৈর্ব্বীজকৈশ্চৈব মন্দারৈশ্চোপশোভিতম্।"(হরিবং১৫৫।২০)

বীজকর্তৃ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৭)

বীজকৃৎ (ক্লী) বীজং বীর্য্যং করোতি বর্দ্ধয়তি কৃ-ক্বিপ্ তুক্-চ। বাজীকরণ। (রাজনি°)

বীজকোশ, বীজকোষ (পুং) বীজানাং কোষ আধার ইব। পদ্মবীজাধারচক্রিকা। চলিত ফোঁফল। পর্য্যায়—বরাটক, কর্ণিকা, বারিকুব্জ, শৃঙ্গাটক। (শব্দরত্না°)

বীজক্রিয়া (স্ত্রী) বীজগণিতের নিয়মানুসারে ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্কাদি করা।

বীজগণিত (ক্লী) যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা স্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল যুক্তিসহকারে সংস্থাপিত হয়।

[অন্তস্থ 'ব'য় দেখ।]

বীজগর্ভ (পুং) বীজানি গর্ভে অভ্যন্তরে যস্য। পটোল। (রাজ°)

বীজগুপ্তি (স্ত্রী) বীজানাং গুপ্তির্যত্র। ১ শিম্বী। (রাজনি°) ২ ধান্যাদির খোলা।

বীজত্ব (ক্লী) বীজস্য ভাবঃ ত্ব। বীজের ভাব বা ধর্ম্ম।

বীজদর্শক (পুং) অভিনয়-পরিদর্শক। (Stage-manager)

বীজধানী (স্ত্রী) নদীভেদ।

বীজধান্য (ক্লী) বীজপ্রধানং ধান্যং। ধান্যক। (রাজনি°)

বীজপাদপ (পুং) বীজপ্রধানঃ পাদপঃ। ১ ভল্লাতক। (রাজনি) ২ বীজোৎপন্ন বৃক্ষমাত্র

বীজপুষ্প (ক্লী) বীজপ্রধানং পুষ্পং যস্য। ১ মরুবক। ২ মদনবৃক্ষ।

বীজপুষ্পিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। (Andropogon Saccharatus)

বীজপূর (পুং) বীজানাং পূরঃ সমূহো যত্র। ফলপূর। চলিত টাবানেবু, হিন্দী বিজৌরা। সংস্কৃত পর্য্যায়,—বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, সুকেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, সুপূরক, রুচক, বীজফলক, জন্তুর, দন্তরচ্ছদ, পূরক, রোচনফল। ইহার ফলগুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ, শ্বাস, কাস ও বায়ুনাশক। কণ্ঠশোধনকর, লঘু, হৃদ্য, দীপন, রুচিকারক, পাবন, আধ্মান, গুল্ম, হৃদ্রোগ, প্লীহা ও উদাবর্ত্ত-নাশক। বিবন্ধ, হিক্কা, শূল, ও ছর্দ্দিতে প্রশস্ত। (রাজনি°) ২ তদ্ভেদ, মধুকর্কটী। "বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধু-কর্কটী। মধুকর্কটীকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ॥" (ভাবপ্র°)

বীজপূর্ণ (পুং) বীজেন পূর্ণঃ। ১ ছোলঙ্গ। ২ বীজপূর।

বীজপেশিকা (স্ত্রী) বীজস্য শুক্রস্য পেশিকেব। অণ্ডকোষ।

বীজপ্ররোহিন্ (ত্রি) বীজ হইতে উদ্‌গমনশীল।

বীজফলক (পুং) বীজপ্রধানং ফলং যস্য কন্। বীজপূর।

বীজমতি (স্ত্রী) বীজ স্থিরীকরণে সমর্থ মন। (গণিত)

বীজমন্ত্র (ক্লী) বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট মূলমন্ত্র।

বীজমাতৃকা (স্ত্রী) বীজানাং বীজমন্ত্রানাং মাতেব জপমালাস্থা-দস্যাস্তথাত্বং। পদ্মবীজ।

'পদ্মাক্ষং পদ্মবীজঞ্চ কর্ণিকা বীজমাতৃকা।' (হারাবলী)

বীজমাত্র (ক্লী) ১ বীজ বা বংশরক্ষার উপযোগিতা। ২ ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডল।

বীজরত্ন (পুং) বীজং রত্নমিব যস্য। মাষকলায়। (হেম)

বীজরুহ (ত্রি) বীজাৎ রোহতীতি রুহ ইগুপধাৎ ক। শালি প্রভৃতি।

'কুরণ্ট্যাদ্যা অগ্রবীজা মূলজাস্তূৎপলাদয়ঃ।
পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যাঃ স্কন্দাজাঃ শল্লকী মুখাঃ॥
শাল্যাদয়ো বীজরুহা সংমূর্চ্ছজাস্তৃণাদয়ঃ।
স্যুর্বনস্পতিকা যস্য ঘড়েতে মূলজাতয়ঃ॥' (হেম)

বীজরেচন (ক্লী) বীজং রেচনং রেচকং যস্য। জয়পাল।(রাজনি°)

বীজল (ত্রি) বীজ-(সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি মত্বর্থে লচ্। বীজযুক্ত।

বীজবৎ (ত্রি) বীজ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ ব্রীহ্যাদিযুক্ত বীজ।

"যেহক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং কচিৎ॥" (মনু ৯।৪৯)

বীজবপন (ক্লী) বীজানাং বপনং। ক্ষেত্রে বীজক্ষেপণ। ভূমিতে বীজরোপণ। প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে উত্তম দিন দেখিয়া বীজ বপন করিতে হয়। জ্যোতিষে লিখিত আছে—পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে রিক্তা, অষ্টমী এবং অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতে শুভগ্রহ কেন্দ্রস্থ হইলে স্থিরলগ্নে জন্মলগ্ন এবং মিথুন, তুলা, কন্যা, কুম্ভ ও ধনুর্লগ্নের পূর্ব্বভাগে বীজবপন প্রশস্ত।

"হলপ্রবাহবদ্বীজবপনস্য বিধিঃ স্মৃতঃ।
চিত্রায়াঞ্চ শুভে কেন্দ্রে স্থিরস্বমন্মজোদয়ে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজবপনের দিন প্রাতে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য করিয়া পূর্ব্ব-মুখে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া বীজবপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিং মেধাং শুভে কুরু॥
রোহন্তু সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু।
কর্ষকাস্তু ভবন্ত্বগ্র্যা ধান্যেন চ ধনেন চ স্বাহা॥"

এই মন্ত্রে প্রাজাপত্যতীর্থদ্বারা বীজবপন করিতে হইবে। প্রথম বীজ বপনের পর বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত একত্র ভোজন করিতে হয়। বীজবপন বিষয়ে বৈশাখ মাস শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম এবং তৎপরে অধম।

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং মধ্যমং রোহিণীরবৌ।
অতঃপরস্মিন্নধমং ন জাতু শ্রাবণে শুভম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজবর (পুং) কলায়ভেদ (Phaseolus Radiatus.)

বীজবাপ (পুং) বীজস্য বাপঃ। বীজবপন।

"রবৌ রৌদ্রাদ্যপাদস্থে ভূমেঃ সঞ্জায়তে রজঃ।
তস্মাদ্দিনত্রয়ং তত্র বীজবাপং পরিত্যজেৎ॥" (বীরমিত্রোদয়)

আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর তিনদিন বীজ বপন করিতে নাই।

বীজবাপিন্ (পুং) বীজবপনকারী।

বীজবাহন (ত্রি) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৯)

বীজবৃক্ষ (পুং) বীজাদেব বৃক্ষো যস্য, বীজপ্রধানো বৃক্ষ বা। অসনবৃক্ষ। (রাজনি°)

বীজসঞ্চয় (পুং) বীজানাং সঞ্চয়ঃ। বীজসংগ্রহ, বপনজন্য ধান্যাদি সংগ্রহ। মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বীজ সংগ্রহ করিবে।

"মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি সর্ব্ববীজানি সংগ্রহেৎ।
শোষয়েৎ তাপয়েদ্রৌদ্রে রাত্রৌ চোপনিধাপয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। হস্তা, চিত্রা, অদিতি, স্বাতি, রেবতী ও শ্রবণাদ্বয় এই সকল নক্ষত্রে স্থির লগ্নে বৃহস্পতি, শুক্র এবং বুধবারে বীজসঞ্চয় করিবে। বীজসঞ্চয়ের পর পত্রে করিয়া মন্ত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহাতে মূষিকাদির ভয় নিবারিত হয়।

মন্ত্র—"ধনদায় সর্ব্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্যং স্বাহা।
নমঃ ঈহায়ৈ ঈহাদেবী সর্ব্বলোকবিবর্দ্ধিনী
কামরূপিণি ধান্যং দেহি স্বাহা॥"* (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজসূ (স্ত্রী) বীজানি সূতে ইতি সূ-ক্বিপ্। পৃথ্বী। (হেম)

বীজস্থাপন (ক্লী) বীজানাং স্থাপনং। ধান্যাদিস্থাপন।

বীজহরা (স্ত্রী) }
বীজহারিণী (স্ত্রী) } দুঃসহকন্যা ডাকিনীভেদ।

বীজাকৃত (ত্রি) বীজেন সহকৃতং কৃষ্টমিতি (কৃঞো দ্বিতীয় তৃতীয়শম্ববীজাৎ কৃষৌ। পা ৫।৪।৫৮) ইতি ডাচ্। বীজ-বপনপূর্ব্বক কৃষ্টক্ষেত্র।

বীজাক্ষর (ক্লী) বীজমন্ত্রের আদ্যক্ষর।

বীজাঙ্কুর (পুং) ১ বীজোদ্গত প্রথম অঙ্কুর। ২ বীজ ও অঙ্কুর।

বীজাখ্য (পুং) ১ জৈপালবৃক্ষ। (ক্লী) ২ তদ্বীজ।

বীজাঢ্য (ত্রি) ১ বীজযুক্ত। (পুং) বীজপূর।

বীজাধ্যক্ষ (পুং) শিব। (ভারত ১৩। ১৭। ৭৭)

বীজার্ণবতন্ত্র (ক্লী) বীজমন্ত্রনির্দ্দেশক একখানি তন্ত্র।

বীজাম্ল (ক্লী) বীজে অম্লোঽম্লরসো যস্য। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

বীজিক (ত্রি) বীজযুক্ত।

বীজিন্ (পুং) বীজমস্ত্যস্যেতি বীজ-ইনি। পিতা। (হেম)

"অসমানপ্রবরৈর্বিবাহ উর্দ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধুভ্যো
বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধুভ্যঃ পঞ্চমাৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

(ত্রি) বীজবিশিষ্ট। (মনু ৯।৫১)

বীজোদক (ক্লী) বীজমিব কঠিনমুদকং, তস্য কঠিনত্বাৎ তথাত্বং। করকা। (ত্রিকা°)

বীজোপ্তিচক্র (ক্লী) বীজানামুপ্তয়ে শুভাশুভসূচকং চক্রং। বীজবপনজন্য শুভাশুভজ্ঞানার্থ সর্পাকারচক্র। বীজ বপন করা হইলে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহা এই চক্রদ্বারা জানা যায়।*

বীজ্য (ত্রি) বিশেষেণ ইজ্যঃ, অথবা বীজায় হিতঃ (উরগাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ। যে কোন কুলভব, পর্য্যায়—কুলসম্ভব, বংশ্য, কৌলকেয়, কুলজ। (শব্দরত্না°) কুলীন, কুল্য, কুলভব। (জটাধর)

বীভৎস (পুং) বীভৎস্যতেঽত্র অনেন বধ-সন্ করণে ঘঞ্। ১ অর্জ্জুন। (মেদিনী) (ত্রি) বীভৎসা ঘৃণাস্ত্যত্র অর্শ আদি-ত্বাদচ্। ২ ক্রূর।

"কৃতং বীভৎসমযশস্যঞ্চ কর্ম্ম তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"
(ভারত ১।১।২১০)

৩ ঘৃণাত্মা। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।১৮) ৪ বিকৃতি। (মেদিনী) ৫ পাপী। (অজয়) ৬ শৃঙ্গারাদি নবরসের অন্তর্গত ষষ্ঠরস। পর্য্যায়—বিকৃত। ইহার লক্ষণ—

"জুগুপ্সা স্থায়িভাবস্তু বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ।
নীলবর্ণো মহাকাল-দৈবতোঽয়মুদাহৃতঃ॥
দুর্গন্ধমাংসপিশিতমেদাংস্যালম্বনং মতম্।
তত্রৈব কৃমিপাতাদ্যমুদ্দীপনমুদাহৃতম্॥
নিষ্ঠীবনাস্যবলননেত্রসঙ্কোচনাদয়ঃ।
অনুভাবাস্তত্র মতাস্তথাস্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥
মোহোঽপস্মার আবেগো ব্যাধিশ্চ মরণাদয়ঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।২৬৩)

বীভৎস রসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা, দেবতা মহাকাল—ইহার বর্ণ নীল। দুর্গন্ধমাংস, পিশিত ও মেদ ইহার আলম্বন এবং

---

* "মন্ত্রং লিখিত্বা পত্রে চ মধ্যে ধান্যস্য ধারয়েৎ।
পরঞ্চ ধান্যরাশেস্তু মূষিকাদিনিবৃত্তয়ে॥
দক্ষিণদিঙ্মুখগমনং স্যাদভিনবাস্থ নারীষু।
ব্যয়মপি শস্যফলানাং ন বুধো বুধবাসরে কুর্য্যাৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

* "সূর্য্যভাদ্বরগঃ স্থাপ্যস্ত্রিনাড্যোকাস্তয়ক্রমাৎ।
মুখে ত্রীণি গলে ত্রীণি ভানিদ্বাদশতূদরে॥
পুচ্ছে চতুর্বহিঃ পঞ্চ দিনভাচ্চ ফলং বদেৎ।
বদনে চোচকং বিদ্যাৎ গলকেঽঙ্গারকস্তথা॥
উদরে ধান্যবৃদ্ধিঃ স্যাৎ পুচ্ছে ধান্যক্ষয়ো ভবেৎ।
ইতি যোগভয়ং রাজ্যে চক্রে বীজোপ্তিসম্ভবে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কৃমিপাতাদি উদ্দীপন। নিষ্ঠীবন, আস্তবলন ও নেত্রসঙ্কোচাদি অনুভাব। মোহ, অপস্মার, আবেগ, ব্যাধি ও মরণাদি ব্যভিচারিভাব। ইহার উদাহরণ—

"উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথূচ্ছোথপূয়াংসি মাংসা-
ন্যংসস্ফিক্‌পৃষ্ঠপিণ্ডাদ্যবয়বসুলভান্যুগ্রপূতীনি জগ্ধ্বা।
অন্তঃপর্য্যস্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরঙ্কঃ করাঙ্কা-
দঙ্কস্থাদস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি°)

বীভৎসু (পুং) বীভৎসতীতি বধ-সন্‌-উ। অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের দশটী নামের মধ্যে একটী নাম। ইনি যুদ্ধে ন্যায়পূর্ব্বক শত্রু হনন করিতেন, কখন বীভৎস কর্ম্ম করিতেন না, এই জন্য ইহার 'বীভৎসু' নাম হইয়াছিল।

"ন কুর্য্যাং কর্ম্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কথঞ্চন।
তেন দেবমনুষ্যেষু বীভৎসুরিতি বিশ্রুতঃ॥" (ভার° ৪।৪২।১৮)

বীভৎসিত (ত্রি) পরিতপ্ত, নিন্দিত। (ভাগ° ৫।২৬।২৩)

বীরিট (পুং) গণ। "বিশ্‌পতীব বীরিট ইয়াতে" (ঋক্‌ ৭।৩৯।২) 'বীরিটে গণে' (সায়ণ)

বুঁইচ (দেশজ) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বুঁচগাছ। (Flacourtia Rapida) [বঁইচগাছ দেখ।]

বুঁদিয়া (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, একপ্রকার মিঠাই, ইহাকে বঁদেও বলে। ইহা খাইতে অতি স্বাদু।

বুক (ত্রি) বুক্ক-অচ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধালোপঃ। ভীষণশব্দকারক।

বুক (দেশজ) ১ বক্ষঃ। ২ সাহস।

বুকজামা (পারসী) অঙ্গরক্ষিণী, অঙ্গরাখা।

বুকজ্বালা (দেশজ) বক্ষঃস্থল জ্বালা করা।

বুকড় (দেশজ) সাহসী।

বুকড়া (দেশজ) ১ বক্ষঃ। ২ পাকস্থলী। ৩ একপ্রকার তণ্ডুল। মোটাচাউল।

বুক্‌নী (হিন্দী) ১ গুঁড়া। (দেশজ) ২ শ্লেষবাক্য।

বুক্‌বাছাড় (দেশজ) উত্তরীয় দ্বারা বক্ষ আচ্ছাদন।

বুক্‌শূল (দেশজ) বক্ষঃশূল, বক্ষঃস্থলে শূলবেদনা।

বুকাবুকি (দেশজ) বুকে বুকে লাগা, সামনা সামনি।

বুকেফল, ঝিলামনদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। মাকিদন-বীর আলেকসান্দারের প্রিয় যুদ্ধাশ্ব বুকেফলস্‌ (Buc-phalus) যেখানে নিহত হয়, বীরবর সেইখানে অশ্বরের স্মরণার্থ ঐ নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও ঐ নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান জালালপুর নগরের সন্নিকটে পড়িয়া আছে।

বুকেরা, সিন্ধু প্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। এখানে চারটী মুসলমান সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে শেখ বনপোত্রা ও পীর ফজলশাহের সমাধিই সর্ব্বপ্রাচীন এবং মুসলমানসমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই সমাধিমন্দিরের সমক্ষে বৎসরে দুইবার মেলা হয় ও তাহাতে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে।

বুক্ক, কুক্কুরাদি শব্দ। ২ কথন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্‌। লট্‌ বুক্কয়তি-তে। লোট্‌ বুক্কয়তু-তাং। লিট্‌ বুক্কয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্‌ অবুবুক্কৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্‌ বুক্কতি। লোট্‌ বুক্কতু। লিট্‌ বুবুক্ক। লুঙ্‌ অবুক্কীৎ, ইরিৎ-অবুক্কৎ।

বুক্ক (পুং) বুক্কয়তি-শব্দায়তে ইতি বুক্ক-অচ্‌। ১ ছাগ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ হৃদয়স্থ মাংসপিণ্ড। ৩ অগ্রমাংস। ৪ হৃদয়।

"বুক্কাঘাতৈর্ব্বতিনিকটে প্রৌঢ়বাক্যেন রাধা।" (উদ্ভট)

৫ সময়। ৬ শোণিত।

বুক্কচেরলা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার জলবাঁধ একটী দেখিবার জিনিস।

বুক্কন (ক্লী) বুক্ক-ভাবে ল্যুট্‌। ভাষণ, কুক্কুরাদির শব্দ।

বুক্কন্‌ (পুং) বুক্ক-কনিন্‌। বুক্কশব্দার্থ। (ভরত)

বুক্কপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রায়দুর্গের পলিগারগণ এই স্থান অবরোধ করে। বেলেরীর পলিগারগণ আসিয়া নগরের অবরোধ মোচন করে এবং বন্ধুরূপে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারাই নগর দখল করিয়া লয়। এখানকার চিত্রাবতীর জলবাঁধ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুক্করায় (পুং) বিজয়নগরের (বিদ্যানগর) মহাপরাক্রান্ত নরপতি। ইনি সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের প্রতিপালক ছিলেন। [বিজয়নগর দেখ।]

বুক্করায় সমুদ্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইহার সম্মুখস্থ জলবাঁধের অপর পারে অনন্তসাগর (অনন্তপুর) অবস্থিত।

বুক্কস (পুং স্ত্রী) পুক্কস পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। চণ্ডাল। (হেম)

বুক্কা (স্ত্রী) বুক্ক-টাপ্‌। ১ বুক্ক। ২ শোণিত।

বুক্কাগ্রমাংস (ক্লী) বুক্কস্য অগ্রমাংসং। ১ হৃদয়। ২ হৃদয়স্থ মাংস-পিণ্ডাকার অগ্রমাংস। (রায়মুকুট)

বুক্কার (পুং) বুক্ক কি খাদি শব্দে ভাবে ঘঞ্‌, বুক্কং নিনাদস্তস্য কারঃ করণং। 'একবর্গ্যাত্রয়ো যত্র মধ্যম স্তত্র লুপ্যতে' ইতি ন্যায়াৎ মধ্যস্থ ককারস্য লোপঃ। সিংহধ্বনি। (হারাবলী)

বুক্কী (স্ত্রী) বুক্ক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। বুক্ক। (ভরত)

বুক্কুর (বথর) শীকারপুর জেলার মধ্যস্থিত সিন্ধুনদীর খাতবর্ত্তী দুর্গসুরক্ষিত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ২৭° ৪২′ ৪৫″ উঃ এবং

দ্রাঘি° ৬৮° ৫৬´৩০´´পূঃ। নদীগর্ভস্থিত এই পর্ব্বতখণ্ড ৮ শত ফিট্ লম্বা ও ৩ শত ফিট্ প্রশস্ত। সক্কর নগরের পার্শ্ব দিয়া নদীর একটী শাখা প্রবাহিত এবং পূর্ব্বশাখায় রোহ্রীনগর অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই দুর্গাদিতে শোভিত হইয়াছিল। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সম্রাট্ মহম্মদ তুগলকের রাজত্বকালে জনৈক শাসনকর্ত্তা দ্বারা পরিচালিত হইত। সম্মাবংশীয় রাজগণের অধিকারকালে এই দুর্গ বিভিন্ন রাজগণের অধিকৃত হইয়াছিল। রাজা শাহবেগ আর্ঘুন আলোরের দুর্গ ভাঙ্গিয়া বুক্কুর দুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহ নিজ ভৃত্য কেশুখাঁকে এই দুর্গ প্রদান করেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে কল্হোরার রাজগণ এই স্থান অধিকার করে। তৎপরে ইহা আফগানদিগের শাসনাধীন হয়। খৈরপুরাধিপতি মীররস্তম খাঁ আফগানদিগের হস্ত হইতে এই স্থান কাড়িয়া লন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় খৈরপুরের মীরগণ ঐ স্থান ইংরাজ-করে সমর্পণ করেন। ইংরাজাধিকারে সিন্ধু ও আফগান অভিযানের সময় এখানে ইংরাজের অস্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কারাগার স্থাপিত হয়।

বুগ (দেশজ) ত্যাগ, ছাড়া।

বুঘানা, হিমালয়পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ। ইহারা বারাণসীবাসী গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ কেহ নৈঠান ব্রাহ্মণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহারা সরোলা ও গঙ্গারি ব্রাহ্মণগণের আচারাদি সম্পন্ন। ইহারা সাধারণতঃই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মদক্ষ।

বুজান (দেশজ) পূরণকরা।

বুজুরুগ্ (পারসী) ১ মহৎ। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ মহত্ত্বের ভান।

বুজুরুগী (পারসী) ১ মহত্বপ্রকাশ। (দেশজ) ২ চালাকী। ৩ ভেল্কী দেখান।

বুঝ (দেশজ) বোধ, জ্ঞান।

বুঝা (দেশজ) জানা।

বুঝান (দেশজ) জানান।

বুঝাপড়া (দেশজ) প্রতীকার, অনুসন্ধান।

বুঞ্চিচী (দেশজ) বঁইচবৃক্ষ।

বুট্, হিংসা। চুরাদি° উভয়° পক্ষে ভাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বোটয়তি-তে। লোট্ বোটয়তু-তাং। লিট্ বোটয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবুবুটৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ বোটতি। লোট্ বটতু। লিট্ বুবোট। লুঙ্ অবোটীৎ।

বুট্, (হিন্দী) কলাইভেদ। (ইংরাজী) চর্ম্মপাদুকাভেদ।

বুটা (দেশজ) বস্ত্রাদির উপর বর্ত্তুল চিহ্ন, গোল দাগ।

বুটাদার (পারসী) সূচীকার্য্য, বুটাদার।

বুড়, ১ ত্যাগ। ২ সম্বরণ। তুদাদি° সক° পরস্মৈ° সেট্। লট্ বুড়তি। লোট্ বুড়তু। লিট্ বুবোড়। লুঙ্ অবুড়ীৎ।

বুড়া (দেশজ) ১ বৃদ্ধ। ২ জলে নিমজ্জন।

বুড়া আঙ্গুল (দেশজ) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

বুড়ামী (দেশজ) ১ বৃদ্ধাবস্থা। ২ বৃদ্ধের কার্য্য।

বুড়ি (দেশজ) ১ বৃদ্ধাস্ত্রীলোক। ২ ডুবে যাওয়া। ৩ বন্যায় ডুবে যাওয়া। ৪ সংখ্যাভেদ, ৫ গণ্ডা বা ২০ কড়ায় একবুড়ি।

বুড়িল (পুং) বুড়-ইলচ্। অশ্বতরের অপত্য রাজভেদ। (ছান্দোগ্য উপ° ৫।১৩।১)

বুড়ী (দেশজ) ১ বৃদ্ধা। ২ বৃক্ষভেদ।

বুড়ীগোপাণ (দেশজ) ক্ষুদ্র লতাভেদ।

বুদ্, নিশামন, আলোচন। ভ্বাদি, উভয়° সক° সেট্। লট্ বোদতি-তে। লোট্ বোদতু-তাং। লিট্ বুবোদ, বুবুদে। লুঙ্ অবুদৎ, অবোদীৎ, অববোদিষ্ট।

বুদ্ধ (পুং) বুধ্যতে-স্ম ইতি বুধ-ক্ত, যদ্বা ভাবে ক্ত, বুদ্ধং জ্ঞানমস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ভগবানের অবতারবিশেষ। দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার। ইহার পর্য্যায়—সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, ভগবান্, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন, ষড়্ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা, মুনি, ধর্ম্ম, ত্রিকালজ্ঞ, ধাতু, বোধিসত্ত্ব, মহাবোধি, আর্য্য, পঞ্চজ্ঞান, দশার্হ, দশভূমিগ, চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ, দশপারমিতাধর, দ্বাদশকক্ষ, ত্রিকায়, সংগুপ্ত, দয়াকূর্চ্চ, খজিৎ, বিজ্ঞানমাতৃক, মহামৈত্র, ধর্ম্মচক্র, মহামুনি, অসম, খসম, মৈত্রী, বল, গুণাকর, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বুধ, বজ্রী, বাগাশনি, জিতারি, অর্হণ, অর্হন্, মহাসুখ, মহাবল। (অমর, হেম, জটাধর)
[বুদ্ধদেব দেখ]

২ জাগরিত। ৩ জ্ঞানযুক্ত। (ত্রি) ৪ পণ্ডিত।

বুদ্ধকল্প (পুং) বুদ্ধের কল্প, বর্ত্তমান যুগ।

বুদ্ধক্ষেত্র (ক্লী) বুদ্ধের লীলাভূমি। যে যে স্থলে এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে।

বুদ্ধগয়া (স্ত্রী) কীকটস্থ বুদ্ধের গয়াভেদ। [বোধগয়া দেখ।]

বুদ্ধগুপ্ত (পুং) গুপ্তবংশীয় একজন রাজা। [গুপ্তরাজবংশ দেখ]

বুদ্ধগুরু (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

বুদ্ধঘোষ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধচর্য্যা (ক্লী) বুদ্ধের কার্য্য বা জীবন।

বুদ্ধজ্ঞানশ্রী (পু) একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য।

বুদ্ধত্ব (ক্লী) বুদ্ধস্য ভাবঃ ত্ব। বুদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম।

বুদ্ধদত্ত (পুং) চণ্ড মহাসেনের মন্ত্রী। (কথাসরিৎসা° ১৫)

(ত্রি) বুদ্ধেন দত্তঃ। ২ বুদ্ধকর্ত্তৃক দত্ত।

বুদ্ধদিশ্ (পুং) রাজভেদ।

বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজ্ঞানী পুরুষ। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভগবানের দশ অবতার মধ্যে নবম অবতার[১]। [দশাবতার দেখ।]

হিন্দুমত।

সাহিত্যদর্পণকার এই বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন[২], তাহার ভাবার্থ এই—

'বুদ্ধ অবতারে যাঁহার ধ্যান মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিলীন হইয়াছিল, কল্কী অবতারে যিনি অধার্ম্মিক লোকসমূহকে খড়্গাঘারা নিহত করিবেন, তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।'

জয়দেব দশাবতারের স্তোত্রে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—[৩] হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণপূর্ব্বক দয়ার্দ্রচিত্তে পশুহিংসার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরি, তোমার জয় হউক।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি। এই কলিযুগে তিনি গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে কলিযুগের শেষকালে তিনি বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া দেবগণকে কহিলেন:—এই মায়ামোহ সমুদয় দৈত্যগণকে মোহিত করিবে, দৈত্যগণ বেদমার্গ বিহীন হইলে তোমরা অনায়াসে উহাদিগকে বধ করিতে পারিবে। অনন্তর মায়ামোহ নর্ম্মদা-নদীতীরে গমন করিয়া বলিলেন, হে দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ? যদি তোমরা ঐহিক ও পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর। আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ করিব, ইহাই মুক্তির উপযোগী। উহা হইতে শ্রেয়োধর্ম্ম আর নাই। এই ধর্ম্মগ্রহণ করিলে স্বর্গ বা মুক্তি যাহা অভিলাষ কর, তাঁহাই পাইবে।

মায়ামোহের প্ররোচনায় দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিস্কৃত হইল। এইটা ধর্ম্ম, এইটা অধর্ম্ম, এইটা সৎ, এইটা অসৎ, ইহাতে মুক্তি হয়, উহাতে মুক্তি হয় না, এইটী পরমার্থ, ওটা অলীক, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, উহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, এইরূপ নানা সন্দেহজনক বাক্য বলিয়া মায়ামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্মত্যাগ করাইল। মায়ামোহ বলিয়াছিল, হে দৈত্যগণ! তোমরা মদুক্ত ধর্ম্ম 'অর্হত' অর্থাৎ মান্য কর। এই জন্য যাহারা মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে খ্যাত হয়। মহামোহের ধর্ম্ম ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর মায়া-মোহ অসুরগণকে বলিল, যদি নির্ব্বাণলাভ করা তোমাদের বাঞ্ছনীয়, অথবা যদি তোমরা স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্টধর্ম্ম ত্যাগ কর। এই জগৎপ্রবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। এই জগতের কোন আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও ইত্যাদি।

এইরূপে অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কান্দে হিমবৎখণ্ড প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বুদ্ধদেবতার সম্বন্ধে অল্প বিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্য বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ষড়বিংশসূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'অভাব পদার্থ হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয়। এইমত খণ্ডন করিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন। তদনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ দৈত্যগণকে বিমূঢ় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধদেব রুদ্ররূপী মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন[১]:—হে মহাবাহো রুদ্র, আপনি মোহশাস্ত্রসমূহ বিরচন করুন। হে মহাভুজ, আপনি অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করুন। আপনি কতকগুলি কল্পিত শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে লোক সকল আমার প্রতি বিমুখ হয়, তাহা করুন। বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে মহাদেব প্রভৃতিও স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিকধর্ম্মে প্রবেশপূর্ব্বক লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বেদসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎ প্রবাহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সেই অবিদ্যার

---

(১) "মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥"

(২) "যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং।
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরো
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥"

(৩) "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয় হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥" (জয়দেব)

(১) "ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ॥
সাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু॥"

নবৃত্তিতেই নির্ব্বাণলাভ হয়, এই কথা বলিয়া কতকগুলি জাতি-ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী ও পাষণ্ডের সৃষ্টি করেন। এই সকল দেখিয়া ব্যাস তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ব্যাস শঙ্করের সহ কলহ করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও তদনন্তর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব এইরূপে জগৎকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন দেখিয়া আমি অগ্নিদেব এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৈদিক-মার্গের সমুদ্ধারের অভিপ্রায়ে আমি বেদের সূত্রসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বেদসমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত মোহ নিবারণ করিয়াছি।'

বৌদ্ধ মত।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ বুদ্ধদেবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অমরসিংহ স্বীয় অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের নামের পূর্ব্বেই বুদ্ধের নামকীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন :—

'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ।
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥'

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধ কবি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্তি-শতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

'ব্রহ্মাঽবিদ্যাভিভূতোঽহরধিগমমহামায়য়ালিঙ্গিতোঽসৌ
বিষ্ণুরাগাতিরেকাৎ নিজবপুষি ধৃতা পার্ব্বতী শঙ্করেণ।
বীতাবিদ্যো বিমায়ো জগতি স ভগবান্ বীতরাগো মুনীন্দ্রঃ
কঃ সেব্যো বুদ্ধিমদ্ভির্বদতর্বদত মে ভ্রাতরস্তেষু যুক্ত্যা ॥'

ব্রহ্মা অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত; বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গনে বিমুগ্ধ, শঙ্কর আসক্তিবশতঃ পার্ব্বতীকে নিজ দেহে ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মুনিপুঙ্গব বুদ্ধ অবিদ্যা, মায়া ও আসক্তি এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।

বিদেহ নামক কবি সমন্তকূটবন্নন নামক পালি গ্রন্থে লিখিয়াছেন : যাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় সারবিশিষ্ট এবং যিনি লোকসমাজের কেতুসদৃশ, সেই অমিত বুদ্ধিশালী, মনোহর শান্তিদাতা, রূপবান্ ও উদার সুগতকে নমস্কার।[১]

(১) "সততবিততকিত্তিং ধ্বস্তকন্দপ্পদপ্পং
তিভবহিতবিধানং সব্বলোকেককেতুম্।
অমিতমতিমনঘং সন্তিদং মেরুসারং
সুগতমহমুধারং রূপসারং নমামি ॥'

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতার বুদ্ধজন্ম নামক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত সূর্য্য উদিত হন, পরম অমৃত বর্ষণ করিবার জন্য চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেন; এই জগতে জীবগণের উদ্ধারসাধনের অভিপ্রায়ে পুণ্যসেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য পূজনীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন।[১]

অবদানকল্পলতার মহাকাশ্যপাবদান নামক ত্রিষষ্টিসংখ্যক পল্লবের প্রারম্ভে ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন :—ইন্দ্র বায়ু বরুণ ও প্রধান প্রধান মুনিগণ যে কামসুখের নিমিত্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া পড়েন, সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিবেন, তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন[২]।

বুদ্ধচরিতকাব্যের প্রারম্ভে অশ্বঘোষ বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া লিখিয়াছেন :—যিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়া বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া যিনি সহস্র রশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন, লোকের শোকসন্তাপ নিবারণ করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ জগতে যাঁহার উপমা নাই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করি[৩]।

এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। ললিতবিস্তরসূত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য, লঙ্কাবতার-সূত্র, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ, মহাবংস, মহাপরি-নির্ব্বানসূত্র, মহাবগ্‌গ, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রন্থ, কোপান্-ভিং চি-চিং প্রভৃতি চীনগ্রন্থ, শাকজিৎসুরোকু, প্রভৃতি জাপানী, মললংগরবত্তু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ, গছের রোল্ল (ক্যাঙ্‌গুরের সূত্রপিটকের খ অধ্যায়) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ, ইত্যাদি বৌদ্ধ গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম।

এই ঘোর তমোবৃত সংসারে অসংখ্য যুগের পর এক এক-জন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও এই পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। অধুনা যে কাল অতি-বাহিত হইতেছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে মহাভদ্রকল্প বলে। এই

(১) "হসতি সকললোকালোকসর্গায় ভানুঃ
পরমমমৃতবৃষ্টৌ পূর্ণতামেতি চন্দ্রঃ।
ইয়তি জগতি পূজ্যং জন্ম গৃহ্লাতি কশ্চিৎ
বিপুলকুশলসেতুঃ সত্ত্বসন্তারণায় ॥"

(২) "শক্রবায়ুবরুণাদয়ঃ পুরাঃ বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ যৎকৃতে।
যান্তি তৎ সুরসুখং তৃণায়তে যস্য কস্য ন স বিস্ময়াস্পদম্ ॥"

(৩) "শ্রিয়ং পরার্দ্ধ্যাং বিদধৎ বিধাতৃজিৎ তমো নিরস্যন্নভিভূতভানুভৃৎ।
সুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমা সবর্দ্ধ্যতে হর্হন্ ইহ যস্যনোপমা ॥"

কল্পের অতীতকাল মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্য-সিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, কনকমুনি খৃঃ পূঃ ২০৯০ অব্দে, কাশ্যপ খৃঃ পূঃ ১০১৪ অব্দে এবং শাক্যসিংহ খৃঃ পূঃ ৬৩৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের পূর্ব্বে আর একশত বিশজন তথাগত প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহাদের পূর্ব্বে অশীতি কোটী বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অনাদি সংসারে সর্ব্বশুদ্ধ কয়জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস।

এস্থলে অন্যান্য বুদ্ধগণের চরিত ছাড়িয়া কেবল গৌতমবুদ্ধের বা শাক্যসিংহের পূর্ব্বজন্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।

শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম।

একদা ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মলোকের অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্প মধ্যে কোন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন নাই ও সেখানে সকলই অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন। বহু সংবৎসর মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যবান্ লোক সকল জন্মিতে না পারায় সেখান হইতে কেহই মরণান্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন নাই। এই জন্য ব্রহ্মলোক প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

তখন ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক্ বিলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে এমন কি কেহ আছেন, যিনি কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন, পদ্ম যেমন বিকাশলাভ করিবার আশয়ে সূর্য্যের উদয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতেও কএকজন জ্ঞানবান্ লোক বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় কালযাপন করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধত্বলাভের জন্য যে সকল প্রার্থী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন। তিনিই পরিশেষে গৌতমবুদ্ধ বা শাক্যসিংহ এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে মনোনীত করেন, সেই সময়ে তিনি পৃথিবীতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র বৃদ্ধা ও বিধবা মাতা ছিলেন। গৌতম বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে নিজের ও বিধবা মাতার আহার সংস্থান করিতেন। এক সময়ে তিনি সৌভাগ্যবৃদ্ধির আশয়ে সুবর্ণভূমি নামক দেশে গমন করিবার জন্য সমুদ্রতীরে আসিলেন। তিনি নাবিকদিগকে কয়টী রজতখণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে নাবিকগণ, তোমরা আমাকে ও আমার বৃদ্ধা মাতাকে জলযানে তুলিয়া সুবর্ণভূমিতে লইয়া যাও। তোমাদের অনুকম্পা ব্যতীত আমরা পুরোবর্ত্তী সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" নাবিকগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে অর্ণবযানে আরোপিত করিল; কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে যান জলমগ্ন হইল। উত্তাল তরঙ্গে গৌতম নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার জীবন কিসে রক্ষা পায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিংস্র জলজন্তুসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া মহাসমুদ্র সন্তরণ করিবার প্রয়াস করিলেন। গৌতমের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ভাবিলেন, গৌতমই বুদ্ধত্ব লাভের যথার্থ অধিকারী। গৌতমও ব্রহ্মার সহায়তায় স্বীয় মাতার সহ সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের আবশ্যক, গৌতমে তাহার সমস্তই বিদ্যমান আছে। গৌতমের মনও তখন বুদ্ধত্বলাভের জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। কিয়ৎকাল পরে গৌতমের মৃত্যু হয় ও তিনি ব্রহ্মলোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌতমের যে দিন মনঃপ্রণিধান জন্মিয়াছিল, সেই দিন হইতে অসংখ্য বৎসর অতীত হইয়াছিল ও সংসারে একলক্ষ পঁচিশ হাজার বুদ্ধ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌতম তখনও সংবোধি লাভ করিতে পারেন নাই।

সর্ব্বভদ্রকল্পে গৌতম ধন্যদেশীয় সম্রাটের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং এই কল্পেই তাঁহার বাক্‌প্রণিধান জন্মে। এই কল্পে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বুদ্ধ হইব, বুদ্ধত্ব লাভ করা আমার অভীপ্সিত।"

সারমন্দকল্পে গৌতম পুষ্পবতী নগরীতে রাজা সুনন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কল্পে তিনি তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধের নিকট হইতে অনিয়ত বিবরণ (অনিশ্চিত আশ্বাস) ও দীপঙ্কর বুদ্ধের সমীপে নিয়ত বিবরণ (নিশ্চিত আশ্বাস) লাভ করেন। তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গৌতম কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন এবং দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন, গৌতম অবশ্যই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

গৌতম সারমন্দকল্পে সুরুচি ব্রাহ্মণ, অতুল নাগরাজ, অতিদেব ব্রাহ্মণ ও সুজাত ব্রাহ্মণ নামে যথাক্রমে পরিচিত ছিলেন। বরকল্পে তিনি যক্ষসিংহ ও সন্ন্যাসিরূপে যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হন। মন্দকল্পে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর অসংখ্য কল্প অতীত হয় ও সংসার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হয়।

এই সময়ে গৌতম দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। "পঞ্চশত পঞ্চাস জাতক" নামক পালিগ্রন্থে গৌতমের ৫৫০ জন্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ইহার মধ্যে তিনি ৮৩ বার সন্ন্যাসী, ৫৮ বার মহারাজ, ৪৩ বার বৃক্ষদেবতা, ২৬ বার ধর্ম্মোপদেশক, ২৪ বার রাজামাত্য, ২৪ বার পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ২৪ বার যুবরাজ, ২৩ বার ভদ্রলোক, ২২ বার পণ্ডিত, ২০ বার ইন্দ্র, ১৮ বার মর্কট, ১৩ বার বণিক, ১২ বার ধনী, ১০ বার মৃগ, ১০ বার সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, ১২ বার কুক্কুট, ৫ বার ভৃত্য, ৫ বার সৌপর্ণ গরুড়, ৪ বার অশ্ব, ৪ বার বৃক্ষ, ৩ বার কুম্ভকার, ৩ বার অন্ত্যজ জাতি, ২ বার মৎস্য, ২ বার হস্তিপক, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর, ১ বার সর্পচিকিৎসক, ১ বার সূত্রধর, ১ বার কর্ম্মকার, ১ বার ভেক, ১ বার শশক ইত্যাদিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল উহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে। গৌতম বুদ্ধ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সকলের আমূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা নিতান্ত দুরূহ। তিনি এক একজন্মে এক একপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কোন জন্মে দাস্য, কখনও শীলতা, কোন সময়ে নৈষ্ক্রম, কখন বা প্রজ্ঞা এবং সময়ান্তরে বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই সকল সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত দশটী গুণের নাম দশ পারমিতা। গৌতম কখনও সাধারণভাবে এই দশ পারমিতার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন তিনি সমধিক যত্নে এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন ঐ সকলের গুণ উপপারমিতা নামে অভিহিত হইত। আর যখন তিনি অতীব নৈপুণ্যের সহ ঐ সকল সম্পন্ন করিতেন, তখন উহাই পরমার্থ পারমিতা বলিয়া গণ্য হইত।

গৌতমবুদ্ধ খদিরাঙ্গার-জন্মে নিজের চক্ষুঃ, মস্তক, মাংস, সন্তান, স্ত্রী ও সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দানপারমিতার (১) অনুষ্ঠান করেন। ভূমিদত্ত জন্মে তিনি ত্রিবিধ শীলপারমিতা (২) সম্পন্ন করেন। ক্ষুদ্র সুত্ত সোমজন্মে তিনি কাঞ্চন, মণি, মাণিক্য, দাস ও দাসী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁহার নিষ্ক্রম পারমিতা (৩) অনুষ্ঠিত হয়। শক্তুভক্ত জন্মে তিনি প্রজ্ঞা পারমিতা (৪) সমাচরণ করেন। মহজনক জন্মে তিনি বীর্য্য পারমিতার (৫) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ক্ষান্তিবাদ জন্মে তিনি লোকের অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া ক্ষান্তিপারমিতার (৬) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। মহাসুত্ত সোমজন্মে তিনি সত্যপারমিতা (৭), তেমিজন্মে তিনি অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় শ্রেয়ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধিষ্ঠান পারমিতা (৮) ও তিনি নরজন্মে শত্রু ও মিত্র, উপকারী ও অপকারী, জ্ঞাতি ও অপরিচিত প্রভৃতি সকলের সমভাব প্রদর্শন করিয়া মৈত্রী (৯) এবং চিত্তের অবিষম ভাব বা উপেক্ষা পারমিতা (১০) প্রদর্শন করেন।

এক একটী পারমিতার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে বুদ্ধ দশটী পারমিতাবিশেষ নৈপুণ্যের সহ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "দশভূমীশ্বর" হইয়াছিল।

কর্ম্মের বিচিত্র পরিণামবশতঃ গৌতমবুদ্ধ নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কখনও অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। তির্য্যগ্‌যোনিতে সম্ভূত হইয়াও তিনি বুদ্ধোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নিম্নে বুদ্ধদেবের যে কয়েকটী জন্মের বিষয় বিবৃত হইল, উহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বৌদ্ধচরিতাখ্যায়কগণের বিশ্বাস, গৌতমবুদ্ধ পশ্বাদি জাতিতে জন্মিয়াও সত্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

মর্কটজন্ম।—প্রজ্ঞাপারমিতা।

এক সময়ে গৌতম মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮০০০০ মর্কটের অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে বনখণ্ড মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যের সমীপে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলের গাছ ছিল। মর্কটগণ ঐ গাছের তেঁতুল খাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলে গৌতম তাহাদিগকে বলিলেন,—"হে মর্কট-প্রজাগণ, তোমরা শিষ্টতা ত্যাগ করিও না। ঐ তেঁতুলের গাছটী গ্রামবাসিগণ বহুযত্নে সংবর্দ্ধন করিয়াছে এবং ঐ তেঁতুল যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহারা সতর্ক রহিয়াছে।"

মর্কটগণ তাঁহার কথায় কোন উত্তর করিল না। পরিশেষে রাত্রিকালে প্রায় ৫০০ মর্কট একত্র হইয়া নিঃশব্দে ঐ তেঁতুল খাইতে চলিল। ভাবিল, কেহই জানিতে পারিবে না; কিন্তু তাহারা তেঁতুল খাইতে খাইতে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। তাহারা হুপ্ হাপ্ করিয়া পরস্পরের মনের হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল। তখন গ্রামবাসীরা মর্কটের শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে এক একখানি লগুড় লইয়া গাছের তলে আসিল। তাহারা স্থির করিল "আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত এইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, মর্কটগণ বৃক্ষ হইতে নামিলেই সকলে মিলিয়া উহাদের প্রাণনাশ করিব।" ক্রমে ঐ সংবাদ মর্কটরাজ গৌতমের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার সদুপদেশ সত্ত্বেও মর্কটগণ তেঁতুলের লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহাদের জীবন এখন ঘোর বিপদাপন্ন। যাহা হউক প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। অতএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করি।

তখন গৌতম গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, সকলেই সুষুপ্ত। আর গ্রামের বয়স্ক লোক সকল লগুড় লইয়া তেঁতুলগাছের নিকট গমন করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকলেই নিঃশব্দ, কেবল একটী গৃহে

একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে। তাহার নয়নে নিদ্রা নাই, সে কখনও উঠিতেছে, কখনও বসিতেছে এবং কখনও বা শয্যায় শুইতেছে। তখন গৌতম সেই বৃদ্ধার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলেন; গৃহ জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধা চিৎকার করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। অগ্নি নির্ব্বাণের কোন চিন্তাই তাহার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। তেঁতুলগাছের তলায় যে সকল লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা বৃদ্ধার রোদনধ্বনি শুনিয়া লগুড় ত্যাগ করিল ও বেগে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। মর্কটগণ এই অবসরে নিরাপদে স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল। এই জন্মে গৌতম প্রজ্ঞা-পারমিতা সম্পন্ন করেন।

কাঠবিড়াল-জন্ম—বীর্য্যপারমিতা।

কোন সময়ে গৌতম কাঠবিড়ালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন নদীর তীরস্থিত বৃক্ষের উপরে তাঁহার আবাস ছিল। তিনি তাঁহার শিশু শাবকদিগের প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন। এক সময়ে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে ঐ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া নদী মধ্যে পতিত হয়। স্রোতোবেগে ঐ বৃক্ষ ও শাবকসমূহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হয়। তখন গৌতম প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমুদ্র শোষণ করিয়া শাবকদিগকে উদ্ধার করিবেন। তিনি স্বীয় পুচ্ছ সমুদ্র মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া তীরভূমিতে উহা কম্পন করিতে লাগিলেন। সাতদিন ক্রমাগত এইরূপে লেজ ভিজাইয়া জল ছিটাইতেছেন, এমন সময়ে দেবরাজ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধু, কাঠবিড়াল, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, এইরূপ ভাবে লেজ জলে ভিজাইয়া তীরে জল ছিটাইয়া কতকালে তুমি সমুদ্র শোষণ করিবে? সমুদ্র ৮৪ হাজার যোজন গভীর। তোমার ন্যায় লক্ষ প্রাণীতে এইরূপ চেষ্টা করিলেও সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে না।"

তখন কাঠবিড়ালরূপী গৌতম, দেবরাজকে বলিলেন "হে বীরপুরুষ যদি সকল লোকেই তোমার ন্যায় সাহসসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তোমার বাক্য সার্থক হইত। তোমার কতদূর বিক্রম আছে, তাহা তোমার কথাদ্বারাই বুঝা গিয়াছে। যাহা হউক, তোমার ন্যায় ভীরু কাপুরুষ ও নির্ব্বোধের সহ কথা বলিয়া আমার ফল নাই। তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমার কার্য্যে বিঘ্ন করিও না। আমি যাহা আরব্ধ করিয়াছি, তাহা না সম্পন্ন করিয়া বিরত হইব না।" তখন দেবরাজ ঐ কাঠবিড়ালের অদম্য সাহস দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং দেবগণের সাহায্যে শাবকদিগকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। গৌতম এই জন্মে বীর্য্যপারমিতা সমাধা করেন।

সিংহজন্ম—সত্যপারমিতা।

এক সময়ে গৌতম সিংহকুলে জন্ম লইয়া কোন পর্ব্বতের উপরিভাগে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট পঙ্কপূর্ণ এক হ্রদ ছিল। সেই পঙ্কাবৃত স্থানে হরিণ প্রভৃতি জন্তু চরিয়া বেড়াইত। একদিন সিংহরূপী গৌতম ক্ষুধার্থ হইয়া একটী হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে হ্রদের তীরস্থিত পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হন এবং তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি একটী শৃগালকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন, "ভদ্র, আমি অতি কষ্টে অনাহারে কালযাপন করিতেছি। আমার পদদ্বয় এই পঙ্ক মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে যে, আর উহা আমার তুলিবার সাধ্য নাই। আমি সাতিশয় বিপদাপন্ন, অতএব ভাই তুমি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পঙ্ক হইতে উত্তোলন কর।" শৃগাল বলিল, "আপনি বলবান্ ও বিক্রমশীল জন্তু। আপনি এক্ষণে যেরূপ ক্ষুধার্থ হইয়াছেন, তাহাতে আমি আপনার সমীপে গমন করিতে সাহস করি না। আপনাকে রক্ষা করিতে যাইয়া শেষে আমার জীবন হারাইব, এইরূপ আমার আশঙ্কা হইতেছে।" তখন সিংহ তাহাকে নানাপ্রকারে অভয়দান করিল ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তদনুসারে শৃগাল নিকটবর্ত্তী হ্রদ হইতে সিংহের পাদদেশ পর্য্যন্ত একটী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিল। হ্রদের জল সেই প্রণালীদ্বারা সিংহের পাদদেশে প্রবলবেগে আগমন করায় কর্দ্দম জলবৎ তরল হইল। সিংহ নির্ব্বিঘ্নে কর্দ্দম হইতে উত্থিত হইয়া শৃগালকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তদবধি সিংহ ও শৃগাল বহুকাল একত্র এক গহ্বরে সপরিবারে বাস করিয়াছিল। সিংহ কখনও উক্ত শৃগালকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই। এই জন্মে গৌতম সত্যপারমিতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

বেশ্মান্তরজাতক—দানপারমিতা।

জম্বুদ্বীপে জয়াতুরা নগরীতে সঞ্জ নামে এক রাজা বাস করিতেন, তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম স্পৃশতী। তাঁহাদের বেশ্মান্তর নামক এক পুত্র জন্মে। চৈত্যরাজকন্যা মাদ্রীদেবীর সহ বেশ্মান্তরের বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটে। কলিঙ্গরাজ শুনিলেন, বেশ্মান্তরের যে শ্বেত হস্তী আছে, উহা বৃষ্টি ও জল উৎপাদন করিতে পারে। কথিত আছে, উক্ত হস্তীর একমাত্র আস্তরণের মূল্য ২৪ লক্ষ টাকা। কিয়ৎকাল পরে কলিঙ্গরাজ ৮ জন ব্রাহ্মণকে জয়াতুরা নগরীতে প্রেরণ করেন। উপোষধ দিবসে বেশ্মান্তর দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে অন্নবস্ত্র ইত্যাদি দান করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত ৮ জন ব্রাহ্মণ যাইয়া বলিল, "মহারাজকুমার, আপনার শ্বেতহস্তী

আছে, উহাই আমরা ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইবার আশয়ে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।" বেশ্মান্তর বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এই শ্বেতহস্তী গ্রহণ করুন। আপনারা আমার চক্ষুঃ হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি আর যাহা যাচ্ঞা করিবেন, আমি তাহাও আহ্লাদসহকারে প্রদান করিতেছি।' আমাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই, এই বলিয়া তাঁহারা উক্ত হস্তী লইয়া কলিঙ্গদেশে প্রতিগমন করিলেন। নগরবাসিগণ এই হস্তীদান ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ও রাজপ্রাসাদে যাইয়া নিবেদন করিল, 'মহারাজ! আমরা শ্বেতহস্তী হইতে অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। আপনার পুত্র সেই হস্তিরত্ন ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া আমাদের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।' মহারাজ তখন স্বীয় পুত্রকে শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। তখন প্রজাগণ বলিল, 'মহারাজ, আপনার পুত্রের অপর কোন শাস্তি প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। উঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেই আমরা আহ্লাদিত হইব।' তদনুসারে বেশ্মান্তর বঙ্কগিরিতে নির্ব্বাসিত হইলেন। সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার স্ত্রী মাদ্রীদেবী তাঁহার অনুগমন করিলেন। এদিকে মহারাণী স্পৃশতী, স্বীয়-পুত্রের নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'আমি কিছুকাল পরে তোমার পুত্রকে পুনরায় গৃহে আনয়ন করিব।'

যখন বেশ্মান্তর ও মাদ্রীদেবী গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের যে কোন সম্পত্তি বা বস্ত্রালঙ্কারাদি ছিল, তৎসমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। বেশ্মান্তর সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়া কেবল স্বীয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে একরথে আরোহণ করিয়া বঙ্কগিরি অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার মাতা যে কিছু ধন তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। পথ মধ্যে দুই জন ব্রাহ্মণ আসিয়া বেশ্মান্তরকে বলিল, 'মহাশয়, যে অশ্বদ্বয় আপনার রথ বহন করিতেছে, উহা পাইলে আমরা পরম উপকৃত হই।' কিছুদূর যাইতে না যাইতে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনার রথখানি পাইলে আমার দরিদ্রতার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়।' উক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসারে বেশ্মান্তর স্বীয় রথ ও অশ্বদ্বয় বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর বেশ্মান্তর পুত্রটীকে ও মাদ্রীদেবী কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া বহু কষ্টে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। চৈত্যদেশের রাজা তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন; কিন্তু বেশ্মান্তর তাঁহার রাজ্যে গমন করেন নাই।

অনন্তর তাঁহারা বঙ্কগিরিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের নিমিত্ত দুইখানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বেশ্মান্তর ও মাদ্রীদেবী যথাক্রমে ঐ দুই গৃহে সংযতভাবে বাস করিতেন। সন্তানগণ মাতার অনুপস্থিতিতে পিতার নিকট থাকিত। তাঁহাদের এইরূপভাবে ৭ মাস অতীত হইল। একদিন যুজক নামক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ্মান্তরের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আমি অনেক কষ্টে একশত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া অমুক ব্রাহ্মণের নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু সে ব্যক্তি আমার সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়া নিজের আহার্য্য সংস্থান করিয়াছে। সে অত্যন্ত দরিদ্র; সুতরাং আমার মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে না পারিয়া অমিত্রতপা নাম্নী তাহার কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিয়াছে। আমার উক্ত পত্নী (অমিত্রতপা) একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি, আপনার জালীয় নামক একটী পুত্র ও কৃষ্ণাজিনা নাম্নী কন্যা আছে। আমি ঐ দুইটীকে লইতে ইচ্ছা করি। উহারা আমার পত্নীর দাস ও দাসী হইয়া সমস্ত গৃহকার্য্য করিবে। তাহা হইলে আমার পত্নী কিছু শান্তি অনুভব করিতে পারেন, আমিও গৃহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।' এই কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর বলিলেন, 'মহাত্মন্, আমার সন্তান দুইটীদ্বারা যদি আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে উহাদিগকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই সময়ে জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল ও তাহাদের মাতা মাদ্রীদেবী তখন বনে ফলমূলাদি অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন বেশ্মান্তর সন্তান দুইটীকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। জালীয় আসিয়া বেশ্মান্তরের পদতলে নিপতিত হইয়া বলিল, "পিতঃ! আমাদের মাতা এক্ষণে বনমধ্যে ফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন, তিনি যতক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, ততক্ষণ আপনি আমাদিগকে বনে বিসর্জ্জন দিবেন না।'

তখন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, 'এরূপ মিথ্যাবাদী লোক কোথায়ও দেখি নাই। আপনি জগতে দয়াশীল বলিয়া খ্যাত, অথচ সন্তান দুইটী দান করিতে স্বীকার করিয়াও দিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

ভিক্ষুর কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর স্বীয় পত্নীর অনুপস্থিতিতেও অগত্যা সন্তান দুইটী দান করিলেন। উহারা পর্ব্বতের উপরিভাগে পথমধ্যে নানাবিধ কষ্ট অনুভব করিতেছিল। বেশ্মান্তর স্বচক্ষে উহা দেখিতে লাগিলেন। মাদ্রীদেবী অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ও অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বেশ্মান্তর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'বুদ্ধত্ব লাভ করা সহজ নহে, আমি স্বীয় পুত্র ও কন্যা দান

করিয়া যদি দানপারমিতা সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পরম লাভ বলিতে হইবে। এই অকিঞ্চিৎকর দান দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না।'

অনন্তর দেবরাজ মনে করিলেন, বেশ্মান্তর যেরূপ দানশীল, তাহাতে তিনি স্বীয় পত্নীকে বিতরণ করিয়া ফেলিতে পারেন, অতএব আমি ইহার কোন প্রতিবিধান করি। অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বেশ্মান্তরের নিকট গমন করিলেন ও বলিলেন, 'মহাশয়! আমি বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। আপনার পত্নী যদি আমার দাসী হইয়া আমার সেবা করেন, তাহা হইলে আমি সুখী হইতে পারি।"

উক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেশ্মান্তর মাদ্রীদেবীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীদেবী স্বামীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, 'যদি আমাকে বিতরণ করিয়া আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে।'

ইহার পর বেশ্মান্তর উক্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'আপনি আমার পত্নীকে গ্রহণ করুন। এই সামান্য দান আমার বুদ্ধত্ব লাভের সহায় হউক।' তখন ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ বলিলেন, বেশ্মান্তর, আমি আহ্লাদসহকারে মাদ্রীদেবীকে গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে উহাতে আপনার কোন স্বত্ব থাকিল না। আমি উহাকে আপনার নিকট কিছুকালের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া ভিক্ষুরূপী দেবরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

ওদিকে যূজক ব্রাহ্মণ জালীয় ও কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া জয়াতুরা নগরীতে উপনীত হইলেন। সঞ্জ স্বীয় পৌত্র ও পৌত্রীর সন্ধান পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ও যূজক ব্রাহ্মণকে প্রচুর পরিমাণে আহার প্রদান করিলেন। অতি ভোজনে যূজকের প্রাণবিয়োগ ঘটে। সঞ্জ মহাসমৃদ্ধি সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সঞ্জ কিয়ৎকাল পরে বহুজন সমভিব্যাহারে বঙ্কগিরিতে গমন করিয়া বেশ্মান্তর ও মাদ্রীদেবীকে গৃহে প্রত্যানয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতহস্তীর প্রভাবে কলিঙ্গদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত দেশবাসিগণ হস্তীটী সঞ্জকে প্রত্যর্পণ করেন। বেশ্মান্তর, মাদ্রীদেবী, মহারাজ সঞ্জ, মহারাণী স্পুশতী, জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা সকলেই পুনর্ম্মিলিত হইলেন। বেশ্মান্তর দেহত্যাগানন্তর তুষিত নামক স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মে গৌতম দানপারমিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ অপরাপর পারমিতা-সাধন সম্বন্ধে অলৌকিক গল্প বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে তাহা লিখিত হইল না। বৌদ্ধেরা কিরূপভাবে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের লীলা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখাইবার জন্যই লিখিত হইল। নচেৎ এই সকল গল্পের সহিত শাক্যবুদ্ধের জীবনেতিহাসের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষ।

মহাবস্তু গ্রন্থে কোলিয়-রাজবংশের উৎপত্তি-বর্ণন অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।—

সম্মত নামধেয় কোন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রাজা সম্মতের পুত্র কল্যাণ, তাঁহার পুত্র রব, রবের পুত্র উপোষধ, উপোষধের পুত্র মান্ধাতা। রাজা মান্ধাতার বংশ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বহুসহস্রবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম সাকেত মহানগরে সুজাত নামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। সুজাতের ওপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ, হস্তিকশীর্ষ নামক পাঁচপুত্র এবং শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে।

রাজা সুজাত জেন্তী (জয়ন্তী) নাম্নী কোন বিলাসিনীর প্রতি আসক্ত হন। জেন্তীর গর্ভে জেন্ত (জয়ন্ত) নামক এক পুত্র জন্মে। একদা রাজা প্রীত হইয়া জেন্তীকে বলেন, আমি তোমাকে কোন বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। জেন্তী বলিলেন, মহারাজ অগ্রে আমার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিব; তাঁহারা যে বর লইতে বলেন, তাহাই প্রার্থনা করিব। জেন্তী তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণের নিকট যাইয়া বলিল, রাজা আমাকে কোন বর প্রদান করিতে চাহিয়াছেন; আপনারা যে বর প্রার্থনা করিতে বলিবেন, রাজার নিকট আমি তাহাই যাচ্ঞা করিব। তখন যাহার যাহা অভিমত হইল, সে তাহাই বলিল। কেহ বলিল, 'জেন্তী, তুমি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রামের আধিপত্য প্রার্থনা কর' ইত্যাদি। অনন্তর পণ্ডিতা, নিপুণা ও মেধাবিনী কোন রমণী বলিলেন, 'জেন্তি, তুমি রাজার বিলাসিনী স্ত্রী; রাজার রাজ্যে বা পৈতৃক দ্রব্যে তোমার পুত্রের কোনই প্রভুত্ব নাই; রাজা তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন ইহা তোমার সৌভাগ্যের বিষয়; তিনি অতিশয় সত্যবাদী, তাঁহার প্রতিজ্ঞা কখনই অন্যথা হয় না। তুমি তাঁহার নিকট বল, মহারাজ, আপনার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচটীকুমারকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার গর্ভসম্ভূত জেন্ত (জয়ন্ত) নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনার মৃত্যুর পর যাহাতে আমার পুত্র সাকেত মহানগরে রাজা হইতে পারে, তাহার বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।' জেন্তী তাহাই করিল। রাজা সুজাত জেন্তীর এই প্রার্থনা

শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে অতিশয় ভালবাসিতেন; উহাদিগকে কিরূপে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ জেন্তীর প্রার্থিত বর প্রদান না করিলে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। তখন রাজা জেন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিতেছি; নগর ও জনপদের প্রজাপুঞ্জ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমি আমার পঞ্চপুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। নগর ও জনপদের লোক সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা আমার পঞ্চপুত্রের সহ বনগমন করিবে। রাজা প্রজাগণের অভিপ্রায়ও পূর্ণ করিলেন। প্রজাগণ বলকায় সমন্বিত হইয়া যথার্থই উক্ত পঞ্চকুমারের সহ গমন করিল। তাহারা সাকেত নগর হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইল। কতিপয় দিবসের পর কাশিকোশলের রাজা উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয়রাজ্যে লইয়া গেলেন। উহারা কিয়ৎকাল কাশিকোশলরাজ্যে অবস্থান করিল। অনন্তর কাশি-কোশলের রাজা ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাজনকায় এই পঞ্চকুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। ইহারা যদি দীর্ঘকাল এই স্থানে বাস করে, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাণসংহার করিয়া পঞ্চকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। এইরূপে ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া রাজা ঐ মহাজনকায় ও পঞ্চকুমারকে কাশি-কোশল রাজ্য হইতে বিদায় করিলেন।

অনন্তর উহারা হিমালয় পর্ব্বতের প্রত্যন্ত-প্রদেশে শাখোট-বনখণ্ডস্থিত ঋষি কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিল। সেখানে উহারা পরস্পরের ভগিনী, ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহ পরস্পরের পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত করিল। রাজা সুজাত বণিকদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্রগণ অনুহিমবৎ প্রদেশে শাখোট বনখণ্ডে ঋষি কপিলের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে এবং উহারা ঐ স্থানে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। তখন রাজা স্বীয় পুরোহিত ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণ যেরূপ প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছে, উহা শক্য অর্থাৎ ধর্ম্ম সঙ্গত কি না? পুরোহিতপ্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিলেন, কুমারেরা এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ঐরূপ বিবাহাদি শক্য অর্থাৎ সঙ্গত। ব্রাহ্মণগণ ঐরূপ কার্য্য শক্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া কুমারগণের নাম 'শাক্য' হইল। তদবধি কুমারগণ 'শাক্য' নামে পরিচিত হইলেন। তদনন্তর ঐ শাক্যকুমারগণ ঋষি কপিলের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এক মহানগর নির্ম্মাণ করিলেন। কপিল-ঋষি উঁহাদের বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নগর কপিল-বাস্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। উক্ত পঞ্চকুমারের মধ্যে ওপুর জ্যেষ্ঠ। তিনি কপিল-বাস্তু নগরের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর, তাঁহার পুত্র করকণ্ডক, করকণ্ডকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষ; হস্তিকশীর্ষের পুত্র সিংহহনু। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র ও অমিতা নাম্নী একটী কন্যা জন্মে।

অমিতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ আলেপন, প্রত্যালেপন, বমন, বিরেচন ইত্যাদি বহু প্রকার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু ব্যাধির প্রশান্তি হইল না। ক্রমে অমিতার সর্ব্বশরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইল ও তিনি জনগণের ঘৃণাস্পদ হইলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যানে আরোপণপূর্ব্বক হিমালয়ের উৎসঙ্গ পর্ব্বতে গুহামধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে এক সুবৃহৎ গর্ত্তখনন করিয়া অমিতাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহারা গর্ত্তমধ্যে প্রভূতখাদ্য, উদক, উপাস্তরণ, প্রাবরণ প্রভৃতি রাখিয়া আসিলেন। মহাপাংশু রাশিদ্বারা গর্ত্তের দ্বাররুদ্ধ করিয়া তাঁহারা কপিলবাস্তুনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ সংরুদ্ধ থাকায় গর্ত্ত অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল। ঐ আবৃত স্থানে বাস করিয়া ও এই স্থানের উষ্ণতা সেবন করিয়া অমিতা কুষ্ঠব্যাধি হইতে বিমুক্তা হইলেন। তাঁহার শরীর নির্ব্রণ হইল। তিনি অমানুষিক সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন। মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া একটী ব্যাঘ্র সেখানে উপস্থিত হইল। সে পাদদ্বারা পাংশুরাশি অপসারিত করিল।

সেই স্থানের সান্নিধ্যে কোল নামক এক রাজর্ষি বাস করিতেন। তিনি পঞ্চপ্রকার অভিজ্ঞা ও চতুর্ব্বিধ ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও পানীয় দ্বারা সমৃদ্ধ ও বিভূষিত ছিল। সেই ঋষি আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া ব্যাঘ্র ভয়ে পলায়ন করিল। ঋষি ঐ গর্ত্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া উহার দ্বার অনাবৃত করিলেন। সেখানে সেই পরম রমণীয়া শাক্য-কন্যাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? অমিতা তখন সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিলেন। পরম সৌন্দর্য্যশালিনী অমিতাকে দর্শন করিয়া ঋষির অন্তঃকরণে উৎকট অনুরাগ উৎপন্ন হইল। তিনি ভাবিলেন* সংসারে এমন কি কেহ আছেন, যিনি চির ব্রহ্মচারী এবং

* "কিং চাপি ভাবচ্চিরব্রহ্মচারী ন চাস্ত রাগানুশয়ো সমূহতো।
পুনোহপি সো রাগবিষো প্রকুপ্যতি তিষ্ঠং যথা কাষ্ঠগতং অগ্নিহতদ্।"

যাঁহার হৃদয়ে আসক্তির লেশমাত্র নাই। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি যেমন লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণের হৃদয়েও অনুরাগ-বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। অবসর প্রাপ্ত হইলেই সেই অনুরাগরূপ আশীবিষ প্রকুপিত হয়।

তখন সেই রাজর্ষি শাক্যকন্যার সাহচর্য্যে ধ্যান ও অভিজ্ঞা হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। তিনি শাক্যকন্যাকে আহ্বান করিয়া আশ্রমপদে লইয়া গেলেন। উক্ত কোল ঋষির ঔরসে ও শাক্য-কন্যা অমিতার গর্ভে দ্বাত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহাদের আকৃতি অতি মনোরম এবং উহারা সকলেই অজিনজটা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর অমিতা তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন, তোমাদের মাতামহ কপিলবাস্তু নগরের রাজা, অতএব তোমরা সেই স্থানে গমন কর। পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কুমারগণ কপিলবাস্তু নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কপিলবাস্তু নগরের শাক্যগণ ঋষিকুমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কোথা হইতে এখানে আগত হইয়াছ? তাঁহারা বলি-লেন, অনুহিমবৎ প্রদেশে কোল নামক যে রাজর্ষি বাস করেন, আমরা তাঁহার পুত্র ও শাক্যরাজ সিংহহনুর দৌহিত্র। আমা-দের মাতা সিংহহনুর দুহিতা। শাক্যগণ এই কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে যে কুষ্টরোগগ্রস্তা অমিতাকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন, তিনি রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া-ছেন এবং তাঁহার গর্ভে ঋষিকুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা ঐ কুমারগণকে প্রভূত দান করিলেন। শাক্যকন্যাগণের সহ উহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কোল নামক ঋষির ঔরসে কুমারগণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারা কোলিয়বংশ নামে খ্যাতিলাভ করেন।

শাক্যগণের* দেবদহনামক একটী জনপদ ছিল। সেখানে সুভূতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী শাক্যরাজ বাস করিতেন। পূর্ব্বোক্ত কোলিয়বংশীয় কোন কন্যার সহিত সুভূতির বিবাহ হয়। সুভূতির মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া, কোলীসোবা ও মহা প্রজাবতী নামে সাতটী কন্যা জন্মে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সিংহহনু কপিলবাস্তর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, ধৌতোদন ও অমৃতোদন নামক চারিপুত্র ও অমিতা নাম্নী কন্যা জন্মিয়া-ছিল। সিংহহনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন কপিলবাস্তর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেবদহের রাজা সুভূতির যে পাঁচটী কন্যা জন্মিয়াছিল, শুদ্ধোদন উহাদের মধ্যে দুইটীকে বিবাহ করেন। এই দুই কন্যার নাম মায়া ও মহাপ্রজাবতী।

শাক্যবুদ্ধের জীবনী।

বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে* মায়াদেবীর গর্ভের সঞ্চার হয়। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে মায়াদেবী কপিলবাস্তু নগরের সান্নিধ্যে লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যান মধ্যে একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্রজাতমাত্রই শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, তিনি পুত্রের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এই নাম রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু রাজধানীতে আনীত হন। কুমারের প্রতিপালনের ভার উঁহার মাতৃস্বসা মহা প্রজাবতী গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়।

বাল্যজীবন।

হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে অসিত নামক এক মহর্ষি বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভাগিনেয় নরদত্তের সহিত কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। সিদ্ধার্থের দ্বাদশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতিপ্রকার অনুব্যঞ্জন দেখিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট জানাইলেন যে, যদি ঐ বালক সংসারাশ্রমে অবস্থান করে, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, আর যদি গৃহ-ত্যাগী হয়, তাহা হইলে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবে। অনন্তর ঋষি অসিত স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট নানাদেশীয় লিপি শিক্ষা করেন। গুরুগৃহে গমনের পূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্রী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, মাঙ্গল্য-লিপি, মনুষ্যলিপি, অঙ্গুলীয়লিপি, শকারিলিপি, ব্রহ্মলিপি, দ্রাবিড়লিপি, কিনারীলিপি, দক্ষিণলিপি, উগ্রলিপি, সংখ্যালিপি, অনুলোমলিপি, অৰ্দ্ধধনুর্লিপি, দরদলিপি, খাস্যলিপি, চীন-লিপি, হূণলিপি, মধ্যক্ষরবিস্তরলিপি, পুষ্পলিপি, দেবলিপি, নাগলিপি, কিন্নরলিপি, মহোরগলিপি, অসুরলিপি, গরুড়-লিপি, মৃগচক্রলিপি, চক্রলিপি, বায়ুমরুল্লিপি, ভৌমদেবলিপি, অন্তরীক্ষদেবলিপি, উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, অপরগোড়লিপি, পূর্ব্ববিদেহলিপি, উৎক্ষেপলিপি, নিক্ষেপলিপি, বিক্ষেপলিপি, প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, বজ্রলিপি, লেখপ্রতিলেখলিপি, অনুদ্রুতলিপি, শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি, গণনাবর্ত্তলিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্ত-লিপি, অধ্যাহারিণীলিপি, সর্ব্বরাত্রসংহারিণীলিপি, বিদ্যানু-লোমালিপি, বিমিশ্রিতলিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণী-

* অবদানকল্পলতা, মহাবংশ, জাতক, মহাবগ্‌গ, বুদ্ধচরিতকাব্য ইত্যাদি গ্রন্থেও ইহার অনুরূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে।

* এই বৃত্তান্ত ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিতকাব্য, সকোজোছুরিচু, গ্যাসোই য়োলুপ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত হইল।

প্রেক্ষণ-লিপি, সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দালিপি, সর্ব্বসারসংগ্রহণী ও সর্ব্বভূতরুতগ্রহণী প্রভৃতি চতুঃষষ্টিপ্রকারলিপি অবগত ছিলেন।

ক্রমে তিনি নানা বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও উপনিষদ্ বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইল। তিনি কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রত্যানীত হইলেন। শুদ্ধোদন দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা গোপার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সিদ্ধার্থ বিবাহের সময় বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, শিক্ষা, গণিত, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যখন তিনি বর্ণমালা শিক্ষা করেন, তখনই অকার উচ্চারিত হইবামাত্র "অনিত্যঃ সর্ব্বসংসারঃ" এই বাক্য তাঁহার কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করে। একদিন তিনি কৃষি-গ্রাম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একটী বৃক্ষ দেখিয়া উহার মূলে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকেন।

সংসারবৈরাগ্যের কারণ।

অনন্তর একদিন তিনি স্বীয় সারথিকে বলিলেন, সারথে, রথযোজনা কর, আমি উদ্যানভূমি দর্শন করিব। সারথি রথ যোজনা করিলেন। সেখানে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ লোককে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই লোকটী দণ্ডধারণপূর্ব্বক অতি কষ্টে স্খলিত গতিতে গমন করিতেছে কেন? ইহার শরীর দুর্ব্বল ও স্থৈর্য্যবিহীন এবং মাংস, রুধির, ও ত্বক্ সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহের স্নায়ু সকল প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্ত বিরল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি কৃশ, ইহার কারণ কি?[১]

সারথি উত্তর করিল, হে দেব, এই ব্যক্তি জরাদ্বারা অভিভূত, দুঃখিত ও বলবীর্য্যহীন। ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই ব্যক্তি এখন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকাষ্ঠ যেমন পড়িয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া কালযাপন করিতেছে।[২]

সিদ্ধার্থ সারথিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—এইরূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি এই ব্যক্তির কুলধর্ম্ম অথবা সংসারের সকল লোকেরই ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর প্রদান কর, তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ইহার যথাভূত কারণ চিন্তা করিব।[১]

তখন সারথি বলিল, হে দেব, ইহা এ ব্যক্তির কুলধর্ম্ম বা রাষ্ট্রধর্ম্ম নহে। সংসারের সকল লোকই যৌবন ও জরা কর্ত্তৃক অভিভূত হয়। আপনি ও আপনার পিতা, মাতা, বান্ধব ও জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই জরার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন না। লোকের অন্য গতি নাই।[২]

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে সারথে, লোক সকল নির্ব্বোধ। তাহাদের বুদ্ধিকে ধিক্, যে হেতু তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। তুমি রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি এই জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়াসুখে প্রয়োজন কি?[৩]

অপর একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানভূমি প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই লোকটী নিজ কুৎসিৎ মূত্র ও পূরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে কেন? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক। এই ব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি?[৪]

সারথি উত্তর করিলঃ—হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন ও

(১) কিং সারথে পুরুষ দুর্ব্বল অল্পস্থাম
উচ্ছুষ্ক মাংসরুধিরত্বচ স্নায়ুনদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো বিরলদন্ত কৃশাঙ্গরূপ
আলম্ব্য দণ্ড ব্রজতেঽসুখং স্খলন্ত॥" (ললিতবিস্তর)

(২) "এষো হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনের দারু॥" (ললিত বিস্তর)

(১) "কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্য হি ত্বং ভণাহি
অথবাপি সর্ব্বজগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সঞ্চিন্তয়িষ্যে॥" (ললিতবিস্তর)

(২) "নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্য জরযৌবন ধর্ষয়াতি।
তুভ্যমপি মাতৃপিতৃবান্ধব জ্ঞাতিসঙ্ঘো
জরয়া অমুক্তং নহি অন্যগতির্জনস্য॥" (ললিতবিস্তর)

(৩) "ধিক্ সারথে অবুধবালজনস্য বুদ্ধিঃ
যদ্ যৌবনেন মদমত্ত জরাং ন পশ্যে।
আবর্ত্তয়িষ্যিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
কিং মহ্য ক্রীড়রতিভির্জরয়াশ্রিতস্য॥" (ললিতবিস্তর)

(৪) "কিং সারথে পুরুষ রূপ-বিবর্ণগাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি বিকলো গুরুপ্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক উদরাকুলপ্রাপ্ত কৃচ্ছ্রে
মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে॥" (ললিতবিস্তর)

আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার বল হীন হইয়াছে। রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া এই ব্যক্তি অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।[১]

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অলীক, ব্যাধিসমূহ অতি ভয়ঙ্কর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা জগতে সুখ আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন ?[২]

অন্য সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যান-ভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন একটী মৃত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই লোকটী মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন ? ইহার চতুর্দ্দিকে লোক সকল কেশ ও নখ কম্পন করিতেছে ও মস্তকে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে। ঐ সকল লোক উহাকে বেষ্টিত করিয়া বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, ইহার কারণ কি ?[৩]

সারথি বলিল, হে দেব, জম্বুদ্বীপে এই লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তি পুনরায় পিতা, মাতা, পুত্র ও পত্নী প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে না। গৃহ, পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তি পরলোক গমন করিতেছে ; জ্ঞাতি প্রভৃতি আর এ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।[৪]

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, যৌবনে ধিক্, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। জীবনে ধিক্, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যে হেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত। যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলে লোকের পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিয়া মহা দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি ? অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিব।[১]

অন্য সময়ে সিদ্ধার্থ যখন নগরের উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যান-ভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটী শান্ত দান্ত, সংযত ও ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,[২] হে সারথে! এই লোকটী কে ? এ ব্যক্তি শান্তশীল ও প্রসান্তচিত্ত ; ইহার চক্ষুর্দ্বয় স্থির ও কাষায় বস্ত্র পরিধান। ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। ইনি ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়া শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অন্তকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইনি কে ?

সারথি বলিল, হে দেব, এই ব্যক্তির নাম ভিক্ষু। ইনি কামসুখ ত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন এবং আসক্তিহীন ও বিদ্বেষবিহীন হইয়া সামান্য আহার সংগ্রহ করিতেছেন।[৩]

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, তাহা সুন্দর সৎ। উহাতে আমার রুচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই প্রব্রজ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিজের হিত ও অন্য জীবের হিতসাধন করিতে পারা

---

(১) "এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো
ব্যাধীভয়ং উপগতো মরণান্ত প্রাপ্তঃ।
আরোগ্য-তেজরহিতো বলবিপ্রহীনো
অত্রাণবীপ্রশরণস্থপরায়ণশ্চ॥" (ললিতবিস্তর)

(২) "আরোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্নক্রীড়া
ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপম্।
কোনাম বিজ্ঞ পুরুষো ইম দৃষ্টবস্থাং
ক্রীড়ারতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা॥" (ললিতবিস্তর)

(৩) "কিং সারথে পুরুষ মঞ্চোপরিগৃহীতো
উদ্ধৃতো কেশনখপাংশু শিরে ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব বিহরন্তরস্তাড়ন্তো
নানাবিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ॥" (ললিতবিস্তার)

(৪) "এষো হি দেবপুরুষো মৃত জম্বুদ্বীপে
নহি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারম্।
অপহায় ভোগগৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংঘং
পরলোকপ্রাপ্ত নহি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিম্॥" (ললিতবিস্তর)

(১) "ধিগ্ যৌবনজরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্যধিক্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গৈঃ।
যদি জর নভবেয়া নৈব ব্যাধির্ণমৃত্যু-
স্তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্॥" (ললিতবিস্তর)

(২) "কিং সারথে পুরুষ প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্ত চক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।
কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতো বা॥" (ললিতবিস্তর)

(৩) "এষো হি দেবপুরুষ ইতি ভিক্ষুনামা
অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্যপ্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো
সংরাগদ্বেষবিগতো ভিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা॥" (ললিতবিস্তর)

যায় এবং জীবন সুখে যাপন করিতে পারা যায়। সুমধুর অমৃত অর্থাৎ মুক্তিই ঐ আশ্রমের ফল।[১]

অভিনিষ্ক্রমণ।

স্বীয় পুত্রের ঐরূপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া শুদ্ধোদন নানাবিধ উপায়ে উঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিদ্ধার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি নিশীথসময়ে শুদ্ধোদনের শয়নাগারে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, পিতঃ অদ্য আমি গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিব।

সিদ্ধার্থের চিত্ত তখন চারিপ্রকার প্রণিধানে নিমগ্ন হইয়াছিল। সংসার মহাচারক বন্ধন-প্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের বন্ধনমোচনের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম প্রণিধান জন্মিল। সংসার মহাবিদ্যান্ধকারগহন প্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের প্রজ্ঞা-চক্ষুঃ উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্মিল। তিনি তৃতীয় প্রণিধানে অহংকার মমকারাভিনিবিষ্ট লোকসমূহে আর্য্যমার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ প্রণিধানে তাঁহার মনে হইল, যে জীব সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে ধাবমান হয় এবং পুনরায় পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাগমন করে। এই অলাতচক্রসমারূঢ় সংসারী লোকসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশিত করিবার মানস করিলেন।

নগর হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত তিনি ছন্দক নামক স্বীয় সারথিকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। ছন্দক সিদ্ধার্থকে বলিল, দেব! সংপ্রতি আপনার একটী পুণ্যলক্ষণ পুত্র জন্মিয়াছে। সে চতুর্দ্বীপের অধিপতি হইবে। আপনি বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্তু রাজ্য সুসমৃদ্ধ ও রমণীয়। হে দেব, মুনিগণ জন্মান্তরে ঈদৃশ সম্পদভোগ করিতে পাইবেন বলিয়াই কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? দেখুন, আপনার পত্নী অতি রমণীয়া, বিকশিত পদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্টা, বিচিত্র হারশোভিতা, মণিরত্নভূষিতা ও মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে সমুদিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং মনোহরা ও শয়নগতা, এই পত্নীকে উপেক্ষা করিবেন না।[২]

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে ছন্দক, আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি নানাবিধ কাম্য বস্তু ইহলোকে ও দেবলোকে অনন্তকল্পকাল ভোগ করিয়াছি; কিন্তু আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহ ত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় প্রজ্বলিত লৌহ, আগ্নেয় গিরিশিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতেও গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাষ জন্মাইতে পারিবে না।[১]

সিদ্ধার্থের এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ছন্দক রথ সজ্জিত করিল। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পুষ্যানক্ষত্রযোগে সিদ্ধার্থ গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন।

তিনি ক্রমে শাক্য, কোড্য, মল্ল ও মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিলেন। ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি তখন শরীর হইতে সমস্ত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ছন্দককে গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, ছন্দক যেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়। সেই চৈত্য অদ্যাপি ছন্দকনিবর্ত্তন নামে প্রসিদ্ধ।

মস্তক-মুণ্ডন।

তদনন্তর তিনি মস্তক হইতে চূড়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যেস্থানে তাঁহার চূড়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়। উহা অদ্যাপি চূড়া-প্রতিগ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তিনি কাষায় বস্ত্রপরিহিত একটী ব্যাধকে দেখিতে পাইয়া উহার কাষায় বস্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের কৌষিক পট্টবস্ত্রের বিনিময় করিলেন। যেস্থানে তিনি কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়, উহা অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ।

ছন্দক সিদ্ধার্থের আভরণসমূহ লইয়া কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রতিগমন করিল। তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শুদ্ধোদন মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি সকলেই গভীর শোক-

---

(১) "সাধু সুভাষিত মিদঃ মম রোচতেৎ
প্রব্রজ্যা নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলঞ্চ॥" (ললিতবিস্তর)

(২) "ইমাং বিবুদ্ধাম্বুজপত্রলোচনাং
বিচিত্রহারাং মণিরত্নভূষিতাম্।
নপ্রমুক্তামিব বিদ্যুতাং নভে
নোপেক্ষসে শয়নগতাং বিরোচনাম্॥" (ললিতবিস্তর)

(১) "অপরিমিতানন্তকল্পাময়া ছন্দক।
ভুক্তা কামানিমাং রূপাশ্চ শব্দাশ্চ।
গন্ধা রসা স্পর্শতা নানাবিধা
দিব্য যে মানুষা নোচতৃপ্তিরভূৎ॥
বজ্রাশনি পরশুশক্তি শরশ্মবর্ষে
বিদ্যুৎপ্রভানম্বলিতং কথিতঞ্চ লোহং।
আদীপ্তশৈলশিখরাঃ প্রপতেয়ুর্মূর্দ্ধি
নোবা অহং পুনর্জনেয় গৃহাভিলাষম্॥" (ললিতবিস্তর)

সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সিদ্ধার্থের গৃহ প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত আভরণ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি আভরণ নামে খ্যাত।

গোপা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। গোপা শয্যা ত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি কেশগুচ্ছ ছেদন করিতে লাগিলেন ও গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত করিলেন। হায়! আমার পরিণায়ক অপগত হইয়াছেন, আমি জীবনের সমস্তপ্রকার প্রিয়বস্তু হইতে অদ্য বিযুক্ত হইলাম।[১]

দীক্ষা গ্রহণ।

বোধিসত্ত্ব ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যথাক্রমে শাক্যা ও পদ্মা নামধেয়া দুই ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। পরিশেষে তিনি বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে আরাড়-কালাম নামক কোন উপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আরাড় কালামের তিনশত শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্বও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তদুপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আরাড়-কালাম স্বীয় শিষ্যদিগকে আকিঞ্চন্যায়তনের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। এই মতে বিষয়বাসনাবিরহিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হওয়াই পরম মুক্তি। বোধিসত্ত্ব এই শিক্ষায় বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

অনন্তর তিনি মগধের অন্তর্গত পাণ্ডব-পর্ব্বতরাজ সমীপে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। রাজগৃহের লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের নিকট যাইয়া বলিল, মহারাজ, স্বয়ং ব্রহ্মা দেবরাজ চন্দ্র অথবা সূর্য্য আপনার নগর মধ্যে ভিক্ষা করিতেছেন। বিম্বিসার প্রাতঃকালে মহাজনকায় সমভিব্যাহারে পাণ্ডবপর্ব্বতরাজ পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

মগধরাজ বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহায় হউন, আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত কাম্য বস্তু ভোগ করুন।[২]

উপকারী ও দয়ার্দ্রচিত্ত বোধিসত্ত্ব মধুর, অকুটিল ও প্রেমপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, হে ধরণীপাল, আপনার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক, আমি কোন কামসুখের প্রার্থী নহি। কামনা বিষতুল্য ও অনন্ত দোষের আকর। কামের বশে লোক নরক, প্রেত, তির্য্যগ্ ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই কামনার সতত নিন্দা করিয়াছেন। আমি উহা শ্লেষ্ম-পিত্তের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি কোন্ দেশ হইতে আগত হইয়াছেন? আপনার কোথায় জন্ম? আপনার পিতা মাতা কোথায় বাস করেন!

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, হে ধরণীপাল, শাক্যগণের সুসমৃদ্ধিশালী কপিলবাস্তু নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগরের রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্বলাভের আশয়ে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার বলিলেন, আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমরা আপনার পিতার শিষ্য। হে স্বামিন্, যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব। এই কথা বলিয়া বিম্বিসার বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।[১]

এই সময় রুদ্রক নামক কোন উপাধ্যায় রাজগৃহে অধ্যাপনা করিতেন। রুদ্রক স্বীয় শিষ্যগণের নিকট 'নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির উপায়' ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বলিতেন, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটী অবলম্বন করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তিলাভ হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়। বোধিসত্ত্ব রুদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি মগধের গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনপ্রকার আধ্যাত্মিক উপমা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, যাঁহার কাম্য বস্তুবিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই, তিনি কখনই আন্তরিক ও শারীরিক দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত

---

(১) "গোপা শয্যাতো ধরণীতলে নিপত্য
কেশান্ লূনাতি অবশিরি ভূষণানি।
অহো সুভ্রষ্টং মম পরিণায়কেন
সর্ব্ব প্রিয়েভি ন চিরে তু বিপ্রয়োগঃ।" (ললিতবিস্তর).

(২) "পরমপ্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
অবচিষু চ মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্॥
ভবহি মম সহায়ু সর্ব্বরাজ্যং
অনুভব দাস্যে প্রভূতং ভুঙ্ক্ষ্ব কামান্॥". (ললিতবিস্তর)

(১) "মাচ পুনর্ব্বনে বসাহি শূন্যে মাভূয়ু তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসম্।
পরম সুকুমারু তুভ্যকায়ঃ ইহমমরাজ্যি বসাহি ভুঙ্ক্ষ কামান্॥
প্রভুণাত্তিগিরি বোধিসত্ত্বঃ শ্লক্ষ্ণ অকুটিলপ্রেক্ষণীয়াং হিতানুকম্পী।
স্বস্তি ধরণীপাল তেঽস্তু নিত্যং ন চ অহং কামগুণেভিরর্থিকোঽস্মি॥
কামঃ বিষসমা অনন্তদোষা নরকে প্রপাতনপ্রেততির্য্যগ্‌যোনৌ
বিদুভিবিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যাকশমাঃ জহিত ময়া যথা পক্বখেটপিণ্ডম্॥"

হইতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া আর্দ্রকাষ্ঠ জলমধ্যে সংস্থাপন করেন এবং ঐ কাষ্ঠ আর্দ্র অরণিদ্বারা সংঘর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উহা হইতে কখনই অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না; সেইরূপ যাঁহার চিত্ত রাগাদিদ্বারা আর্দ্র রহিয়াছে, তিনি কখনই জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপমা বোধিসত্ত্বের চিত্তে প্রথমে উদিত হয়। তদনন্তর তিনি ভাবিলেন, যিনি আর্দ্রকাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক আর্দ্র অরণিদ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনিও যেমন উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ যাঁহাদের হৃদয় রাগাদিদ্বারা অভিষিক্ত, তাঁহারাও জ্ঞানজ্যোতি লাভ করিতে পারেন না। ইহাই দ্বিতীয় উপমা। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক শুষ্ক অরণিদ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনি উহা হইতে অনায়াসে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারেন। সেইরূপ যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, তিনিই কেবল জ্ঞানাগ্নি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতীয়তঃ এই উপমা বোধিসত্ত্বের মনে উপস্থিত হয়।

অনন্তর তিনি গয়া প্রদেশে উরুবিল্বা গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জনা নদী দেখিতে পান। সেই রমণীয় নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বর্ত্তমান যুগে জম্বুদ্বীপ পঞ্চবিধ পাপদ্বারা কলুষিত। এক্ষণে আমি জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণকে কিরূপে ধর্ম্মকার্য্যে অভিনিবিষ্ট করিব, ইহা আমার চিন্তনীয়। বোধিসত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিয়া ষড়্‌বর্ষব্যাপিনী তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আস্ফানক ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলেন। যেমন বলবান্ লোক দুর্ব্বল লোককে অনায়াসেই শাসন করিতে পারে, সেইরূপ বোধিসত্ত্ব চিত্ত ও দেহকে সংযত করিতে লাগিলেন। যখন বোধিসত্ত্ব আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। তাঁহার কর্ণছিদ্র হইতে মহাশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্রও রুদ্ধ হইল। মুখ, নাসিকা ও কর্ণ সংরুদ্ধ হওয়ায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি ঊর্দ্ধাভিমুখী হইল। খিরঃপিণ্ড ভেদ করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহির্গত হইল। ক্রমে তিনি আহার সংযত করিলেন। পরিশেষে প্রতিদিন একটীমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি যথাবিহিত আসনে উপবিষ্ট ললিতব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন। বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনা তীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন; তখন বলিয়াছিলেন, এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতালাভ করুক এবং আমার ত্বক্ অস্থি ও মাংস এইস্থানে বিলীন হউক; কিন্তু সুদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না।[১]

রাজর্ষিবংশোদ্ভব মহর্ষি বোধিসত্ত্ব পরমজ্ঞান লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিদ্রুম মূলে আসীন হইলে সংসারের সকল লোকেই হর্ষ প্রকাশ করিল; কিন্তু সদ্ধর্ম্মের শত্রু মার ভীত হইল। লোকে যাহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্পশর নামে অভিহিত করে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজ্যের অধিপতি মুক্তির বিদ্বেষী মার নামে অভিহিত করেন। বিলাস, হর্ষ ও দর্প নামক তিন পুত্র এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা মারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পিতঃ, আপনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? তখন মার উক্ত পুত্র ও কন্যাদিগকে বলিল, শাক্য মুনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূপ ধর্ম্ম, সত্ত্বরূপ আয়ুধ এবং বুদ্ধিরূপ বাণ-ধারণপূর্ব্বক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া বোধিদ্রুমমূলে আসীন আছেন; সেই হেতু আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছে। যদি উনি আমাকে পরাজিত করিয়া সংসারে মোক্ষধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমি সমগ্র রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কন্দর্পের বৃত্তি লোপ হইল। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত শাক্যমুনি দিব্যচক্ষুঃ লাভ না করেন এবং যে কাল পর্য্যন্ত তিনি আমার রাজ্যে অবস্থান করেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিব। যেমন নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া সেতু ভেদ করে, আমিও সেইরূপ উঁহাকে ভেদ করিব। তদনন্তর লোকহৃদয়ের অস্বাস্থ্যকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হইল।[২] তদ-

---

(১) "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"
(ললিতবিস্তর)

(২) বুদ্ধচরিত কাব্য, ত্রয়োদশ সর্গে—
"তস্মিংশ্চ বোধায় কৃতপ্রতিজ্ঞে রাজর্ষিবংশপ্রভবে মহর্ষৌ
তত্রোপবিষ্টে প্রজহর্ষ লোকস্তত্রাস সদ্ধর্ম্মরিপুস্তু মারঃ॥
যং কামদেবং প্রবদন্তি লোকে চিত্রায়ুধং পুষ্পশরং তথৈব
কামপ্রচারাধিপতিং তমেব মোক্ষদ্বিষং মারমুদাহরন্তি॥
তস্যাত্মজা বিভ্রমহর্ষদর্পাস্তিস্রো রতিপ্রীতিতৃষশ্চ কন্যাঃ।
পপ্রচ্ছুরেনং মনসো বিকারং স তাংশ্চ তাংশ্চৈব বচোঽভ্যভাষে॥
অসৌ মুনির্নিশ্চয়বর্ম্ম বিভ্রৎ সত্ত্বায়ুধং বুদ্ধিশরং বিকৃষ্য
জিগীষুরাস্তে বিষয়ান্ মদীয়ান্ তস্মাদয়ং মে মনসো বিষাদঃ॥
যদি হ্যসৌ মামভিভূয় যাতি লোকায় চাখ্যাত্যপবর্গমার্গম্
শূন্যস্ততোঽয়ং বিষয়ো মমাদ্য বৃত্তাচ্চ্যুতস্যেব বিদেহভর্ত্তুঃ॥
তদ্যাবদেবৈষ ন লব্ধচক্ষুর্মদ্গোচরে তিষ্ঠতি যাবদেব
যাস্যামি তাবদ্ ব্রতমস্য ভেত্তুং সেতুং নদীবেগ ইবাভিবৃদ্ধঃ॥"

নন্তর লোকহৃদয়ের অস্বাস্থ্যকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হইল। অনন্তর মার ধনুর অগ্রভাগে বামহস্ত সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে যোগাসনে আসীন এবং ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলিল। বোধিসত্ত্বের সহ মারের প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ হইল। অনন্তর মার ও তাহার পুত্র কন্যা এবং অসংখ্য সৈন্য একত্র সমবেত হইয়া বিবিধ উপায়ে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল। মারসেনার সহিত বোধিসত্ত্বের যে প্রবল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল; তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত বুদ্ধচরিতকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে বর্ণিত আছে।[১]

মার সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া অতি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে স্বগৃহে প্রতিগমন করিয়াছিল। তদনন্তর রতি তৃষ্ণা ও আরতি নামধেয়া তিন কন্যা মারকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, হে পিতঃ, আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমরা কৌশলপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে আপনার অধীন করিয়া দিতেছি। অনন্তর উহারা যুবতীর রূপ ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল।

ইন্দুবদনা ও মোহরূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা রতি সংসারের নানা প্রকার সুখের কথা বলিয়া বোধিসত্ত্বকে বিমোহিত করিতে লাগিল। সে বলিল, হে বোধিসত্ত্ব, তুমি সাম্রাজ্য সুখ ত্যাগ করিয়া কেন দীনভাবে কালযাপন করিতেছ? সম্পৎসমূহ ত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা কাহার নিকট শুনিয়াছ? তুমি আমাদিগের আশ্রয়ে আগমন কর; যদি তুমি বিপথগামী না হইয়া থাক; তাহা হইলে আমাদের নিকট আইস। নিদ্রালু লোক যেমন কাহার কথা শুনিতে পায় না, ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বও সেইরূপ রতির বাক্য শুনিতে পাইলেন না।[২]

রতির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তৃষ্ণা ও আরতি আসিয়া বোধিসত্ত্বকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। অনন্তর উহারা বৃদ্ধার রূপ ধারণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকটও নানা উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিল।

এক সময়ে রতি, তৃষ্ণা ও আরতি বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল, হে ভগবন্, আমরা আপনার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম প্রদান করুন। আপনার কথা শুনিয়া আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুবর্ণপুর হইতে এইস্থানে আগমন করিয়াছি। আমরা কন্দর্পের দুহিতা। আমাদের পাঁচশত ভ্রাতা। তাহারাও সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছে। আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব আমি ও আমার ভগিনীগণ আমরা সকলেই আজ বিধবা হইলাম।[১]

নির্লজ্জ মারও যথাসাধ্য সর্ব্বশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব কন্দর্পের বিজয় সাধন করিয়া মহাপ্রীত্যাহারব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মার-সেনাকে পরাভূত করিয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল এবং তাঁহাতে রাগধ্যান সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ সবিতর্ক, দ্বিতীয়তঃ অবিতর্ক, তৃতীয়তঃ নিষ্প্রীতিক এবং চতুর্থতঃ অদুঃখাদুঃখ ধ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ এবং অসৎবৃত্তিসমূহই মঙ্গলদায়ক, এইরূপ বিচার করিয়া তিনি সবিতর্কধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধের উপশান্ত হওয়ায় তিনি অবিতর্ক সমাধি লাভ করিয়াছেন। যখন প্রীতি ও অপ্রীতি এতদুভয়ের প্রতি তাঁহার উপেক্ষা জন্মিল, তখন তিনি নিষ্প্রীতিক ধ্যান লাভ করিলেন। সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত ক্রমে সুনির্ম্মল হইল। তখন তিনি অদুঃখাসুখ ধ্যান লাভ করিলেন।

তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষুঃ উৎপন্ন হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার পূর্ব্বতন বিষয়সমূহ মনে পড়িল। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের দুঃখের কারণ ভাবিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়া-প্রবাহের মধ্যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণ-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যকারণ ভাবের অখণ্ড্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনাদিসংসারের বাহ্যবস্তুসমূহ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ লাভ করিতেছে। আধ্যাত্মিক জগতেও কুশল এবং অকুশল চৈতসিক বৃত্তিসমূহ

---

(১) "ততো ধনুঃ পুষ্পময়ং গৃহীত্বা শরাংস্তথা মোহকরাংশ্চ পঞ্চ।
সোঽশ্বথমূলং সসুতোঽভ্যগচ্ছদস্বাস্থ্যকারী মনসঃ প্রজানাম্॥
অথ প্রশান্তং মুনিমাসনস্থং পারং তিতীর্ষুং ভবসাগরস্য।
বিষজ্য সব্যং করমায়ুধাগ্রে ক্রীড়ন্ শরেণেদমুবাচ মারঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

(২) "রতিস্তত্রেন্দুবদনা মোহবিদ্যাস্বলঙ্কৃতা।
মোহয়ামাস তৈস্তৈস্তং গার্হস্থ্যসুখশংসনৈঃ॥
চক্রবর্ত্তিসুখং ত্যক্ত্বা কিং দীনঃ সুখমাশ্রয়ে।
ত্যক্ত্বা সংপৎ কথং মোক্ষ ইত্যস্মান্ সমুপাশ্রয়॥
নোচেৎ ত্বং বিপ্রতিস্মারী ভ্রষ্টো মম স্মরিষ্যসি।
নিদ্রালুরিব তদ্বাক্যং নাশৃণোদ্ ধ্যানমীলিতঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

(১) "প্রব্রজ্যাং দেহি ভগবন্ ভবচ্ছরণমাগতাঃ।
বার্ত্তামাকর্ণ্যভবতাং আয়াতাঃ কাঞ্চনাৎ পুরাৎ॥
গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য নমুচেরাত্মজা বয়ম্।
পঞ্চশতানাং ভ্রাতৃণাং শিক্ষাসংবরণোৎসুকাঃ॥
যথা ত্বমসি বৈরাগ্যো বয়ং চ ভর্ত্তৃবর্জ্জিতাঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিয়াছে। জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়; তাহা চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। তিনি রাত্রির শেষ যামে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অবিদ্যার কিরূপে নিবৃত্তি হইতে পারে এবং লোক সকল কিরূপে দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে পারে। বহুচিন্তা করিয়া তিনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখসমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি 'বুদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরও এক সপ্তাহকাল তিনি বোধিদ্রুম মূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ নাগরাজভবনে এবং ৬ষ্ঠ সপ্তাহে অজপালের ন্যগ্রোধমূলে অবস্থিতি করেন। সপ্তম সপ্তাহে তথাগত তারায়ণমূলে বিহার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুই বণিক্ সহোদর বহুলোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথ গমন করিতেছিল। তাহারা অতি ভক্তিসহকারে বুদ্ধকে আহার প্রদান করিয়াছিল।

তদনন্তর তথাগত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বারাণসী মহানগরীতে মৃগদাব নামক স্থানে গমন করেন। বারাণসী গমনকালে আজীবক নামক কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন, হে গৌতম! তুমি কোথায় যাইবে? বুদ্ধ বলিলেন, 'আমি বারাণসী গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।'[১] তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, হে গৌতম! আমি প্রস্থান করিলাম। তোমার গন্তব্যপথ এখনও অনেক দূরে আছে।

অনন্তর গয়া প্রদেশে সুদর্শন নামক নাগরাজ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধ গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহা-কাশ্যপ, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচজন শিষ্যের নিকট নির্ব্বাণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় এই চারিটাকে আর্য্যসত্য বলে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগ ইত্যাদি সমস্তই দুঃখ শব্দ-বাচ্য। সংক্ষেপতঃ তৃষ্ণাই দুঃখোৎপত্তির কারণ এবং তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্‌বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটাকে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে এবং ঐ আটটার অবলম্বনেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিয়ৎকাল পরে ৫৪ জন যুবরাজ ও এক হাজার তীর্থিক বুদ্ধের ধর্ম্মগ্রহণ করেন। এই তীর্থিকগণ প্রথমে অগ্নির উপাসনা করিতেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসার এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন এই দুই জন বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। ইহারা অগ্রশ্রাবক নামে কথিত ছিলেন।

অনন্তর বুদ্ধ কপিলবাস্তু নগরে আহূত হন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। এই সময়ে বুদ্ধের পুত্র রাহুল ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র অনিরুদ্ধ ও আনন্দ এবং শ্যালক দেবদত্ত বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব আনন্দকে প্রধান উপস্থায়কের পদে বরণ করেন। অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীতে গমন করেন। তথায় শিষ্যগণকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি রাজগৃহের সমীপে একটা স্থানে গমন করেন। তথায় তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় জীবক নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক তাঁহার ঔষধের ব্যবস্থা করেন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া কূটদন্ত ও শৌলনামক ব্রাহ্মণদ্বয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

এই সময়ে দেবদত্ত, তদানীন্তন মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত মিলিত হইয়া বুদ্ধদেবের প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন। পরিশেষে দেবদত্তের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে ও অজাতশত্রু বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয়গ্রহণ করেন। দেবদত্ত সানুষ্ঠিত পাপের ফলভোগের নিমিত্ত নিরয়গামী হন।

বুদ্ধদেব প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে স্বীয়ধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতির বিশেষ অনুরোধে ও

(১) "বারাণসীং গমিষ্যামি গন্তা বৈ কাশিকাং পুরীং।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্॥"

আনন্দের প্রার্থনায় তিনি উক্ত মাতৃষসাকে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষিত করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের পত্নী যশোধরাও বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ক্রমে পাঁচ শত স্ত্রীলোক বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রাজা বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনেক স্ত্রীলোককে তদ্ধর্ম্মে আকৃষ্ট করেন। বিশাখানাম্নী বণিক্‌কন্যাও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভূত উন্নতি বিধান করেন।

শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নামক একজন বণিক্ বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে জেতবন বিহার প্রদান করেন। বুদ্ধদেব ঐ বিহারে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয়—সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নির্ব্বাণ লাভ করেন। আনন্দই বুদ্ধের প্রধান সেবক হন। আনন্দ বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে আনন্দ অসংখ্য ভিক্ষুকে রাজগৃহ নগরে উপস্থানশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব উপস্থানশালায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর।

যতদিন তোমরা কর্ম্ম, ভস্ম, নিদ্রা ও আমোদ এই সকলে রত না হইবে, যতদিন তোমাদের পাপেচ্ছা প্রবল না হইবে, যতদিন তোমরা পাপমিত্রের আশ্রয় না লইবে ও সতত নির্ব্বাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না।"

হে ভিক্ষুগণ! অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্ম শ্রবণ কর, যতদিন তোমরা শ্রদ্ধাবান্, হ্রীমান্, বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ, বীর্য্যশালী, স্মৃতিমান্ ও প্রজ্ঞাবান্ থাকিবে, ততদিন তোমাদের ক্ষয় হইবে না।"

অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্ম এই—যতদিন তোমরা স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত প্রকার জ্ঞানাঙ্গ ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না।"

অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যতদিন তোমরা অনিত্য, অনাত্ম, অশুভ, আদীনব, প্রহাণ, বিরাগ ও নিরোধ এই সাতপ্রকার সংজ্ঞার ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের পতন হইবে না। অর্থাৎ তোমরা ভাবিবে, সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য; সকলই অলীক, সকলেরই পরিণাম অশুভ এবং সকলই পাপময়। এইরূপ ভাবনা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের লাভ, উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপান্তরের অনুৎপত্তি এই চারিটী বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইবে। অনন্তর সংসারাশক্তি ত্যাগ করিয়া বাসনাসমূহের ক্ষয় করিবে।

অপর ছয়টী অপরিহানীয় ধর্ম্ম—যতদিন ভিক্ষুগণ কায়মন ও বাক্যে ব্রহ্মচারিগণের প্রতি মিত্র ব্যবহার করিবেন, যতদিন ভিক্ষুগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমূহ কেবল নিজে ভোগ না করিয়া শীলবান্ ব্রহ্মচারিগণকে কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দিবেন, যতদিন ভিক্ষুগণ স্বীয় সদাচার রক্ষা করিবেন ও সদ্ধর্ম্মে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিবে; ততদিন তাঁহাদিগের ক্ষয় হইবে না।"

অনন্তর বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আনন্দের সমভিব্যাহারে অম্বলম্বিকা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে বহু ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ঐ স্থানে শীলসমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে নানা ধর্ম্মালাপ করেন ও বলেন, শীল-পরিশুদ্ধ সমাধি, সমাধিপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাপরিশুদ্ধচিত্ত মহাফল প্রসব করে।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আনন্দের সমভিব্যাহারে নালন্দায় গমন করেন। সেখানে সারিপুত্র নামক শিষ্যের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধদেব নালন্দার প্রাবারিকাম্রবনে বিহার করিতেছেন; এমন সময়ে সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "হে ভগবন্, আপনার প্রতি আমার এরূপ ভক্তি যে, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে অতীত কালে এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন না, যিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। তখন বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে সারিপুত্র, অতীতকালে যে সকল জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া কি জানিতে পারিয়াছ, তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে যে সকল জ্ঞানীলোক আবির্ভূত হইবেন; তাঁহাদের চিত্তের সহিত কি তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, তাঁহাদের শীল, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ হইবে? হে সারিপুত্র, তুমি আমার চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, আমার শীল ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ?

সারিপুত্র উত্তর করিলেন, "হে ভগবন্, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞানিগণের চিত্তের সহ আমার চিত্তের বিনিময় করিতে আমি সমর্থ নহি। আমি কেবল তাহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রণালী অবগত হইয়াছি। নৃপতিগণ সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহা দৃঢ় প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উহার একটীমাত্র বহির্দ্বার বিদ্যমান এবং একজন বিজ্ঞ দ্বারবান্ সতত ঐ বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। দ্বারবান্ পরিচিত

লোকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয়। ঐ বহির্দ্বার ব্যতীত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অপর কোন পথ বিদ্যমান থাকে না। প্রাকারের সন্নিধানে এমন একটী ছিদ্রও থাকে না, যদ্দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বিড়ালও ভিতরে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করিতে পারে। হে ভগবন্, অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের জ্ঞানিগণ ধর্ম্মের এইরূপ একটী দ্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ কাম, হিংসা, আলস্য, বিচিকিৎসা ও মোহ এই পাঁচ প্রকারের প্রতিবন্ধক নিবারণ করা উচিত। অনন্তর ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষপ্রদান, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, শাঠ্য, মায়া, মদ, বিহিংসা, অহ্রী, অনপত্রপা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, অশ্রাদ্ধ্য, কৌশীদ্য, প্রমাদ, মুষিতস্মৃতিতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচার এই চতুর্বিংশতি প্রকার উপক্লেশ অর্থাৎ চিত্তের দূষিতভাব পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ অলীক এই চারিপ্রকার চিন্তার সতত অনুস্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সম্বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ পরম জ্ঞানের পথ ভাবনা করা বিধেয়। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সম্বোধি বা পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতীতকালের জ্ঞানিগণ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎকালের জ্ঞানিগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধিলাভ করিবেন। ভগবান্‌ও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন।"

অনন্তর বুদ্ধদেব পাটলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাটলীগ্রামের উপাসকগণ সমবেত হইয়া বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যা করেন। তিনি আবসথাগারে আসীন হইয়া উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে উপাসকগণ, অধার্ম্মিক ও দুঃশীল গৃহস্থগণের পঞ্চপ্রকার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। (১) দুঃশীল গৃহস্থগণ ঘোর দরিদ্রতায় নিপতিত হয়। (২) তাহাদিগের দুর্নাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়; (৩) তাহারা মনুষ্যসমাজে সশঙ্ক অন্তঃকরণে বিচরণ করে; (৪) দেহত্যাগের সময়েও তাহাদের চিত্তের উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় না এবং (৫) মরণান্তর তাহারা নিরয়গামী হয়। পক্ষান্তরে সুশীল গৃহস্থগণের পাঁচপ্রকার লাভ দৃষ্ট হয়,—(১) সুশীল গৃহস্থগণ মহাসুখ ভোগ করেন; (২) তাঁহাদের সুনাম চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয়; (৩) তাঁহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে মনুষ্যসমাজে বিচরণ করেন। (৪) দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহাদিগের চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না এবং (৫) মরণান্তর তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দ ও ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে কোটি গ্রামে গমন করেন। সেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, হে ভিক্ষুগণ, চতুরার্য্য সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় লোক সকল পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে গতায়াত করে। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ ধ্বংসের উপায় এই চারিটী মহাসত্যের সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা ভবতৃষ্ণার নিবৃত্তি ও পুনর্জ্জন্মের উচ্ছেদ হয়।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নাড়িকা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং ঐ স্থানে গুঞ্জকাবসথে কিছুকাল বিহার করেন। তথায় তিনি ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম্মাদর্শ নামক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মাদর্শের সার মর্ম্ম এই,—যে ব্যক্তি অবিচলিত অন্তঃকরণে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে আর নরকে বা প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধদেব বৈশালী নগরীতে গমন করিয়া আম্রপালী গণিকার গৃহে ভোজন করেন। আম্রপালী গণিকা নীচ আসন গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি নম্রভাবে বলিল, হে ভগবন্! আমার আম্রবন ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিতেছি; আপনি উহা প্রতিগ্রহ করুন।" বুদ্ধদেব আম্রপালী গণিকাকে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সমুৎসাহিত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

অনন্তর বুদ্ধদেব বেলুর গ্রামে (বিল্বগ্রামে) গমন করেন এবং সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ পীড়িত হওয়ায় ভিক্ষুগণ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তিনি তখন আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে আনন্দ, ভিক্ষুগণ আমার নিকটে কি প্রত্যাশা করেন? আমি তোমাদিগের নিমিত্ত প্রকাশ্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, আমার ধর্ম্মে গুহ্য কিছুই নাই। তোমরা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, ধর্ম্মদীপ প্রজ্বলিত কর, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিও না, নিজেই নিজের আশ্রয় হও। হে আনন্দ, আমার পরিনির্ব্বাণের পর যিনি ধর্ম্মের শরণ লইবেন, ধর্ম্মদীপ প্রজ্বলিত করিবেন, বিমুক্তি লাভের নিমিত্ত নিজের উপর নিজে নির্ভর করিবেন এবং অন্যের আশ্রয় লইবেন না, তিনিই ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবেন।"

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীর চাপাল চৈত্যে গমন করিয়া তথায় কিছুকাল বিহার করেন। এই সময়ে পাপাত্মা মার আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "হে ভগবন্! পরিনির্ব্বাণ লাভ করুন। আপনার পরিনির্ব্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে।" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে মার! যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাসমূহ বিনীত, বিশারদ, ধর্ম্মধর ও ধর্ম্মানুধর্ম্মচারী

না হইবেন ; ততদিন আমি পরিনির্ব্বাণগত হইব না, হে মার, যতদিন লোকসমাজে ব্রহ্মচর্য্যা সুপ্রচারিত না হইবে ; ততদিন আমি পরিনির্বৃত হইব না ; হে মার, ব্যস্ত হইও না, অদ্যাপি তিন মাসের পর আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।"

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে আনন্দ, বিমোক্ষের আটটী সোপান বিদ্যমান আছে। (১) যাহাদের মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারা বাহ্য জগতে রূপ দেখিতে পায়, ইহাই বিমোক্ষের প্রথম সোপান। (২) মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান নাই অথচ বহির্জগতে রূপ দেখিতে পায়, ইহাই বিমোক্ষের দ্বিতীয় সোপান। (৩) মনের ভিতর রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহির্জগতে রূপ দৃষ্ট হয় না, ইহা তৃতীয় সোপান। (৪) রূপ জগৎ অতিক্রম করিয়া "আকাশ অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশানন্ত্যায়তনে বিহার করে ; ইহাই বিমোক্ষের চতুর্থ সোপান। (৫) আকাশানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "জ্ঞান অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনে বিহার করে, ইহা বিমোক্ষের পঞ্চম সোপান। (৬) বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকিঞ্চন্যায়তনে বিহার করে ; ইহা বিমোক্ষের ৬ষ্ঠ উপায়। (৭) আকিঞ্চন্যায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞানও নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নৈব-সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার করে, ইহা বিমোক্ষের ৭ম সোপান। (৮) নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ের নিরোধ সাধনপূর্ব্বক সংজ্ঞা-বেদয়িতৃ নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা বিমোক্ষের অষ্টম সোপান।

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে আনন্দ বৈশালীর সমগ্র ভিক্ষুকে কূটাগারশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছি ; তোমরা সুন্দররূপে উহা পর্য্যালোচনা কর। লোকের হিত ও সুখের নিমিত্ত জগতে ব্রহ্মচর্য্যা সুপ্রতিষ্ঠিত কর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি, তাহার মধ্যে বক্ষ্যমাণ সপ্তত্রিংশৎ বিষয় তোমরা সম্যক্‌রূপে ধারণ করিবে। সেই সপ্তত্রিংশৎ বিষয় এই :— চারিটী স্মৃত্যুপস্থান, চারিটী সম্যক্‌ প্রহাণ, চারিটী ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গক অষ্ট মার্গ। কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ অলীক, এই প্রকার ভাবনার নাম চতুঃস্মৃত্যুপস্থান। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ ও নূতন পাপের অনুৎপত্তি ; এই চারিপ্রকার চেষ্টার নাম চতুঃসম্যক্‌প্রহাণ। অসামান্য ক্ষমতা লাভের নিমিত্ত অভিলাষ, চিন্তা, উৎসাহ ও অন্বেষণকে চারিটী ঋদ্ধিপাদ বলে। শ্রদ্ধা, সমাধি, বীর্য্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটীর নাম পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পাঁচ পদার্থ আবার পঞ্চবল নামেও অভিহিত হয়। স্মৃতি, ধর্ম্ম, পরিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটীর নাম সপ্তবোধ্যঙ্গ। সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সংকল্প, সম্যক্‌বাক্‌, সম্যক্‌ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি এই আটটীর নাম অষ্ট আর্য্যমার্গ।

এই সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ লইয়া আমি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমরা এই ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে আলোচনা কর ও লোকসমাজে প্রচার কর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তিন মাসের পর পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব। তোমরা সাবধান হইয়া কার্য্য কর। অনন্তর তিনি বক্ষ্যমাণ গাথা গান করিলেন :—আমার বয়স পরিপক্ক হইয়াছে, জীবনের অল্প অবশেষ আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া যাইব, আমার নিজের আশ্রয় আমি স্থির করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত সমাহিত ও সুশীল হও ; স্থিরসংকল্প হইয়া স্বীয় চিত্ত পর্য্যবেক্ষণ কর। যিনি প্রমাদপরিশূন্য হইয়া এই ধর্ম্মে বিহার করিবেন, তিনি জন্ম ও সংসারের উচ্ছেদ করিয়া দুঃখের চিরধ্বংস করিবেন।১

অনন্তর বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে ভণ্ড গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি এই চতুঃপদার্থের অনুশীলনবশতঃ লোকসকল সংসারপথে দীর্ঘকাল সংধাবন করে।'

তদনন্তর বুদ্ধদেব হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম ও ভোগ নগরে যথাক্রমে গমন করেন। তিনি ভোগ নগরে আনন্দচৈত্যে বিহার করিতে করিতে বলিয়া ছিলেন "হে ভিক্ষুগণ, যদি কোন ভিক্ষু আসিয়া তোমাদিগকে বলেন, তিনি অমুক বাক্যটী ভগবানের মুখে শুনিয়াছেন বা ভিক্ষুসংঘের নিকট ঐ বাক্যের উপদেশ পাইয়াছেন, অথবা কোন আবাসে কয়েকজন স্থবির ভিক্ষু মিলিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত বাক্য বলিয়াছেন অথবা কোন বিদ্বান্‌ ভিক্ষুর মুখ হইতে ঐ বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার কথায় প্রথমতঃ আস্থা

(১) "পরিপক্কো বয়ো মহ্যং পরিত্তং মম জীবিতং।
পহায় বো গমিস্সামি কতং মে সরণমত্তনো॥
অপ্পমত্তা সতিমন্তো সুশীলা হোথ ভিক্খবো।
সুসমাহিতসংকপ্পা সচিত্তম্‌ অনুরক্‌খথ॥
যো ইমস্মিং ধম্মবিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি।
পহায় জাতিসংসারং দুক্‌খস্সন্তং করিস্সতি॥"

বা অনাস্থা কিছুই স্থাপন করিও না। তাঁহার কথিত বাক্যটী সূত্রপিটক বা বিনয়পিটকের সহিত মিলাইয়া দেখিও, যদি সূত্রে বা বিনয়ে উহার অনুরূপ বাক্য বিদ্যমান থাকে; তাহা হইলে জানিবে, উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিও। আর যদি সূত্রে বা বিনয়ে বাক্যটী দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জানিবে উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী দূষিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইলে তাহার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও না।"

অনন্তর বুদ্ধদেব পাবা নামক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক শিষ্যের আম্রবনে বিহার করেন। চুন্দ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "হে ভগবন্! ভিক্ষু-সঙ্ঘের সহ সমবেত হইয়া আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" বুদ্ধ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধ প্রকার খাদ্য ও প্রভূত শূকর মাংস প্রস্তুত করিল। পরদিন বুদ্ধ চুন্দের আলয়ে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, "হে চুন্দ, তুমি শূকর মাংস আমাকে পরিবেশন কর, এই ভিক্ষুসঙ্ঘকে উহা প্রদান করিও না; মনুষ্য লোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে বুদ্ধ ভিন্ন এমন কেহ নাই, যিনি শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারেন। হে চুন্দ, আমাকে পরিবেশন করিবার পর যে শূকর মাংস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত কর।" তাঁহার বাক্যানুসারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল।

চুন্দের গৃহে ভোজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের লোহিত প্রস্কন্দিকা ব্যাধি অর্থাৎ রক্তামাশয় জন্মে। তিনি সেই অবস্থায় কুশীনগরাভিমুখে গমন করেন। পথ মধ্যে তিনি আনন্দকে বলেন, হে আনন্দ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি; তুমি একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়া এই বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর। আমার পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর। অনন্তর বুদ্ধদেব জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

সেই সময়ে পুক্কস নামক আলাড়-কালামের কোন শিষ্য কুশীনগর হইতে পাবাভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন। তিনিও সেই সময় কুশীনগরাভিমুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "অহো প্রব্রজ্যার কি অসামান্য প্রভাব। এক সময়ে আলাড়কালাম কোন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ৫০০ শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না বা উহার শব্দ শুনিতে পাইলেন না।" পুক্কসের কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন "হে পুক্কস, আমি একসময়ে আতুমা নামক স্থানে ভূষাগারে তপস্যা করিতেছিলাম। তখন অবিরত মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ নিঃসরণ হইতে ছিল। সেই দুর্ঘটনায় ভূষাগারের দুইজন কৃষক ও চারিটী বলীবর্দ্দ প্রাণত্যাগ করে। যেখানে সেই কৃষকদ্বয় ও বলীবর্দ্দ চতুষ্টয় বিনষ্ট হয়, সেই স্থানে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়, এখানে কি হইয়াছে!" আমি বলিলাম আমি কিছুই জানি না। সেই লোক তখন আমাকে বলিল, "মহাশয়, দেববর্ষণ, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎস্ফুরণ ইহার কিছুই কি আপনি দেখিতে পান নাই?" আপনার কর্ণে কোন শব্দ প্রবেশ করে নাই? অনন্তর সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?" আমি বলিলাম না, আমি জাগ্রত ছিলাম। তখন সেই লোক বলিল "মহাশয়, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি জাগ্রত ছিলেন অথচ কিছুই জানিতে পারেন নাই।" বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুক্কস অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও সেই দিন তিনি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুক্কস বুদ্ধকে একখানি সুবর্ণ বর্ণ বস্ত্র প্রদান করেন। আনন্দ ঐ বস্ত্রের দ্বারা বুদ্ধের দেহ আবৃত করেন। অনন্তর বুদ্ধ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ককুৎথা নদীতীরে উপস্থিত হন। তিনি ঐ নদীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া চুন্দের আম্রবনে আবাস গ্রহণ করেন। চুন্দ একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়া বুদ্ধের শয্যা প্রস্তুত করে। বুদ্ধ ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি আনন্দকে একান্তে আহ্বান করিয়া বলিলেন "হে আনন্দ, চুন্দের মনে যদি কোন প্রকার পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি উহার বিমোচন করিও। তাহার গৃহে ভোজন করিয়া আমার প্রবল ব্যাধি জন্মিয়াছে, ইহা ভাবিয়া সে যেন দুঃখিত না হয়। তুমি তাহাকে বলিও যে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া যে সদ্ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছে; তদ্দ্বারা তাহার স্বর্গলাভ হইবে। চুন্দের পক্ষে ইহা পরম লাভ যে বুদ্ধ তাহার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। যে খাদ্য খাইয়া বুদ্ধ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও যে খাদ্য খাইয়া তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন; উভয় খাদ্যই মহাফলদায়ক।"

অনন্তর বুদ্ধদেব বক্ষ্যমাণ উদান গান করিলেন:—দানশীল ব্যক্তির পুণ্য প্রবর্দ্ধিত হয়, সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জ্জন করিতে পারেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ে নির্ব্বাণ লাভ হয়।[১]

(১) "দদতো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি সংযমতো বেরং ন চীয়তি।
কুসলো চ জহাতি পাপকং রাগদোসমোহক্খয়া স নিব্বুতো তি॥"

অনন্তর বুদ্ধ হিরণ্বতী নদী পার হইয়া কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি উত্তরশীর্ষ হইয়া একটী মঞ্চের উপর শয়ন করেন। অনন্তর আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—হে আনন্দ, চারিটী স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করা উচিত, যেখানে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে, যেখানে তিনি সম্যক্‌সংবোধি লাভ করিয়াছেন, যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ও যেখানে তাঁহার পরিনির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে, এই চারিটী স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করা উচিত।

এই সময়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "অদর্শন, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।" "হে ভগবন্, যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?" "হে আনন্দ! অনালাপ, অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবে না।" "হে ভগবন্, যদি তাহারা আলাপ করে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?" "হে আনন্দ! উপস্থাপন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও উপাসনা করিবে।"

অনন্তর আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন, "হে ভগবন্, কুশীনগর একটী জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র নগর, আপনি এখানে পরিনির্বৃত হইবেন না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে, সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ভগবানের প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা ভগবানের শরীর পূজা করিবেন। হে ভগবন্, এই শাখা-নগরে পরিনির্ব্বাণগত হইবেন না।" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "হে আনন্দ! তুমি এরূপ কথা বলিও না। পুরাকালে মহাসুদর্শন নামে এক ধার্ম্মিক ও চতুরন্তবিজয়ী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কুশীনগর বা কুশবতীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই নগর মহা-সমৃদ্ধিশালী ও বহু-জনাকীর্ণ ছিল। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে সপ্তযোজন বিস্তৃত। হে আনন্দ, তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে বুদ্ধ এইস্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।" তখন কুশীনগরের মল্ল-গণ তথায় আগমন করিয়া বুদ্ধের বন্দনা ও পূজা করিল।

এই সময়ে সুভদ্র নামক পরিব্রাজক কুশীনগরে আগমন করেন। সেই দিন রাত্রির শেষ যামে গৌতমবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাহা জানিয়া সুভদ্র বলিলেন, আমি প্রাচীন-গণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, সংসারে কদাচিৎ কোন গতিকে বুদ্ধগণের জন্ম হইয়া থাকে। গৌতমবুদ্ধ আজ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। আমার ধর্ম্মবিষয়ে কএকটী সন্দেহ আছে। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি সন্দেহের ভঞ্জন করিব। সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলে, আনন্দ বলিলেন, মহাশয়! ভগবান্ ক্লান্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না। বুদ্ধদেব ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দকে বলিলেন, হে আনন্দ, সুভদ্রকে বারণ করিও না, তাহাকে আমার সমীপে আসিতে দাও। তখন সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গৌতম, পূরণ-কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয়পুত্র বৈরত্তি ও নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মোপদেশক তীর্থকর বিদ্যমান আছেন; তাঁহাদের উপদেশ সকল শ্রেয়স্কর কি না এবং তাঁহারা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কি না? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে সুভদ্র, ঐ সকল তীর্থকরের অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া কোন ফল নাই। আমি তোমাকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি; তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। হে সুভদ্র, যে ধর্ম্মে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্‌বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ নাই, ঐ ধর্ম্মের অবলম্বিগণের মধ্যে কোন শ্রমণ জন্মিতে পারেন না। যে ধর্ম্মে অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ আছে, ঐ ধর্ম্মে শ্রমণও বিদ্যমান আছেন। শ্রমণ ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণের বাক্য শূন্য অর্থাৎ নিরর্থক। হে সুভদ্র, আমি উনত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। তদনন্তর ধর্ম্মের অন্বেষণে ৫১ বৎসর প্রজ্ঞা ও সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াছি। যাঁহারা আমার আচরিত ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রমণ বিদ্যমান নাই।[১]

অনন্তর সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা অর্হৎ পদ লাভ করেন। সুভদ্রই বুদ্ধের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য।

অনন্তর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই তোমাদিগের পরিচালক হইবে। অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নব্য ভিক্ষু-গণকে নাম বা গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিবেন। অথবা 'হে বন্ধো! এইরূপ ভাবে সম্বোধন করিবেন। নবীন ভিক্ষুগণ প্রাচীন ভিক্ষুগণকে মাননীয় বা পূজনীয় বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন।"

ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বুদ্ধ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের কাহারও আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন বিষয়ে

(১) একুনতিংসো বয়সা সুভদ্দ যং পব্বজিং কিং কুসলানুএসী।
বস্‌সানি পঞ্ঞাস সমাধিকানি, যতো অহং পব্বজিতো সুভদ্দ।
ঞায়স্‌স ধর্ম্মস্‌স পদেসবত্তী। ইতো বহিদ্ধা সমণো পি অৎথি॥

কোন সন্দেহ বা মতভেদ থাকে জিজ্ঞাসা কর। কিয়ৎকাল পরে আনন্দ বলিলেন, হে ভগবন্, আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন বিষয়ে আমাদের কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ! সংযোগোৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, তোমরা সাবধান হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিবে, তথাগতের এই শেষ বাক্য।

অনন্তর বুদ্ধ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে ক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন। আকাশানন্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন, আকিঞ্চন্যায়তন, নৈবসংজ্ঞা বা সংজ্ঞায়তন ও সংজ্ঞা বেদয়িতৃনিরোধ, এই সকল যোগে বিহার করিলেন। আকাশ অসীম, জ্ঞান অনন্ত, জগৎ অকিঞ্চন, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা উভয়ই অলীক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের ধ্বংস হওয়ায় বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। সেই সঙ্গে জগতের মধ্যে একজন সর্ব্ব প্রধান জ্ঞানী তিরোহিত হইলেন।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভ হইলে ভিক্ষুগণ ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর অনিরুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, "হে বন্ধো, কুশীনগরে প্রবেশ করিয়া মল্লগণকে বল, ভগবান্ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।" তদনুসারে আনন্দ কুশীনগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মল্লপুত্র, মল্লবধূ ও মল্লগৃহস্থগণ কেশ বিকিরণ করিয়া বাহুতাড়নপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর উহারা কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে গমন করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্পমালা, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে সপ্তদিন বুদ্ধের দেহের পূজা করিল। সপ্তম দিবসে উহারা বুদ্ধের দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থানান্তরিত করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত করিল ও অনন্তর উহা শুদ্ধ কার্পাসদ্বারা আবৃত করিল। এইরূপে যথাক্রমে পাঁচশত বস্ত্র ও কার্পাসদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করা হইল। অনন্তর তৈলপূর্ণ লৌহপাত্রে ঐ দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। তদনন্তর উহারা সর্ব্বগন্ধময় চিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ দেহের দাহ করিতে লাগিল। উহারা চতুর্মহাপথে এক বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বলিল, যে সকল গৃহস্থ ঐ স্থানে মাল্য বা গন্ধ অর্পণ করিবেন, অথবা এখানে আগমন করিয়া স্বীয় চিত্ত সুপ্রসন্ন করিবেন, তাঁহাদিগের জীবন সুদীর্ঘ হইবে ও তাঁহারা সুখে বাস করিবেন।

এই সময়ে মহাকাশ্যপ ৫০০ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে পাবা হইতে কুশী নগরে আগমন করেন। তিনি মুকুটবন্ধনচৈত্যে উপস্থিত হইয়া তিনবার বুদ্ধের চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন ও অবনত মস্তকে বুদ্ধের পাদ বন্দনা করিলেন। অনন্তর চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ক্রমে বুদ্ধের চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্তই দগ্ধ হইল। কেবল অস্থি অবশিষ্ট থাকিল।

এই সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রু শুনিলেন, বুদ্ধদেব কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কুশীনগরে দূত-প্রেরণ করিয়া বলিলেন, 'ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবানের শরীরের এক অংশ পাইতে পারি। আমি ভগবানের শরীরাংশের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিব।' বৈশালী নগরীর লিচ্ছবিগণ দূত প্রেরণ করিয়া বলিল, "ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি, আমরাও শরীরাংশের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিব।" এইরূপে কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকল্পের বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ ও পাবার মল্লগণ সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশের প্রার্থনা করিলেন। বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণও বুদ্ধের দেহের এক অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে কুশীনগরের মল্লগণ বলিল, "ভগবান্ আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, আমরা কাহাকেও ভগবানের দেহের অংশ প্রদান করিব না।" তখন দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাশয়গণ! আমার একটী বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। সেই সাধুপুরুষের দেহভাগ লইয়া আমাদের বিবাদ করা সঙ্গত নহে। আপনারা সকলে সমবেত হউন, আমরা সপ্রণয়ে দেহ অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিতেছি। সমস্ত দিকে স্তূপ সমূহ বিস্তারিত হউক এবং চক্ষুষ্মান্ লোক সকল উহা দেখিয়া প্রসন্নতা লাভ করুন।"*

সকলে সম্মত হইলেন ও দ্রোণ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের অস্থি অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দ্রোণ বলিলেন, হে মহাশয়গণ, যে কুম্ভে রাখিয়া বুদ্ধের দেহ বিভক্ত করিলাম, ঐ কুম্ভটী আমাকে প্রদান করুন। আমি ঐ কুম্ভের উপর এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিব।

অনন্তর পিপ্পলিবনীয় মৌর্য্যগণ দূত প্রেরণপূর্ব্বক বলিলেন,

---

* সুণন্ত ভোন্তো মম একবাক্যং
অম্হাকং বুদ্ধো অহু খন্তিবাদো।
নহি সাধুঅয়ম্ উত্তমপুগ্গলস্স
শরীরভঙ্গে সিয়া সম্পহারো॥
সব্বেব ভোন্তো সহিতা সমগ্গা
সম্মোদমানা করোম্ অট্ঠভাগে॥
বিৎথারিকা হোন্তু দিসাসু থূপা
বহুজ্জনো চক্খুমতো পসন্নোতি॥"

"ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি। আমরাও ভগবানের দেহাংশের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিব।" কিন্তু দূত আসিয়া দেখিল, বুদ্ধের শরীর পূর্ব্বেই অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তখন সে বুদ্ধের চিতা হইতে অঙ্গার লইয়া গেল। পিপ্পলিবনীয় মৌর্য্যগণ ঐ অঙ্গারের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে আটটী শরীরস্তূপ, একটী কুম্ভস্তূপ ও একটী অঙ্গারস্তূপ, সর্ব্বশুদ্ধ দশটী স্তূপ নির্ম্মিত হইল।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমস্ত জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও মানব জাতির প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই বুদ্ধের অনুগামী ও বুদ্ধের ভক্ত। [বৌদ্ধ শব্দে অপরাপর সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বৌদ্ধগণের উপাস্য বুদ্ধপদ।

বুদ্ধদ্বাদশী ব্রত (ক্লী) বুদ্ধোদ্দেশে অনুষ্ঠেয় ব্রতভেদ। (বরাহপুং ৪৭ অ° ও হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি ব্রতখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

বুদ্ধদ্রব্য (ক্লী) বুদ্ধং স্তূপাকারতো জ্ঞাতং দ্রব্যং। স্তৌপিক, স্তূপে যে দ্রব্য পাওয়া যায়। (ত্রিকা) ২ অর্থগুপ্তা।

বুদ্ধধর্ম্ম (পুং) বুদ্ধানাং ধর্ম্মঃ। বুদ্ধদেব প্রচারিত অহিংসাদি ধর্ম্ম। [বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেখ।]

বুদ্ধধর্ম্ম, (বোধিধর্ম্ম) অষ্টাবিংশতি বৌদ্ধ স্থবির, ইনি অনুমান ৫১০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধনাথ, জনৈক কণফটযোগী। [কণফট্ট শব্দ দেখ।]

বুদ্ধনির্ম্মাণ, ইন্দ্রজালবিদ্যা দ্বারা বুদ্ধের মূর্ত্তিগঠন।
(দিব্যাবদান ১৬২।৭১)

বুদ্ধনীলকণ্ঠ, নেপালস্থিত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। ইহার উত্তর পূর্ব্ব কোণের প্রস্রবণ হইতে জলধারা প্রবাহিত দেখা যায়। শঙ্খধারী তিনটী প্রস্তরমূর্ত্তির হস্তস্থিত শঙ্খ দিয়া ঐ জলরাশি হ্রদমধ্যে পতিত হইতেছে। ঐ স্রোতস্বিনী রুদ্রমতী নামে খ্যাত। হ্রদের মধ্যভাগে জলশয়ন নামে বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিদত্তবর্ম্মা ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

বুদ্ধনন্দি (পুং) অষ্টম বৌদ্ধ স্থবির। উত্তর ভারতে ইহার বাস ছিল।

বুদ্ধধর্ম্মসজ্ঞ (পুং) বৌদ্ধধর্ম্মের তিন প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এবং তদনুবর্ত্তী শ্রমণসম্প্রদায়।

বুদ্ধপালিত (পুং) নাগার্জ্জুনের শিষ্যভেদ। ইনি আর্য্যদেব-বিরচিত গ্রন্থাদির টীকা প্রণয়ন করেন।

বুদ্ধপিণ্ডী, বুদ্ধের স্তূপ। (দিব্যা° ১৬২।১৫)

বুদ্ধপুর, কশাইনদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। মধুয়ার্দির অপর পারে অবস্থিত। এখানে একটী গণ্ড শৈলের উপর কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার অন্তর্নালায় প্রবেশপথ কতকটা বোধগয়ার মত। এখানকার লিঙ্গ মূর্ত্তি বুদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত। স্থানীয় লোকে গয়াপুরীর গদাধরের ন্যায় বুদ্ধপুরীর বুদ্ধেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

বুদ্ধপুরাণ (ক্লী) ১ বুদ্ধাবির্ভাবাদি জ্ঞাপক পুরাণভেদ। ২ লঘু ললিতবিস্তরের নামান্তর।

বুদ্ধভদ্র (পুং) জনৈক খ্যাতনামা বৌদ্ধ। ইনি নিজ পিতা-মাতার প্রীতির জন্য সুগতাবাস নির্ম্মাণ করেন।

বুদ্ধভূমি (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের সূত্রগ্রন্থভেদ।

বুদ্ধমন্ত্র (ক্লী) ১ ধারণী। ২ বুদ্ধের মন্ত্র।

বুদ্ধমার্গ (পুং) ১ বুদ্ধের অবলম্বিত পন্থা, বৌদ্ধধর্ম্ম। ২ জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু। মহারাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধমিত্র (পুং) বসুবন্ধুর শিষ্য নবম বৌদ্ধ স্থবির।

বুদ্ধমিহির, সিংহের পুত্র জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ। ১৪০ শকে তাহার উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়।

বুদ্ধরক্ষিত (পুং) বুদ্ধেন রক্ষিতঃ। ১ বুদ্ধদ্বারা রক্ষিত। ২ বৌদ্ধভিক্ষু ভেদ।

বুদ্ধরাজ (পুং) রাজভেদ।

বুদ্ধ লোকনাথ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি।

বুদ্ধবচন (ক্লী) ১ বৌদ্ধসূত্র। ২ বুদ্ধের বাক্য।

বুদ্ধবন (ক্লী) বুদ্ধৈন নামক পর্ব্বত ভেদ। এখানে বিস্তৃত বাঁশবন আছে।

বুদ্ধবর্ম্ম, চালুক্যবংশীয় নৃপতিভেদ। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

বুদ্ধবিষয় (পুং) বুদ্ধক্ষেত্র।

বুদ্ধসংগীতি (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধ গ্রন্থভেদ। ২ বুদ্ধের সদ্ধর্ম্মরক্ষার্থ তিনটী বৌদ্ধ মহাসভা। [বৌদ্ধ দেখ।]

বুদ্ধসিংহ (পুং) অসঙ্গবোধিসত্ত্বের জনৈক শিষ্য।

বুদ্ধসেন (পুং) রাজকুমারভেদ।

বুদ্ধস্থান, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। জয়পুর হইতে বৈরাট যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে বুদ্ধপদ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

বুদ্ধাগম (পুং) বৌদ্ধ শাস্ত্র।

বুদ্ধানুস্মৃতি (স্ত্রী) বৌদ্ধ সূত্রভেদ।

বুদ্ধান্ত (পুং) বুধ-ভাবে-ক্ত, তস্য অন্তঃ পরিচ্ছেদঃ। জীবের অবস্থাভেদ, জাগ্রদবস্থা। (শতপথব্রা° ৭।১।১।১৮)

বুদ্ধাবতারস্থান, ফল্গুনদীর তীরবর্ত্তী বোধগয়া। এখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বুদ্ধি (স্ত্রী) বুধ্যতেঽনয়েতি বুধ-ক্তিন্। ১ নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃ-করণবৃত্তি। (বেদান্তসার) সবিকল্পক জ্ঞান। (চণ্ডীটীকায় নাগভট্ট) পর্য্যায়—মনীষা, ধিষণা, ধী, প্রজ্ঞা, শেমুষী, মতি, প্রেক্ষা, উপলব্ধি, চিৎ, সম্বিৎ, প্রতিপদ, জ্ঞপ্তি, চেতনা, ধারণা, প্রতিপত্তি, মেধা, মনন, মনস্, জ্ঞান, বোধ, হৃল্লেখ, সংখ্যা, প্রতিভা, আত্মজা, পণ্ডা, বিজ্ঞান। (রাজনি° শব্দরত্না°)

"বুদ্ধির্বিচেতনারূপা সা জ্ঞানজননী শ্রুতৌ।"
(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ২৩ অঃ)

বিচেতনরূপা এবং জ্ঞানজননী বুদ্ধি।

ভগবদ্গীতায় সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার বুদ্ধির উল্লেখ আছে।

সাত্বিকীবুদ্ধি—"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী॥

রাজসী—যথাধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যাঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥

তামসীবুদ্ধি—অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি বা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥"
(গীতা ১৮।৩০-৩২)

যাহাদ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষাদি জানা যাইতে পারে, তাহাকে সাত্ত্বিকীবুদ্ধি কহে। যাহাদ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্যাদি প্রকৃতরূপে না জনিয়া না বুঝিয়া অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তাহাকে রাজসীবুদ্ধি এবং যাহাদ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক জ্ঞানকে তামসীবুদ্ধি কহে।

ইষ্টানিষ্ট বিপত্তি, অর্থাৎ নিদ্রাবৃত্তি, ব্যবসায়, সমাধিতা অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্য, সংশয় ও প্রতিপত্তি এই পাঁচটী বুদ্ধির গুণ।*

"শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
উহোপোহোহর্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ ॥" (হেম)

শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, উপোহ ও অর্থবিজ্ঞান এই ৭টী বুদ্ধির গুণ। ইহার বৃত্তি পাঁচটী—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে এই বুদ্ধি দুই প্রকার অনুভূতি ও স্মৃতি।

"বিভুর্বুদ্ধ্যাদিগুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্বিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজে ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বুদ্ধি দুইপ্রকার, নিত্যা এবং অনিত্যা। ইহার মধ্যে নিত্যা-বুদ্ধি পরমাত্মার এবং ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাত্মিকা। অনিত্যাবুদ্ধি জীবের। স্মৃতি ও অনুভবভেদে ইহা দুইপ্রকার। ইহা আবার দুইপ্রকার, যথার্থ ও অযথার্থ। অনুভব চারিপ্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ। (ন্যায়দ') সাংখ্যমতে ত্রিগুণা-ত্মিকা প্রকৃতির প্রথম বিকার। ইহাকে মহত্তত্ত্বও কহে।

প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বুদ্ধিতত্ত্ব। আদিসর্গকালে অসং-সারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ইহা যাহারপরনাই নির্ম্মল বিকাশ বলিয়া ইহাকে মহত্তত্ত্ব কহে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রাণি-নিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতে দেখা যাইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহর মূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থান করি-তেছে। তাহার এক মূর্ত্তি বা পরিণাম মনন ও অধ্যবসায় নামে এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা পরিণাম অভিমান বা অহং নামে পরিচিত হইয়াছে। 'আমি' 'আমি আছি' 'বস্তু' 'বস্তু আছে' 'আমার' 'আমার কৃতিসাধ্য' ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি সহজাতরূপে জীব-নের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে, জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা।

পূর্ণজ্ঞানশক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্বের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন, সেই মহাপুরুষই সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের হিরণ্য-গর্ভ, ব্রহ্মা, কার্য্যব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক ও ব্রহ্মলোক সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। এই মহত্তত্ত্বনামক ব্যাপক বুদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্রলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, সূর্য্যলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান, ইত্যাদি-ক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, এইরূপ হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তঃকরণসমষ্টির উপর 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার অভিমান নিঃক্ষেপ করিয়া আছেন।

আমাদের যেমন প্রগাঢ় বা সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও জ্ঞান বিকাশ হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য প্রলয়রূপ জগৎ-সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুরস্বরূপ) তমোভঙ্গকারক, সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত ভগবান্ স্বয়-ম্ভূভ হিরণ্যগর্ভের বা মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। যেমন জগৎসুষুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বা বুদ্ধির বিকাশ হইল। জগৎ অলক্ষ্যে তদ্গাত্রে অঙ্কিত হইল। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। স্থূলতঃ ধরিতে গেলে এই বুদ্ধিতত্ত্বই জগতের মূল।

[প্রকৃতি, মহৎ ও সাংখ্যদর্শন দেখ।]

কালিকাপুরাণে বুদ্ধিক্ষয় ও বুদ্ধির কারণ এইরূপ লিখিত আছে—

"শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামোমোহঃ পরাসুতা।

* "ইষ্টানিষ্টবিপত্তিশ্চ ব্যবসায়ঃ সমাধিতা।
সংশয়ঃ প্রতিপত্তিশ্চ বুদ্ধেঃ পঞ্চগুণান্ বিদুঃ ॥"
(ভারত মোক্ষধর্ম্ম)

'ইষ্টানিষ্টবিপত্তিঃ ইষ্টানিষ্টানাং বৃত্তিবিশেষাণাং বিপত্তিনাশঃ নিদ্রা-রূপা বৃত্তিরিত্যর্থঃ। ব্যবসায়ঃ উৎসাহঃ। সমাধিতা চিত্তস্থৈর্য্যং চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ সংশয়ঃ কোটিদ্বয়স্পৃক্‌জ্ঞানং। প্রতিপত্তিঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবৃত্তিঃ'। (তট্টীকা)

ঈর্ষামানো বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা ॥
দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো মানসা মলাঃ ॥" (কালিকাপু° ১৮অঃ)

শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, ঈর্ষা, মান, বিচিকিৎসা, কৃপা, অসূয়া ও জুগুপ্সতা এই ১২টী বুদ্ধিনাশের কারণ এবং মানস মল। মাষকলাই, আসব ও মৃত্তিকা বুদ্ধিক্ষয়কর। নিম্ব ও বাসকের বোঁটা বুদ্ধিবৃদ্ধিকর।

"নিম্বাটরূষবৃন্তাশ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধিকরা মতাঃ।
বুদ্ধিক্ষয়করান্নিত্যং ত্যজেদ্রাজা চ ভোজনে॥"(কালিকাপু° ৮৯অঃ)

বুদ্ধিক (পুং) নাগরাজভেদ।

বুদ্ধিকর শুক্ল, দ্বিবিধ জলাশয়োৎসর্গপ্রমাণদর্শনপ্রণেতা।

বুদ্ধিকামা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৭অঃ)

বুদ্ধিচিন্তক (ত্রি) বুদ্ধিপূর্ব্বক চিন্তাকারী।

বুদ্ধিজীবিন্ (ত্রি) বুদ্ধ্যা জীবতি জীব-ণিনি। বুদ্ধিদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ১।৯৬)

বুদ্ধিতত্ত্ব (ক্লী) সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব।
[বুদ্ধি ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

বুদ্ধিপুর (ক্লী) ১ বুদ্ধিস্থান। ২ তাঞ্জোরের পশ্চিমবর্ত্তী একটী শিবতীর্থ। বর্ত্তমান নাম পোড়লূর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত বুদ্ধিপুরমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধিপূর্ব্ব (ত্রি) ইচ্ছাকৃত, জ্ঞাতপূর্ব্ব।

বুদ্ধিপ্রকাশ, জনৈক সংস্কৃত গ্রন্থকার। সারমঞ্জরীতে বনমালী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বুদ্ধিমত্ত্ব (ক্লী) বুদ্ধিমতো ভাবঃ ত্ব। বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বুদ্ধিমৎ (ত্রি) বুদ্ধির্বিদ্যতে যস্য, বুদ্ধি-মতুপ্। বুদ্ধিযুক্ত, জ্ঞানবান্।

"স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপং।" (গরুড়পু° ১৫৫ অ°)

বুদ্ধিরাজ, বাঞ্ছাকল্পলতোপস্থানপ্রয়োগপ্রণেতা। ব্রজরাজের পুত্র।

বুদ্ধিরাজসম্রাজ্, পূজারত্নতন্ত্রপ্রণেতা।

বুদ্ধিলগোবিন্দ, তিথিনির্ণয়সংগ্রহরচয়িতা।

বুদ্ধিলিঙ্গ, সারস্বতগচ্ছের জনৈক জৈনাচার্য্য। ইনি নবম দশপূর্ব্বী ছিলেন। (বৃ°হরি° ১।৬৩) পট্টাবলীতে লিখিত আছে মহাবীরের নির্ব্বাণের ২৯৫ বর্ষ পরে ইনি আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন।

বুদ্ধিবসবপ্প নায়ক, বেদনূর-রাজবংশের জনৈক রাজা, ১৭৪০-১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বুদ্ধিবর (পুং) বিক্রমাদিত্যের একমন্ত্রী।

বুদ্ধিবৃদ্ধি (স্ত্রী) জ্ঞানবৃদ্ধি। (পুং) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যভেদ।

বুদ্ধিশক্তি (স্ত্রী) মেধাশক্তি।

বুদ্ধিশালিন্ (ত্রি) ধীশালী, বুদ্ধিযুক্ত।

বুদ্ধিশুদ্ধ (ত্রি) সদ্বুদ্ধিযুক্ত।

বুদ্ধিশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বুদ্ধিসহায় (পুং) বুদ্ধৌ বুদ্ধ্যাকৃতে কার্য্যে সহায়ঃ। মন্ত্রী। (হলা-য়ুধ) বুদ্ধি দ্বারা সাহায্যকারী।

বুদ্ধিসাগর (পুং) অগাধবুদ্ধিযুক্ত। ২ একজন কোষকার।

বুদ্ধিসাগর, জনৈক জৈনসূরি। বর্দ্ধমানসূরির শিষ্য। ইনি সম্ভবতঃ ১০৮৮ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার রচিত শ্রীবুদ্ধিসাগর নামে একখানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।[১]

বুদ্ধিস্থ (ত্রি) বুদ্ধিস্থিত।

বুদ্ধীন্দ্রিয় (ক্লী) বুদ্ধ্যাত্মকং বা ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানেন্দ্রিয়।

"মনঃ কর্ণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক্ চ নাসিকে।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মিতি প্রাহুঃ শব্দকোশবিচক্ষণাঃ॥" (শব্দরত্না°)

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন ইহাই বুদ্ধীন্দ্রিয়। একাদশ ইন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ই বুদ্ধীন্দ্রিয়।

বুদ্ধৈড়ুক (পুং) চৈত্য। যে যে স্থলে বুদ্ধদেবের অবয়ব ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে।

বুদ্বুদ্ (পুং) বর্ত্তুলাকার জলবিকার। চলিত জলবিম্বকী ও ভুড়্ভুড়ি। "অব্ভ্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নিনীচসেবা পথে জলম্।
বেশ্যারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ॥"
(গরুড়পু° ১৫)

২ গর্ভস্থ অবয়ববিশেষ। সুখবোধের মতে পাঁচদিনের দিন গর্ভস্থ শুক্রশোণিত বুদ্বুদাকার প্রাপ্ত হয়। হারীতের মতে দশদিনে হয়।

"পঞ্চরাত্রেণ কললং বুদ্বুদাকারতাং ব্রজেৎ।" (সুখবোধ)
"প্রথমেঽহনি রেতশ্চ সংযোগাৎ কললঞ্চ যৎ।
জায়তে বুদ্বুদাকারং শোণিতঞ্চ দশাহনি॥" (হারীত শা° ১অঃ)

বুধ, জ্ঞাপন। ভ্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ বোধতি-তে। লিট্ বুবোধ বুবুধে। লুট্ বোধিতা। লৃট্ বোধিষ্যতি-তে। লুঙ্ অবোধীৎ অবুধৎ। অবুধতাং, অবোধিষ্টাং, অবুধন্, অবোধিষুঃ। অবোধিষ্ট। বুধ-দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্ লট্ বুধ্যতে। লিট্ বুবুধে। লুট্ বোদ্ধা। লৃট্ ভোৎস্যতে। লুঙ্

---

(১) "শ্রীবুদ্ধিসাগরসূরিশ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্।
সহস্রাষ্টকমানং তৎ শ্রীবুদ্ধিসাগরাভিধম্॥"
(প্রভাবকচরিত ১৯।৫।৯১)

অবোধি, অবুদ্ধ, অভুৎসাতাং, অভুৎসত। বুধ-জ্ঞাপন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ বোধতি। লুঙ্ অভোৎসীৎ।

সন্ বুবোধিষতি-তে। বুবুধিষতি-তে। বুভুৎসতে। যঙ্ বোবুধ্যতে। যঙ্লুক্ বোবোদ্ধি। ণিচ্ বোধয়তি। লুঙ্ অবুবুধৎ।

অনু+বুধ=স্মরণ। অব+বুধ=অনুভব। উদ্+বুধ=বিকাশ। ২ স্মরণ। ৩ জাগরণ। নি+বুধ=শ্রবণ। প্র+বু=১ নিদ্রাভঙ্গ। ২ বিজ্ঞাপন। বিকাশ।

"প্রবোধিতঃ শাসনহারিণা হরেঃ।" (রঘু ৩।৬৮)

প্রতি+বুধ=জাগরণ। জ্ঞাপন। বি+বুধ=জাগরণ। সম্+বুধ=সম্যক্ জ্ঞান।

বুধ (পুং) বুধ্যতে যঃ, বুধ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা৩।১।১৩৫) পণ্ডিত, পর্য্যায়—বিদ্বৎ, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, ধীর, মনীষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবৎ, পণ্ডিত, কবি, ধীমৎ, সূরি, কৃতিন্, কৃষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদর্শিন্, দীর্ঘদর্শিন্, বিদগ্ধ, দূরদৃশ্, সূরিন্, বেদিন্, বৃদ্ধ, বুদ্ধ, বিধানগ, প্রজ্ঞিল, ব্যক্ত, প্রাপ্তরূপ, সুরূপ, অভিরূপ, বুধান, কবিতাবেদিন্, বপ্তৃ, বিদিত, কৃবি।
(অমর, শব্দর°, জটাধর)

"অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্বুধং
বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশম্॥" (নবরত্ন)

২ নবগ্রহের অন্তর্গত চতুর্থগ্রহ। বৃহস্পতির ভার্য্যা তারার গর্ভে চন্দ্র হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রকে বহুবার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষনিবন্ধন শুক্রও তাহার সহায় হইলেন। এদিকে অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান্ রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া প্রধান প্রধান দানবগণ তাহার পক্ষগ্রহণ করিল। বৃহস্পতি ও চন্দ্রে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র দেবগণের সহিত বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা অসুর ও দেবগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া কহিলেন, আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরসজাত পুত্র ধারণ করা তোমার উচিত নহে।

বৃহস্পতি এই কথা বলিলে তারা ঈষিকাস্তম্বে (মুঞ্জতৃণগুচ্ছে) সেই গর্ভ পরিত্যাগ করেন। নিক্ষেপমাত্র সমুৎপন্ন পুত্র স্বীয় তেজঃ দ্বারা দেবগণকে অভিভব করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সত্য করিয়া বল, এ সন্তান কাহার? তারা লজ্জায় কিছুই বলিলেন না। তখন ঐ কুমার মাতাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না, তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার ন্যায় এইরূপ মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। তখন তারা লজ্জা জড়িতভাবে কহিলেন, এই পুত্র চন্দ্রের। চন্দ্র এই কথা শুনিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি অতিপ্রাজ্ঞ, এই জন্য তোমার নাম বুধ হইল। (বিষ্ণুপু° ৪।৭ অঃ)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—বুধ পূর্ব্বোক্তরূপে জন্ম লাভ করিয়া চন্দ্রের অনুমতি লইয়া কাশীতে বুধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অযুতবৎসর কঠোর তপের অনুষ্ঠান করেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, যে নক্ষত্র লোকের উপর তোমার লোক হইবে এবং সমস্ত গ্রহমণ্ডলের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠরূপে সম্মানিত হইবে। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ আরাধিত হইয়া সকলের বুদ্ধি প্রদান করিবেন এবং অন্তিমে বুধলোকে তাহাদের গতি হইবে। (কাশীখণ্ড ১৫ অঃ) মৎস্যপুরাণে একটু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, বৃহস্পতির গৃহে তারা এক বৎসর পরে সন্তান প্রসব করেন এবং ঐ স্থলেই তাহার সংস্কারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। (মৎস্যপু° ২৪ অঃ) সকল পুরাণেই বুধের জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্তরূপ লিখিত আছে।

গ্রহদিগের মধ্যে বুধ চতুর্থ। [খগোল ও ইলা দেখ।] ইহার বর্ণ দূর্ব্বাশ্যাম, ইনি উত্তর দিগ্বলী, নপুংসক, শূদ্রজাতি, অথর্ব্ববেদাভিজ্ঞ, রজোগুণবিশিষ্ট, মিশ্রিতরস, মিথুনরাশি, মরকতমণিপ্রিয় ও মগধদেশের অধিপতি। ইহার মিত্র রবি ও শুক্র, শত্রু চন্দ্র। বুধগ্রহের এক একটী রাশিভোগের কাল ২৮ দিন। কালপুরুষের বাক্য বুধ। বুধ বালস্বভাব এবং সকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ। বুধের আকৃতি ধনুর ন্যায়। বুধ গ্রামচর, পক্ষিজাতি। বুধগ্রহের অবস্থান অনুসারে জাতবালকের শুভাশুভাদি নির্ণয় করা যায়।

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে পীনদেহ, ধীরপ্রকৃতি, রক্তলোচন, দূর্ব্বাশ্যামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবানুরক্ত, হৃষ্ট, দক্ষ, স্বকুলতিলক ও নানাবিধ বেশকারী হইয়া থাকে।

বুধের দ্বাদশাংশে জন্মিলে শুচি, সম্যক্‌রূপ শাস্ত্রার্থবেত্তা, সুখী, দীর্ঘায়ু, প্রভু ও মিত্রবর্গের আশ্রয় ও প্রাজ্ঞ হইবে। বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে উৎকৃষ্ট বিভব ও সুখসম্পন্ন, নানা প্রকার রত্নসমন্বিত এবং দিন দিন কোষাগার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বুধ থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া

থাকে। মেষে বুধ থাকিলে বিগ্রহপ্রিয়, অস্ত্রবেত্তা, অতিশয় চতুর, প্রতারক, সর্ব্বদা চিন্তান্বিত, অতিকৃশ, সঙ্গীত ও নৃত্য কর্ম্মরত, অসত্যবাদী, রতিপ্রিয়, লিপিবেত্তা, মিথ্যাসাক্ষ্য-দাতা, বহুভোজনশীল, বহুশ্রমোৎপন্ন ধনধান্ত-বিনাশকর, অনেক বন্ধনভাগী, রণে অস্থির ও বঞ্চক হয়। বৃষে বুধ থাকিলে দক্ষ, দাম্ভিক, দাতা, জ্ঞানাপন্ন, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বেদজ্ঞ, আরাম, বস্ত্রভূষণ ও মাল্যবিধিবেত্তা, স্থিরপ্রকৃতি, স্ফীততাযুক্ত, স্ত্রীধন-যুক্ত, প্রিয়বর্ণকথনশীল, গান্ধর্ব্ব, হাস্যলীলা ও রতিশীল হইয়া থাকে। মিথুনে বুধ থাকিলে শুভবেশধর, প্রিয়ভাষী, বিখ্যাত, মতিমান্, শ্লাঘান্বিত, মানী, বিখ্যাত অশ্বের ন্যায় ক্রীড়নশীল, স্ত্রীপুত্র-বিবাদরত, শ্রুতিকাব্য ও কলাবেত্তা, কবি, স্বাধীন, প্রিয়তর, প্রমাণরত, অনেককর্ম্ম, অনেকপুত্র ও বহুমিত্রসম্পন্ন হয়। কর্কটে বুধ থাকিলে প্রাজ্ঞ, বিদেশনিরত, স্ত্রীরতি ও গৃহে অতি-শয় আসক্তচিত্ত, চপলতাসম্পন্ন, অনেক প্রলাপশীল, স্বীয় বন্ধু-বিদ্বেষ ও বাদরত, দ্বেষ্টা, চৌরধনযুক্ত, কুৎসিতস্বভাব, সৎকবি এবং আত্মবংশকীর্ত্তিদ্বারা বিখ্যাত হইয়া থাকে।

সিংহে বুধ থাকিলে জ্ঞান এবং কলাহীন, লোকবিখ্যাত, অসত্যবাদী, অল্পশ্রবণশীল, ধনবান্, সত্বহীন, সহজহন্তা, স্ত্রীদুর্ভাগ্য-হীন, অস্বাধীন, জঘন্যকর্ম্মকারী, স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতি, সন্ততি-হীন, স্বীয়কুলের বিরুদ্ধ কার্য্যকারক এবং লোকাভিরাম হয়।

তুলারাশিতে বুধ থাকিলে সর্ব্বদা শিল্পকর্ম্ম ও বিবাদে অভি-রত, বাক্‌চাতুর্য্যসম্পন্ন, অতিশয় ব্যয়ী, নানাদিকে বাণিজ্য-কারক, বিদ্বান্, অতিথি ও গুরুভক্ত, কৃত্রিম ব্যবহারকুশল, সম্মানিত, দেব ও বিপ্রভক্ত, শঠতাপরায়ণ, বলহীন, শীঘ্রকোপ ও পরিতোষযুক্ত হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে বুধ থাকিলে শ্রমশোক ও অনর্থপরায়ণ, অত্যন্ত ধর্ম্ম ও লজ্জাশীল, মূর্খ, সাধুশীলহীন, লোভী, দুষ্টাঙ্গনা-রতিশীল, নিষ্ঠুর ও দম্ভনিরত, অস্থিরকর্ম্মকর, লোকবিশিষ্ট, অতিশয় বিরুদ্ধধর্ম্মা, ঋণী ও নীচান্নপ্রিয় হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে বুধ থাকিলে—দাতা, শাস্ত্র, শ্রুত ও বীর্য্যসম্পন্ন, মন্ত্রণাকুশল বা পুরোহিত, কুলপ্রধান, মহাবিভবসম্পন্ন, যজ্ঞ ও অধ্যাপনারত, মেধাবী, বাক্‌পটু, লিপি, লেখ্য ও শব্দকুশল হয়।

মকররাশিতে বুধ থাকিলে—নীচ, মূর্খ, ষণ্ডপ্রকৃতি, পর-কর্ম্মকর, কলাদিগুণহীন, নানাদুঃখযুক্ত, শীঘ্রবিহারী, অতিশয় শীলসম্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, অসংযতাত্মা, মলিনমূর্ত্তি, ভয়চকিত ও নিষ্ঠাহীন হয়।

কুম্ভরাশিতে বুধ থাকিলে—বাক্য ও বুদ্ধিকৃত কর্ম্মহীন, ধর্ম্মশূন্য, লজ্জারহিত, আশাহীন, শত্রুপরাভূত, অশুচি, শীলতা-বর্জ্জিত, অজ্ঞ, অতিশয় দুষ্টাস্ত্রীযুক্ত, শত্রুযুক্ত, ভোগত্যক্ত, সর্ব্বদা বিভাগবেত্তা ও ক্লীবতুল্য হয়।

মীনরাশিতে বুধ থাকিলে—আচার ও শৌচনিরত, দেবতানু-রক্ত, সন্ততিবিহীন, দরিদ্র, সুন্দরীপত্নীযুক্ত, সাধুদিগের প্রিয়পাত্র, পরিহাসরত, শূচ্যাদি কর্ম্মকুশল, পরধনসঞ্চয়শীল, রক্ষাকর্ত্তা ও বিখ্যাত হইয়া থাকে।

বুধ দ্বাদশরাশিতে থাকিলে উপরিউক্ত ফলসমূহ হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন শত্রু বা মিত্রের গৃহে অবস্থান করিলে বা শত্রু ও মিত্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরূপ ফল হইয়া থাকে। বুধ যদি মঙ্গলের গৃহে থাকে এবং রবি যদি ইহাকে দেখে; তাহা হইলে সত্যবাদী, সুখী, রাজসৎকৃত এবং বন্ধুদিগের প্রীতির পাত্র হয়। ঐ বুধ যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যুবতীজনের চিত্তহারী, অতিশয় সেবক, অত্যন্ত মলিনদেহ ও গীতশীল হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—মিথ্যাপ্রিয়, সুন্দরকাব্য ও কলহযুক্ত, পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান্, ভূমিপ্রিয় ও শূর হয়। বুধ ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখযুক্ত, কেশসমূহ অতি সুন্দর, প্রভূত ধন-বান্, আজ্ঞাপক ও পাপাত্মা হয়। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপকার্য্যকারী, সুভগ, দুঃখী ও চাতুর্য্যযুক্ত হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় দুঃখযুক্ত, উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন, হিংসারত ও নিত্যকুলজনবিহীন হইয়া থাকে।

এইরূপ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি যে গৃহের অধিপতি যিনি, বুধ তাহার গৃহে থাকিয়া রব্যাদি গ্রহের দৃষ্টিযুক্ত হইলে বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় এই স্থলে লিখিত হইল না।

বুধগ্রহ পাপগ্রহের সহিত থাকিলে—পাপ এবং শুভগ্রহের সহিত থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি কাহার সহিত না থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী ও দৃষ্টি সম্বন্ধদ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা হইয়া থাকে; কিন্তু বুধ রবির সহিত থাকিলে দোষের হয় না, তাহাতে বুধাদিত্যযোগ হইয়া থাকে। এই যোগস্থলে বুধের নিম্নে রবির থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ বুধ যে নক্ষত্রে থাকিবে, রবি সেই নক্ষত্রের ন্যূন নক্ষত্রে থাকিবে। বুধের উপরিভাগে রবি থাকিলে এই যোগ হইবে না। এই যোগে জন্ম হইলে চারুচক্ষু, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্, ধনবান্ এবং রাজমণ্ডলে পূজিত হইয়া থাকে। রবির দীপ্তাংশে যে কোন গ্রহ থাকুক না কেন, সেই গ্রহ অস্তমিত হইবে। যে গ্রহ অস্ত-মিত হইবে, তাহার ফল অশুভ। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বুধ অস্তমিত হইলেও তত অশুভ হয় না।

বুধ—জ্যোতির্বিদ্যা, মাতুল, গণিত, বৈদ্য, সৌন্দর্য্য ও শিল্প বিদ্যাকারক। বুধের অবস্থান দেখিয়া এই সকলের নির্ণয়

করিতে হয়। বুধ কন্যারাশির ১৫ অংশে থাকিলে স্বুচ্চস্থ এবং মীনের ১৫ অংশ স্বনীচ। উচ্চস্থানে গ্রহদিগের বল অধিক এবং নীচস্থানে হীনবল। বুধের বক্রগতির কাল ২১ দিন।

বুধারিষ্ট—জাতবালকের কর্কট রাশিতে বুধ অবস্থিতি করিলে ও উহা যদি লগ্নের ষষ্ঠ কিংবা অষ্টমস্থান হয় এবং চন্দ্র কর্তৃক ঐ বুধ যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতবালকের চারিবৎসরের মধ্যে মৃত্যু হয়।

বুধ কেন্দ্রস্থ হইলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, মাননীয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং সুশীলা রমণীর পতি হয়। বুধের তুঙ্গফলস্থলে খনার বচন এইরূপ লিখিত আছে—

"কন্যার বুধ ভাগ্যে পাই, শতেক বৎসর হয় পরমাই।
শঙ্ক করি বোলে রাজা, গিয়ে কুটুম্বে কর পূজা।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাপে মায়, ধর্ম্ম করে তীর্থ যায়।
নানা সুখে পায় মান, পুণ্য হয় স্থানে স্থান।" (খনা)

বুধের স্বরূপ—বুধ শূদ্র, শ্যামবর্ণ, শিরাযুক্ত শরীর, বর্ত্তুলাকার, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে নিপুণ, কৌতূহলসম্পন্ন, কোমলবাক্যবিশিষ্ট, ত্রিদোষসম্পন্ন, রজোগুণাবলম্বী, মধ্যমাকৃতি, দাতা, কথন শুষ্কতা কথন বা আর্দ্রতা উৎপাদক, গ্রাম, ইষ্টকগৃহ ও শ্মশানভূমিচারী এবং পদ্মপলাশলোচন।

হস্তা, চিত্রা, স্বাতি ও বিশাখা এই চারিটী নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হয়। বুধের দশার ভোগকাল ১৫ বৎসর। বুধের দশায় মানব উত্তমা-স্ত্রীসম্ভোগ এবং সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে রত, অশেষবিধ সুখসাচ্ছন্দ্যলাভ, নিত্যধনাগম ও সকল কামনা সিদ্ধ হয়। অন্তর্দশা এবং প্রত্যন্তর্দশা প্রভৃতিরও ফল বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়। গ্রহদিগের অবস্থানভেদে স্থূলফলের পার্থক্য হইয়া থাকে।

বিংশোত্তরীয়-মতেও বুধের দশা ১৭ বৎসর। ৯, ১৮, ২৭ নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হয়। এই মতেও অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা স্থির করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকে। বুধের পীড়া—ঘূর্ণরোগ, ক্ষিপ্ততা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, অস্ফুটবাক্য, স্মৃতি ও বাক্‌শক্তিহীনতা, বাক্‌রোগ, অজীর্ণ, ছর্দ্দি ও জিহ্বারোগ বুধ বিরুদ্ধ হইলে এই সকল রোগ হইয়া থাকে।

গোচরে নিম্নলিখিত অনুসারে শুভাশুভ জানা যায়। বুধ জন্মস্থ হইলে বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে বধ ও শত্রুভয়, চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অসুখ, ষষ্ঠে স্থানলাভ, সপ্তমে বহুপ্রকার শরীরপীড়া, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে পীড়া, দশমে সুখ, একাদশে অর্থলাভ ও দ্বাদশে বিত্তনাশ হয়। গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে—তাঁহার দান, জপ, হোম, মন্ত্র ও কবচ ধারণ করা বিধেয়।

বুধের দান—নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাঁসা, মুগকলাই, পীতবর্ণ পুষ্প, দ্রাক্ষা ও হস্তিদন্ত এই সমস্ত সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিলে শুভ হয়।

বুধকে বকুলপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে বুধ প্রসন্ন হন। বুধের হোম করিতে হইলে অপামার্গের সমিধ করিতে হয়। বুধের দক্ষিণা কাঞ্চন। মূলিকাধারণস্থলে বুধের বিস্তারকা বৃক্ষমূল ধারণ করিতে হয়। রত্নধারণস্থলে বুধের পদ্মরাগরত্ন ধারণ করিতে হয়। বুধের স্তোত্র—

"প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥" (নবগ্রহস্তোত্র)

গ্রহযজ্ঞতত্ত্বে লিখিত আছে—বুধ মগধ দেশোদ্ভব, অত্রিবংশজাত, ছয়ঙ্গুলদীর্ঘ, পীতবর্ণ, বৈশ্যজাতি, চতুর্ভুজ, বামোর্দ্ধক্রমে চক্র, বর, খড়্গ ও গদাধারী, সূর্য্যাস্য, সিংহবাহন ও পীতবস্ত্র, ইহার অধিদেবতা নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে জাত, গ্রামচারী, শুভগ্রহ, নীলবর্ণ, স্বর্ণদ্রব্যস্বামী, বর্ত্তুলাকৃতি, শিশু, ইষ্টকগৃহসঞ্চারী, বাতপিত্তকফাত্মক, স্ত্রীগ্রহ, প্রাতঃকালে প্রবল, পক্ষিস্বামী, সকলরসপ্রিয়। (গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব) মতান্তরে সোমের (চন্দ্রের) ঔরসে রোহিণীর গর্ভে বুধের জন্ম। পুরাণে লিখিত আছে—এক সময়ে চন্দ্র বৃহস্পতিপত্নী তারাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই উপলক্ষে একটী মায়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চন্দ্রপক্ষে দৈত্য দানব এবং বৃহস্পতির পক্ষ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ যুদ্ধ করেন। পৃথিবীর প্রার্থনায় ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বুধকে তারকাদেবীর প্রত্যর্পণ জন্য অনুরোধ করিলেন। ঐ সময় তারাদেবী গর্ভবতী ছিলেন। ঐ পুত্র কাহার হইবে তাহা জানিবার জন্য ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে তারাদেবী উহাকে চন্দ্রপুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন। মতান্তরে বুধ বৈবস্বত মনুকন্যা ইলাদেবীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। তাঁহার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। বুধ ঋগ্বেদের মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৌম্য, রৌহিণেয়, প্রহসন, রোধন, তুঙ্গ ও শ্যামাঙ্গ প্রভৃতি কএকটী নামে তিনি পরিচিত।

এই গ্রহ (Mercury) সূর্য্যের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার কক্ষপথ পৃথ্বীকক্ষের মধ্যভাগে সন্নিবেশিত হওয়ায় প্রতি সন্ধ্যায় ইহা মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা ইহার আয়তন ক্ষুদ্র। ব্যাস প্রায় ৩১৪০ মাইল। সূর্য্যের তুলনায় ইহার পরিমাণ নিযুতের দুই অংশমাত্র। পৃথিবী অপেক্ষা ইহার উত্তাপ ও আলোক ৭ গুণ অধিক। স্বীয় কক্ষপক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে বুধগ্রহ কথন কথন সূর্য্যগোলোকের মধ্যভাগে আসিয়া পড়ে। ঐ সময় সূর্য্যবক্ষে একটী গোলাকার দাগ দেখা যায়। উহাকে ইংরাজীতে Transit of mercury বলে। ১৮৬১, ১৮৬৮, ১৮৭৮, ১৮৮১, ১৮৯১ ও ১৮৯৪

খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীবাসিগণ সূর্য্যবক্ষে ঐরূপে গোলবিন্দু নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ২ সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ।

"তস্মাৎ কৃতিরথস্তস্ম দেবামীঢ়স্ততোবুধঃ।

বুধাচ্চ বিবুধশ্চৈব তস্মান্মহাধৃতিস্ততঃ॥" (অগ্নিপু°)

৩ কল্পযুক্তিপ্রণেতা জনৈক কবি। ৪ বেগবান্ রাজার পুত্র। (ভাগ° ৯।২।৩০) ৪ মগধের জনৈক রাজা, ৩৬০০ কল্যব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (কুমারিকা খণ্ড)। [বুধগুপ্ত দেখ।]

বুধগুপ্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা। ১৬৫ সংবতে উৎকীর্ণ ইহার স্তম্ভলিপি পাওয়া গিয়াছে।

বুধকৌশিক, রামরক্ষাস্তোত্রপ্রণেতা।

বুধচক্র (ক্লী) বুধস্য গ্রহবিশেষস্য চক্রং। বুধগ্রহের স্বীয় রাশি হইতে অন্য রাশিতে সঞ্চারের সময় সপ্তবিংশতি নক্ষত্রঘটিত নরের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্র।

"ভোগোমুখৈকমথ মূৰ্দ্ধ্নি চতুর্ব্বরোগঃ

ষট্পাণিভে সুখহৃতং সুখদং শ্রুতেষ্বত্র।

দুঃখং পদাঙ্ঘ্রিসুযশো হৃদি সপ্তরাজ্যং

নাভীন্দুভে দ্বিভগলেতি ধনং বুধস্য॥" (সময়ামৃত)

বুধচার (পুং) বুধস্য বুধগ্রহস্য চারঃ সঞ্চারঃ। বুধগ্রহের শুভাশুভ জ্ঞাপক সঞ্চার। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—চন্দ্রতনয় বুধ কখনই উৎপাতশূন্য হইয়া উদিত হন না। বুধের উদয়-কালে ধান্যাদি মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রায়ই জল অগ্নি অথবা ঝড় হইয়া থাকে। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রকে মর্দ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে রোগভয় এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। বুধ আর্দ্রা অবধি মঘা পর্য্যন্ত যে কোন নক্ষত্রকে আশ্রয় করিবে, তাহাতেই শস্ত্রপাত, ক্ষুধা, ভয়, রোগ, অনাবৃষ্টি এবং সন্তাপদ্বারা প্রজাগণ পীড়িত হইবে। হস্তা অবধি জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত ৬টী নক্ষত্রে বুধ সঞ্চরণ করিলে গো-পীড়া, তৈলাদি রসের মূল্যবৃদ্ধি ও নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্যে পৃথিবীপূর্ণ হয়। উত্তরফল্গুনী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ, এবং ভরণী নক্ষত্রে বুধ বিচরণ করিলে প্রাণীদিগের ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে। বুধ অশ্বিনী, শতভিষা, মূলা, এবং রেবতী নক্ষত্রকে অভিমর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিলে পণ্য, বৈদ্য, নৌকা-জীবী, জলপদার্থ এবং অশ্বসকলের উপঘাত হয়। পূর্ব্ব-ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রের কোন একটী নক্ষত্রকে অভিমর্দ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে ক্ষুধা, শত্র, তস্কর, রোগ এবং ভয় উপস্থিত হয়।

পরাশর প্রথমতঃ বুধের সাত প্রকার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—১ প্রাকৃত ২ বিমিশ্র ৩ সংক্ষিপ্ত ৪ তীক্ষ্ণ ৫ যোগান্ত ৬ ঘোর ৭ পাপ।

স্বাতী, ভরণী, রোহিণী এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে বুধ থাকিলে প্রাকৃতগতি হয়। মৃগশিরা, আর্দ্রা, মঘা ও অশ্লেষা নক্ষত্রস্থ বুধের গতির নাম মিশ্র। পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর-ফল্গুনীতে সংক্ষিপ্ত গতি। পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, অশ্বিনী ও রেবতীতে বুধগতির নাম তীক্ষ্ণ। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে যে বুধের গতি হয়, তাহা যোগান্তিক। শ্রবণা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষাতে যে গতি হয়, তাহা ঘোর এবং হস্তা, অনুরাধা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে গতি হইলে তাহা পাপ। এই ৭ প্রকার বুধের গতি। পরাশর উদয়াস্ত দিবসদ্বারা বুধের গতিলক্ষণও নিরূপণ করিয়াছেন। বুধের প্রাকৃত গতি ৪০ দিন, মিশ্র ৩০ দিন, সংক্ষিপ্ত ২২ দিন, তীক্ষ্ণ ১৮ দিন, যোগান্ত ৯ দিন ও পাপগতি ১১ দিন।

যে সময় বুধের প্রাকৃত গতি থাকে, তখন আরোগ্য, বৃষ্টি শস্যবৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয়। সংক্ষিপ্ত এবং মিশ্রগতিতে মিশ্রফল হয়। আর অন্য গতিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

দেবলের মতে বুধের গতি চারি প্রকার,—ঋজু, অতিবক্র, বক্র ও বিকল। এই চতুর্বিধ গতির বিদ্যমান কাল ৩০ দিন, ২৪ দিন, ১২ দিন, এবং ৬ দিন মাত্র। ঋজুগতিতে প্রজাদিগের হিত হয়, অতিবক্রগতিতে অর্থনাশ, বক্রগতিতে শস্ত্রভয় এবং বিকলগতিতে ভয় ও রোগ হয়। পৌষ, আষাঢ়, শ্রাবণ, বৈশাখ বা মাঘ মাসে যদি বুধ গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে জগতের ভয়, কিন্তু অস্তমিত হইলে জগতের শুভ হইয়া থাকে। বুধ কার্ত্তিক বা আশ্বিন মাসে নয়নগোচর হইলে শস্ত্র, চোর, অগ্নি, রোগ, এবং জলের ভয় হয়। বুধচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, বুধের অস্তগমন-কালে যে সকল নগর রুদ্ধ হয়, বুধের উদয়কালে আবার সেই সকল নগর মুক্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পশ্চিমদিকে বুধ উদিত হইলে সেই পুর সকলে লাভ হয়। বুধের বর্ণ যখন স্বর্ণের ন্যায়, বা শুক পক্ষীর তুল্য, অথবা শস্যকমণির সমান ও স্নিগ্ধ হয় এবং স্বয়ং বৃহৎকায় হন, তখন সকলেরই মঙ্গল, অন্যথা অশুভই হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা বুধচার ৭ অ°)

রবি প্রভৃতি ৬টী গ্রহের মধ্যে নিয়মানুসারে এক একটী গ্রহ বর্ষপতি হন। ইহাদের মধ্যে বুধ বর্ষপতি হইলে মায়া, ইন্দ্রজাল, গান্ধর্ব্ব, লেখ্য, গণিত ও অস্ত্রবিদ্‌গণের বৃদ্ধি হয়। নৃপতিগণ প্রজাহিতার্থে মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জগতে বার্ত্তা ও ত্রয়ী শাস্ত্র অবিকল থাকে। মনুর ন্যায়দণ্ড-নীতি সম্যকরূপে বিরাজিত হয়। বুধ স্বকীয় বর্ষে বা মাসে এইরূপে পৃথিবীতে হাস্যজ্ঞ, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তিজ্ঞ, সেতু, জল ও পর্ব্বতবাসিগণের তৃপ্তি এবং পৃথিবীতে

ওষধিগণের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। (বৃহৎস° ১৯।১০-১২)

বুধতাত (পুং) বুধস্য গ্রহবিশেষস্য তাতঃ পিতা। চন্দ্র।

বুধদিন (ক্লী) বুধবার।

বুধদৈবজ্ঞ, বর্ষপ্রদীপপ্রণেতা। কৃষ্ণের পুত্র।

বুধপুর, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, কশাই নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৫৮´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪৪´ পূঃ। এখানে এবং ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত পাকবীড়া গ্রামে বহু জৈনমন্দির ও তীর্থঙ্করাদির প্রতিমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। [বুদ্ধপুর দেখ।]

বুধরত্ন (ক্লী) বুধপ্রিয়ং রত্নং শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। মরকতমণি। (রাজনি°)

বুধবার (পুং) বুধস্য বারঃ। বুধগ্রহের দিন। এই বারে শুভ কার্য্যাদি করা যায়। এই বারে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিতে নাই। ইহাতে জন্মিলে গুণী, গুণজ্ঞ, ক্রিয়া-কুশল, মতিমান্, বিনীত, মৃদুস্বভাব ও কমনীয়মূর্ত্তি হইয়া থাকে।

"গুণী গুণজ্ঞঃ কুশলঃ ক্রিয়াদৌ বিলাসশীলো মতিমান্ বিনীতঃ।
মৃদুস্বভাবঃ কমনীয়মূর্ত্তি বুধস্য বারে প্রভবো মনুষ্যঃ॥"(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

বুধসানু (পুং) ১ পর্ণ। ২ যজ্ঞপুরুষ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

বুধসিংহশর্ম্মা, মূলতানবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রহণাদর্শ ও প্রবোধিনী নামে তট্টীকা রচনা করেন। তিনি যশোবন্তের পুত্র ও গোপালের পৌত্র।

বুধসুত (পুং) বুধস্য সুতঃ পুত্রঃ। পুরূরবা।

"বুধস্য তু মহারাজ বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরূরবাঃ" (হরিব° ২৬।১)

বুধস্য বুদ্ধস্য পুত্রঃ। ২ বুদ্ধপুত্র রাহুল।

বুধহাটা, খুলনা জেলার অন্তঃপাতী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা° ২২°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°১২´ পূঃ। এখানে নানা দ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এখানকার ভগ্নপ্রায় দ্বাদশ শিবালয় সমধিক বিখ্যাত। প্রতিবৎসর রাসযাত্রা, দুর্গা ও কালীপূজা উপলক্ষে এখানে মহামেলা হইয়া থাকে।

বুধা (স্ত্রী) বোধয়তি রোগিণং যা বুধ (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি কস্ততষ্টাপ্। জটামাংসী। (শব্দচ°)

বুধান (পুং) বোধয়তি বুধ্যতে বা বুধ বোধনে (যুধিবুধি দৃশঃ কিচ্চ। উণ্ ২।৯০) ইতি আনচ্ কিচ্চ। ১ গুরু। ২ বিজ্ঞ। (মেদিনী) ৩ ব্রহ্মবাদী। ৪ প্রিয়বাদী। ৫ কবি। (জটাধর)

বুধানা, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর-নগর জেলার একটী তহসীল। পশ্চিম কালীনদী ও যমুনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৮৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার-সদর। হিন্দন নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°১৬´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩১´ ১০´´ পূঃ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় খৈরাটিখাঁ বুধানা দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

বুধাষ্টমী (স্ত্রী) বুধবারযুতা অষ্টমী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ব্রতবিশেষ। বুধবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিতে হয়। চৈত্র ও পৌষ ভিন্নমাস এবং হরিশয়ন কাল ব্যতীত এই ব্রত করিবে। এই নিন্দিত কালে যদি বুধাষ্টমী করা হয়, তাহা হইলে পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়।

"পতঙ্গে মকরে যাতে দেবে জাগ্রতি মাধবে।
বুধাষ্টমীং প্রকুর্ব্বীত বর্জ্জয়িত্বা তু চৈত্রকম্॥
প্রসুপ্তে তু জগন্নাথে সন্ধ্যাকালে মধৌ তথা।
বুধাষ্টমীং ন কুর্ব্বীত কৃত্বা হন্তি পুরাকৃতম্॥" (ব্রতকালবিবেক)

কাল শুদ্ধিতে শুক্ল বা কৃষ্ণ উভয় পক্ষের অষ্টমী তিথিতে বুধবার হইলে তাহাতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত করিলে আর দুঃখভোগ হয় না।

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, সত্যযুগে ইল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহাদেবের শাপে হিমালয়ে গমন করেন। যেমন সেইখানে তিনি ভূমিতে পদনিঃক্ষেপ করিলেন, অমনি তিনি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। পরে বেড়াইতে বেড়াইতে উমার বনে গমন করেন, তথায় বুধ তাহাকে পাইয়া গৃহে আনয়ন করেন। বুধ অষ্টমীযুক্ত বুধবারে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এইজন্য বুধবারযুক্তাঅষ্টমী শ্রেষ্ঠা। অতএব ঐ দিনের নাম বুধাষ্টমী হইল। বুধের ঐ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র হয়, তাহার নাম পুরূরবাঃ, ইনিই চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। বুধাষ্টমীর দিন ব্রত করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। বুধবারে অষ্টমী তিথি সম্পূর্ণ পাইলে তবে ঐ ব্রত হইবে, খণ্ডা তিথিতে হইবে না।

এই ব্রত আরম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, জলাশয়ে বুধকে যথাশক্তি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হইবে। পরে বুধাষ্টমী ব্রতের কথা শুনিয়া পারণা করিতে হইবে।

কথার তাৎপর্য্য এইরূপ,—পুরাকালে পাটলিপুত্রে বীর নামে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল। ইহার পত্নীর নাম রম্ভা, পুত্র কৌশিক, বিজয়া নামে কন্যা এবং ধনপাল নামে এক বৃষ ছিল। ব্রাহ্মণ ইহাদের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করেন। তথায় এক গোপালক বৃষকে হরণ করে, ব্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে উঠিয়া বৃষকে না দেখিতে পাইয়া দুঃখিতচিত্তে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পিপাসাতুর হইয়া মাতার সহিত সরোবরতীরে গমন করেন, তথায় দিব্য স্ত্রীগণ এই বুধাষ্টমীর ব্রতাচরণ করিতেছিল, তাহাদিগকে এই ব্রতাচরণ করিতে দেখিয়া ইহারাও এই ব্রতের

অনুষ্ঠান করেন। এই ব্রতফলে বিজয়ার যমের সহিত বিবাহ হয় এবং কৌশিক অযোধ্যা নগরের রাজা হন।*

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড এবং ব্রতপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

বুধিকোট, মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১২°৫৪′ ৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৯′ ৫০″ পূঃ। এখানে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যবিজয়ী প্রসিদ্ধ হাইদার আলী খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার পিতা ফতে মহম্মদ খাঁ শিরার নবাবের অধীনে এখানকার ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন।

বুধিত (ত্রি) বুধ্যতে স্ম সেট্ বুধ-ক্ত। ১ বুদ্ধ। ২ জ্ঞাত। (অমর)

বুধিয়াল, মহিসুর-রাজ্যের চিত্তল দুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৩৬৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের বিচার-সদর। অক্ষা° ১৩° ৩৭′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৮′ পূঃ। বিজয়নগর রাজকর্ম্মচারি-নির্ম্মিত এখানকার দুর্গে ১৬শ শতাব্দের কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। মুসলমান ও মহারাষ্ট্রবিপ্লবে এই দুর্গ ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় রাজদ্রোহিগণ এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বুধিল (ত্রি) বুধ্যতে যঃ বুধ-কিলচ্। বিদ্বান্। (উজ্জ্বল)

বুধ্ন (পুং) বুধ্নাতীতি বন্ধ বন্ধনে (বন্ধেব্র ধিবধী চ। উণ্ ৩।৫) ইতি নক্ বুধাদেশশ্চ। ১ বৃক্ষমূল। ২ মূলদেশ। ৩ অগ্রভাগ।

"নিবেশ্য বুধ্নে চরণং স্মিতাননা
গুরুং সমারোঢ়ুমথোপ চক্রমুঃ॥" (হরবিলাস রাজশে°)

বুধ্নবৎ (ত্রি) বুধ্ন-মতুপ্ মস্য বঃ। মূলযুক্ত। (তৈত্তি° স°২।৩।৪।৩)

বুধ্নিয় (ত্রি) গার্হপত্য অগ্নি, বুধ্ন্য।

বুধ্ন্য (পুং) বুধ্নে মূলে ভবঃ যৎ। ১ গার্হপত্য অগ্নি। "অহিরসি বুধ্ন্যঃ" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।৪।১১) 'বুধ্ন্যঃ বুধ্নে মূলে। আদৌ আধানকালে প্রথমং জাতোঽসি।' (ভাষ্য) ২ অন্তরিক্ষভব। ৩ রুদ্রভেদ। (নিরুক্ত)

বুন (দেশজ) ভগিনী, যথা—ভাইবুন।

বুনক (দেশজ) বয়নকারী, যে বোনে।

বুনন (দেশজ) ১ বয়ন, বোনা। ২ বপন।

বুনা (দেশজ) ১ বয়ন, বোনা। ২ বপন। ৩ ধান্যবপন। ৪ নিকৃষ্ট জাতি।

বুনা, পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গবাসী একটী জাতীয় সংজ্ঞা। ভূঁইয়া, ভূমিজ, বাগ্দি, বাউরি, ঘাসি, খরবার, কোরা, মুণ্ডা, ওরাওন, রাজবংশী, রাজবাড় ও সাঁওতাল প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গবাসী জাতির কোন কোন শাখা কার্য্য উপলক্ষে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতেছে। তাহারাই সাধারণতঃ এখানে বুনা বা বুনো নামে পরিচিত। বঙ্গবাসিগণ ছোট-নাগপুর প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের পার্ব্বত্য ভূমি হইতে তাহাদের আগমন জানিয়া বুনা নাম দিয়াছেন।

ইহারা মুরগী, শূকর প্রভৃতি সকল ঘৃণিত পশুর মাংস খায়। পাঁঠার নাড়ি ভুঁড়ি খাইতেও ইহাদের ঘৃণা বোধ হয় না। কেহ কেহ তামাকু খায়, কেহ বা চূণযোগে দোক্তার সুকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।

বাঙ্গালায় ইহারা সাধারণতঃ ধাঙ্গড় নামে পরিচিত। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধীনে ইহারা নর্দ্দামা প্রভৃতি পরিষ্কারকরণে নিযুক্ত থাকে। মেঘনা নদীর চর কাটাই ও রাজসাহীর নীল চাষ ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহারা কোদাল দিয়া মাটী কাটিতে বিশেষ পটু। ইহারা স্বভাবতঃই পরিশ্রমী, বনজঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিবার জন্যই অনেকে বুনার সাহায্য গ্রহণ করে।

---

* "পুরে পাটলিপুত্রাখ্যে বীরোনাম দ্বিজোত্তমঃ।
রম্ভা ভার্য্যা চ তস্যাসীৎ কৌশিকঃ পুত্র উত্তমঃ॥
দুহিতা বিজয়ানাম ধনপালো বৃষোঽভবৎ।
গৃহীত্বা কৌশিকস্তঞ্চ গ্রীষ্মে গঙ্গাগতোঽরমৎ॥
গোপালকৈ র্বৃষশ্চৌরৈঃ ক্রীড়ত্যপহৃতো বলাৎ।
গঙ্গাতঃ স চ উত্থায় বনং বভ্রাম দুঃখিতঃ॥
জলার্থং বিজয়া চাগাৎ ভ্রাত্রা সার্দ্ধঞ্চ সাপ্যগাৎ।
পিপাসিতো মৃণালার্থী আগতোঽথ সরোবরং॥
দিব্যস্ত্রীণাঞ্চ পূজাদি দৃষ্ট্বা চাপ্যথ বিস্মিতঃ।
স চ গত্বা যযাচেঽন্নং সানুজোঽথ বুভুক্ষিতঃ॥
স্ত্রিয়োঽব্রুবন্ ব্রতং কর্ত্তুং দাস্যামশ্চ কুরু ব্রতং।
পথ্যর্থমন্নপানার্থং পূজয়ামাসতুর্ব্বৃষং॥
পুটকদ্বয়ং গৃহীত্বান্নং বুভুজা তে প্রদত্তকং।
স্ত্রিয়ো গতা গতৌ তৌ তু ধনপালমপশ্যতাং॥
চৌরৈস্ত্যক্তং গহীত্বার্থ প্রদোষে প্রাপ্তবান্ গৃহং।
বীরঞ্চ দুঃখিতং নত্বা রাত্রৌ সুপ্ত্বা যথাসুখং॥
লগ্নঞ্চ ত্বরিতং দৃষ্ট্বা কস্য দেয়া সুতা ময়া?
যমায়েত্যব্রবীদ্ দুঃখাৎ স চায়াৎ ব্রতসৎফলাৎ॥
স্বর্গং গতৌ চ পিতরৌ ব্রতং রাজ্যায় কৌশিকঃ।
চক্রেঽযোধ্যামহারাজ্যং দত্বা চ ভগিনীং যমে॥
যমোঽপি বিজয়ামাহ গৃহস্থা ত্বং পুরান্তরং।
নোদ্ঘাটয়ান্যত্র গতে যমে সা ন তথাকরোৎ॥
অপশ্যন্মাতরং স্বাং সা যামিকাং পাশযাতনাং।
অথোদ্বিগ্না কৌশিকায় আচক্ষাণা বিমুক্তিদং॥
ব্রতং চক্রে ততো মুক্তা মাতা তস্মাচ্চরেদ্‌ব্রতং॥"
(ব্রহ্মপু° বুধাষ্টমীব্রতপদ্ধতি)

বাঙ্গালায় যে সকল ধাঙ্গড় বা বুনা বাস করিতেছে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইলেও সকলেই বুনা নামে পরিচিত। বহুকাল একত্র বসবাসে পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা জন্মিলে পরস্পরে কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বজাতিগত কোন পার্থক্য লক্ষ্য করে না। ইহাদ্বারা বেশ উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার বুনাগণ ক্রমে একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে সংগঠিত হইতেছে। ইহারা স্বভাবতঃই অপরিষ্কার।

বুনাট (হিন্দী) বস্ত্রাদির কারুকার্য্যবিশেষ।

বুনান (দেশজ) অপরের দ্বারা বয়ন বা বপন।

বুনাপ (দেশজ) জাল।

বুনিয়াদ (পারসী) ভিত্তি।

বুনিয়াদদাসী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নির্গুণ উপাসক। সুতরাং আপনাদের ভজনালয়ে কোন দেবপ্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া অর্চনা করে না। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে। এমন কি ইহাদের অঙ্গস্পর্শ করিলে আপনাদিগকে অশুচি ও পাপগ্রস্ত জ্ঞান করে।

বুনিয়াদী (পারসী) ১ ভিত্তির কার্য্য। (দেশজ) ২ আদিম ঘর, কুলীন।

বুনেরা, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার সামন্তরাজ উদয়পুররাজের প্রধান সহায়। নগরটী প্রাচীরপরিবেষ্টিত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। এখানকার রাজপ্রাসাদ সাধারণের মনোহারী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৯০৩ ফিট উচ্চ।

বুনো (দেশজ) নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ।

বুন্দ, নিশামন, আলোচন। ভ্বাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ বুন্দতি-তে। লোট্ বুন্দতু-তাং। লিট্ বুবুন্দ বুবুন্দে। লুঙ্ অবুদৎ অবুন্দীৎ। অবুন্দিষ্ট।

"সম্রংসে শববন্ধেন দিব্যেনেতি বুবুন্দ সঃ।" (রঘু ১৪।৭১)

বুন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের ঝিন্দ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বুন্দী, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। [বিস্তৃত বিবরণ অন্তঃস্থ 'ব' এ বুন্দী শব্দে দেখ।]

বুন্দারে, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কন্ধজাতির আবাসভূমি। পূর্ব্বে এই স্থানে অবাধে নরবলি প্রচলিত ছিল। উহাই মেরিয়া বা জুন্না উৎসব নামে খ্যাত। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই পাপ অভিনয় মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। তজ্জন্য গ্রামের পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও মধ্যস্থলে এক একটী নরদেহ সূর্য্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত। ইহাদের এই উপাস্য দেবতার নাম মাণিকসোরো।

বুন্দালা, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩১° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১´৩০˝ পূঃ। এখানে শিখ জাতির সংখ্যাই অধিক।

বুন্দেলখণ্ড, আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত একটী দেশ বিভাগ। অক্ষা° ২৩° ৫২´ হইতে ২৬° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩´ হইতে ৮১° ৩৯´ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরে যমুনা নদী, পশ্চিমে ও উত্তরে চম্বল নদী, দক্ষিণে জব্বলপুর নদী ও সাগর বিভাগ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বাঘেলখণ্ড (রেবা) ও মীর্জ্জাপুর-পর্ব্বতমালা অবস্থিত। হামীরপুর, জলৌন, ঝাঁসী, ললিতপুর ও বান্দা নামক ইংরাজাধিকৃত জেলা, ওর্চ্ছা, দতিয়া, সমথর, অজয়গড়, আলীপুর এবং ধুরবাই, বিজনাতোরি, ফতেপুর, পাহাড়ী, বাঙ্কা প্রভৃতি অষ্টভায়া জায়গীর; বরৌন্দা, রাওণী, বেরী, বিহাট, বিজাবর, চরখারি ও কালিঞ্জরের চৌবীরাজ্য—পালদেও, পাহরা, তরাওন, ভাইসৌন্দা, কান্তা, রজৌলা; ছত্তরপুর, গড়ৌলী, গৌরীহর, জাসো, জীগ্নি খনিয়াধান, লুঘাসি, নৈগবান, রিবাই, পন্না, বিলহরি ও সরিলা প্রভৃতি সামন্তরাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত।

[সামন্ত রাজ্যগুলির বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই রাজ্যখণ্ড বিন্ধ্যাচল, পন্না ও বন্দের পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্ন; এ কারণ ইহার অধিকাংশ স্থানই অধিত্যকাময়। এই অধিত্যকাসমূহের অববাহিকা বাহিয়া সিন্ধু, পহুজ, বেতবা, ধাসন, বীরমা, কেন, বাগই, পাইসুনি ও তোন্স নদী যমুনাগর্ভে পতিত হইয়াছে। এখানে হীরক, লৌহ, কয়লা ও তাম্র অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়।

স্থানীয় প্রবাদ, গোঁড়গণ সর্ব্ব প্রথমে এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে চন্দেলবংশীয় রাজপুতগণ গোঁড় রাজগণকে পরাজয় করিয়া এখানে রাজপাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দেলরাজগণের অধিকার সময়ে এখানে বহুশত শিল্পকার্য্যযুক্ত দেবমন্দির ও তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদের ভগ্নাবশেষ মাত্র এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন হামীরপুর জেলার জলপ্রণালী, কালিঞ্জর ও অজয়গড়ের বিখ্যাত দুর্গ এবং খজুরাহ ও মহোবার প্রসিদ্ধ মন্দির এখনও তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ফিরিস্তার বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, ১০২১ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মামুদের আক্রমণ সময়ে চন্দেলরাজ ৩৬ হাজার অশ্বারোহী, ৪৫ হাজার পদাতি ও ৬৪০টী হস্তী লইয়া তাহার সম্মুখীন হন। চন্দেল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা চন্দ্রবর্ম্মার অধঃস্তন ২০শ পুরুষে রাজা পরমাল দেও ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর চৌহানপতি পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পরমাল

দেবের অধঃপতনের পর রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং উপর্য্যুপরি মুসলমান আক্রমণে এইস্থান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অবশেষে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে গড়বাবংশীয় রাজপুত জাতির চন্দেল-শাখা এ প্রদেশে আসিয়া যমুনার দক্ষিণকূলে বাস-স্থাপন করেন। তাঁহারা প্রথমে মউ নামক স্থানে অবস্থিত হইয়া ক্রমে কালিঞ্জর ও কাল্পি অধিকার এবং মাহোনীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা রুদ্রপ্রতাপ উর্চ্ছা নগর স্থাপন করেন। ইহার অধিকার সময়ে বুন্দেলারাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়। এই সময়ের পর হইতে ক্রমশঃই বুন্দেলা-প্রভাব যমুনার পশ্চিম প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদবধি এইস্থান বুন্দেলখণ্ড নামে অভিহিত হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই উর্চ্ছারাজ রুদ্রপ্রতাপের প্রপৌত্র রাজা বীরসিংহদেব মুসলমান আক্রমণে ভীত হইয়া মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন; কিন্তু চম্পৎরায় নামক অপর একজন চন্দেলা-সর্দ্দার বেতবা-তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশে থাকিয়া মুসলমানসৈন্যকে উৎসাদিত করিয়াছিলেন।

খ্যাতনামা বুন্দেলারাজ ছত্রশাল উক্ত মহাপুরুষের পুত্র; তিনি পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বুন্দেলাগণ কর্ত্তৃক প্রধান সর্দ্দার ও সেনাপতি নিযুক্ত হইবার পর স্বদলবলে পন্না অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তথাকার পার্ব্বত্য দুর্গসমূহ অধিকার করেন। এ প্রদেশে যে সকল স্থানে তাঁহার বিপক্ষগণ বাস করিত তিনি তৎসমুদায় স্থানই অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। অবশেষে কালিঞ্জরের দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি সেই স্থানে আপনার রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের পাঠান নবাব আক্ষদখান বঙ্গস তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এবার শত্রুকরে বিশেষ নিপীড়িত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রগণের সাহায্য লইতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্র-পেশবা বাজীরাও সুযোগ পাইয়া বুন্দেলখণ্ডে স্বীয় প্রাধান্যস্থাপনের জন্য সসৈন্যে আসিয়া আক্ষদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া বুন্দেলারাজকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। এই কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ পেশবা বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্বভাগের কতকাংশ ও একটী দুর্গ লাভ করেন। তিনি কাশীপণ্ডিত নামা জনৈক ব্রাহ্মণকে ঐ স্থান দান করেন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত ঐ স্থান কাশীপণ্ডিতের বংশধরগণের শাসনাধীনে ছিল।

ইহার পর পেশবা উর্চ্ছারাজের নিকট হইতে ঝাঁসী কাড়িয়া লন। তিনি যে সুবাদারের হস্তে এই স্থানের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধরগণ কিছুকাল এখানকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাজা ছত্রশালের বংশধরগণ সামান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে এই স্থান শাসন করেন। কিন্তু এই অধঃপতনশীল রাজবংশের রাজকর্ম্মচারিগণের বিদ্রোহে মহাবিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়।

এই অরাজকতা এবং অন্তর্বিপ্লবজনিত খণ্ডযুদ্ধে বুন্দেলারাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া বাজীরাওর পৌত্র আলী বাহাদুর[১] ঘোরতর যুদ্ধের পর এই প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর-দুর্গ অবরোধের সময় আলীর মৃত্যু হয়। অবশেষে পুণা-রাজদরবারের অনুমত্যনুসারে আলীর পুত্র সামশের বাহাদুরের পক্ষ হইয়া হিম্মৎ বাহাদুর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার ভার গ্রহণ করেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত রাজগণের বিদ্রোহ ও বসঁইর সন্ধিপত্রের গোলযোগে ইংরাজরাজ বুন্দেলখণ্ডের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সিন্ধিয়া, হোলকর ও বেরারপতি এবং শামসের পরিচালিত মহারাষ্ট্রসৈন্য ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। রাজা হিম্মৎ বাহাদুর আপনার স্বার্থহানি হইবে ভাবিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করেন এবং এই প্রদেশের কতকাংশ পুনরায় ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। এই সময়কার বন্দোবস্তঅনুসারে ইংরাজগণ রাজা হিম্মৎকে সৈন্যরক্ষার জন্য ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং সাহায্যের জন্য জায়গীর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইংরাজসেনা বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিল ও সুবিধা পাইয়া সামশেরকে পরাজিত করিল। হিম্মতের মৃত্যুর পর তদীয় সম্পত্তি ইংরাজরাজ কাড়িয়া লন। তদ্বংশধরগণ কেবলমাত্র জায়গীর ও বার্ষিক বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামশের বাহাদুর ইংরাজরাজের প্রদত্ত ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া বান্দায় বাস করিতে অনুমতি পাইয়া ছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এখানে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জুলফিকার আলী তৎসম্পত্তির অধিকারী হন।

ইহার পর আলী-বাহাদুর সেই সম্পত্তি লাভ করেন। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তাহার বৃত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং ইন্দোর রাজধানীতে তিনি নজরবন্দী হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদ্বংশধরগণ ইংরাজরাজের নিকট হইতে ১২০০ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

ইংরাজগণ প্রথমে এই প্রদেশে হিম্মৎ বাহাদুর ও পেশবা-প্রদত্ত কতকাংশ ভূমি প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার অধঃপতনের পর সমগ্র বুন্দেলখণ্ডই ইংরাজাধিকারে আইসে।

(১) পেশবা বাজীরাওর মুসলমানরমণীর গর্ভজাত।

তৎপরে জালোন, ঝাঁসি, জাইৎপুর (জৈতপুর), খদ্দি, চিরগাঁও, পূর্ব্বা, বিজয়াঘবগড় তিরোহা, শাদগড় ও বাণপুর প্রভৃতি সামন্ত রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজগণ এই সকল সম্পত্তি স্বীয় শাসনাধীন করিয়া লন।

বুন্দেলা, বুন্দেলখণ্ডনিবাসী গাহরবাড়-শাখাসম্ভূত রাজপুত জাতি। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর বরে তাঁহারা বুন্দেলা ও তৎপ্রদেশ বুন্দেলখণ্ড নামে আখ্যাত। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, যে ইহারা গাহরবাড় জাতি, ভিন্ন দেশ হইতে যমুনাপারে আসিয়া এখানে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল।[১]

বুন্দেলখণ্ডের রাজেতিহাস হইতে জানা যায় যে, ইহারা অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব। তদ্-গ্রন্থে ইহাদের বংশতালিকা এইরূপ বর্ণিত আছে,—

রামচন্দ্রের পুত্র কুশ, তৎপুত্র হরিব্রহ্ম (মহীপাল), তৎসুত উদ্দিম, তৎসুত অলম্যান, তৎপুত্র বিমলচাঁদ, বিমলের পুত্র ছত্র-শাল, ছত্রশালের পুত্র যোধপাল ও তৎপুত্র বিহঙ্গরাজ (বিহঙ্গেশ), ইহারা সাত জনেই অযোধ্যাপুরীতে থাকিয়া প্রজা-পালন করিয়াছিলেন।

বিহঙ্গের পুত্র কাশরাজ বারাণসী আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন; ইনিই প্রথমে কাশীশ্বর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজের পুত্র গুহিলদেব, তৎপুত্র বিমলচাঁদ, তৎপুত্র গোপ-চাঁদ, তৎসুত গোবিন্দচন্দ্র, তৎপুত্র তুহিনপাল, তুহিনের পুত্র বিন্ধ্যরাজ, তৎপুত্র লুনিক দেব, তৎপুত্র বিদল দেব, তৎপুত্র অর্জ্জুনব্রহ্ম এবং তৎপুত্র বীরভদ্র। যথাক্রমে কাশীর সিংহাসনে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজ্যশাসন করেন। রাজা বীরভদ্রের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে কুমার পঞ্চমকেই তিনি অধিক ভাল-বাসিতেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে তাঁহার অপর ভ্রাতৃগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। মনের বৈরাগ্যে পঞ্চম বিন্ধ্যাচলে আগ-মন করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর আরাধনা করেন। তাঁহার তপে দেবী প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া তিনি আত্মোৎসর্গে মনস্থ করি-লেন। স্বীয় তরবারিদ্বারা মস্তকছেদনে উদ্যত হইলে দেবী পঞ্চমের সমক্ষে স্বশরীরে আবির্ভূতা হইলেন এবং প্রীত্যন্তকরণে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! আমার বরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কর ও বহু রাজ্য জয় করিয়া একটী সুদূরব্যাপী জনপদ স্থাপনপূর্ব্বক সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। বৎস! তুমি আমার সমক্ষে নিজ জীবন উৎসর্গে যে রক্তবিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলে, তাহা হইতে তোমার অনুরূপ জাত এই পুত্র বিপদে ও যুদ্ধবিগ্রহে তোমার সহায় হইবে এবং তোমার এই বংশধরগণ বুন্দেলা নামে খ্যাত থাকিবে।

রাজা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পঞ্চম যশী কাশীশ্বর উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং নিজ পুত্র বীর-সিংহের উপর অযোধ্যাপুরীর শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। রাজা বীরসিংহ নিজ ভুজবলে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ জয় করিয়া আফগানরাজ সত্তর খাঁকে পরাজিত করেন। পরে জয়প্রণোদিত হইয়া তিনি কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারমানসে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। কালিঞ্জর ও কাল্পি বিনা আয়াসেই তাঁহার হস্তগত হয়। তৎপরে তিনি মহোনীতে যাইয়া রাজ-পাট স্থাপন করেন। তিনি স্বীয় বীরত্বের জন্য লোহধার আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র রাজা বলবন্ত পিতার ন্যায় রাজ্য পালন করিয়া-ছিলেন। তৎপুত্র অর্জ্জুনপাল কুটহরা গড় অধিকার ও জেত্র-পুরে রাজ্যস্থাপন করেন। অর্জ্জুনের পুত্র সুহিনপাল, তৎপুত্র সহজেন্দ্র, তৎপুত্র লুনিগদেব, তৎপুত্র পৃথ্বীরাজ, তৎসুত রামচন্দ্র, তৎপুত্র মেদিনীমল্ল, তৎপুত্র অর্জ্জুনদেব, তৎপুত্র মালিক হন এবং তৎপুত্র উর্চ্ছাধিপতি খ্যাতনামা রুদ্রপ্রতাপ সিংহাসনে আসীন হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভর্ত্তৃচাঁদ, মধুকর (মধুকর শাহ), উদয়াদিত্য, কীর্ত্তি শাহ, ভগৎশাহ, উমাদাস, চন্দ্রদাস, ঘনশ্যাম দাস, প্রয়াগ দাস, ভৈরব দাস ও খণ্ডেরাও প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র দয়া, মায়া ও যুদ্ধাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

রাজা রুদ্রপ্রতাপের জীবলীলা শেষ হইলে ভর্ত্তৃচাঁদ রাজা হন। তাঁহার পর মধুকরশাহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। অপর সকল ভ্রাতাই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু উদয়া-দিত্য নিজ ভুজবলে ও বুদ্ধিমত্তায় দলবল সংগ্রহ করিয়া মহোবা নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র প্রেমচাঁদ বহু যুদ্ধে সৈয়দ ও আফগান সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিখ্যাত বীর ভগবন্ত রাও মহোবার সিংহা-

---

(১) মীর্জাপুরে প্রবাদ, গাহরবাড়বংশীয় জনৈক রাজপুত-পরিবার বিন্ধ্যাচলের নিকট গৌড় গ্রামে আসিয়া বাস করে। ঐ বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ পন্নারাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। অপুত্রক পন্নারাজের মৃত্যুর পর উক্ত গাহরবাড় রাজকর্ম্মচারী তাঁহার দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু স্বয়ং পুত্রহীন হওয়ায় তাঁহারও এই নূতন রাজপাট ভাল লাগে নাই। তিনি সংসারে উদাসীন হইয়া বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকট গমন করেন। তথায় দেবীর প্রসাদলাভার্থ তিনি স্বীয় মস্তক দান করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার শরীরস্থ রক্তবিন্দু হইতে একটী বালক উৎপন্ন হইল। বিন্দু (হিন্দী বুন্দ) হইতে জাত বলিয়াই সেই বালক বুন্দেলা বা বুঁদেলা নামে আখ্যাত হন, তাঁহার বংশধরগণও বুন্দেলা নামে আখ্যাত হইলেন।

সনে, মানসিংহ শাহপুরে এবং কিন্নরসিংহ সিমুরোহে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ভগবন্তের পুত্র কুলনন্দন অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহার থঙ্গারায়, চাঁদরায়, শোভনরায় ও চম্পৎরায় নামে চারি পুত্র ছিল। রাজা চম্পৎরায় মোগল সম্রাট্ শাহজহানের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া রাজকর দিতে অস্বীকৃত হন। তদনুসারে সেনানী বকিখাঁ তাঁহাকে শাসন করিতে আসেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়।

রাজা চম্পৎরায়ের পাঁচপুত্র—সর্ব্বহন, অঙ্গদরায়, রতনশাহ, ছত্রশাল ও গোপাল। এই কয় পুত্রের মধ্যে রাজা ছত্রশালই বুন্দেলা জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

[ছত্রশাল দেখ।]

রাজা ছত্রশালের যত্নে বহুশত বুন্দেলা-সর্দ্দার একত্র হইয়া মুসলমান-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ছত্রপুরে ছত্রশালের মৃত্যু হয়। ঐ নগরে তাঁহার বিখ্যাত সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। হৃদয় শাহ, জগৎ রায়, পদ্মসিংহ ও ভর্ত্তচাঁদ প্রভৃতি চারিপুত্র তাঁহার প্রথমাপত্নীর গর্ভজাত, অপর রমণীতে তাঁহার আরও ১৩টী পুত্র হইয়াছিল।

রাজা ছত্রশাল মৃত্যু সময়ে নিজ সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া যান। হৃদয় সিংহ পন্নারাজ্য লাভ করেন এবং জগৎরায় জৈৎপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। [পন্না শব্দে পন্না-রাজবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

জৈৎপুর-রাজ্যে জগৎরায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহম্মদ খাঁ বঙ্গসের আদেশ-মতে তৎসেনানী দলিল খাঁ সদলে অগ্রসর হন। নদপুরিয়া নামক স্থানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বুন্দেলা রাও রামসিংহকে নিহত দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রুহস্তে আহত হইয়া জগৎরায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হন। ছাউনী মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার পত্নী রাণী অমরকুমারী স্বামীকে না দেখিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন, পরে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় তিনি স্বামিদর্শন-প্রত্যাশায় রণভূমে উপস্থিত হইলেন। সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রথমে দলিলের শিবির আক্রমণ করেন। অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করায় মুসলমানসেনানী আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইলেন। জয়লাভের পর উল্লসিত সৈন্যমণ্ডলী মশালের আলোকে রাজার ভূপতিত দেহ অন্বেষণ করিয়া বাহির করিল। শেষে শিবির মধ্যে আনিবার পর রাণীর যত্নে রাজা সংজ্ঞা লাভ করেন।

দলিল খাঁর মৃত্যু ও পরাভবে নিরুদ্যম না হইয়া মহম্মদ পুনরায় বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। এবার নিরুপায় ভাবিয়া জগৎরায় পেশবা বাজীরাওর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাজীরাও তাঁহার কৃতকার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ বুন্দেলখণ্ডের কএক প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে চৌথকর সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি মস্তানীনাম্নী এক মুসলমানবালিকাকে সঙ্গে লইয়া যান। এই রমণীর গর্ভে সমশের বাহাদুরের জন্ম হয়।

১৮১৫ সংবতে (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে) জগৎরায় মাউ নগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল এবং কীর্ত্তির প্রার্থনানুসারে তিনি স্বীয় পৌত্র কীর্ত্তির পুত্র গুমানসিংহকে 'দেওয়ান সিরাই' পদে অভিষিক্ত করিয়া যান।

রাজা জগৎরায়ের মৃতদেহ লইয়া তৎপুত্র পাহাড়সিংহ জৈৎপুরে চলিয়া আইসেন। প্রথমে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, রাজা মৃত্যুরোগে শায়িত হইয়াছেন, তাঁহার আর রোগমুক্তির কোন উপায় নাই। ঐ শবদেহ গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়া তিনি নিজে সিংহাসনলাভের আশায় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। গুমান্‌সিংহের পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য তিনি সেনাপতিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিতে লাগিলেন। কুমার কড়িসিংহ, সেনাপৎ ও বীরসিংহ দেব প্রভৃতি তাঁহার পক্ষ হইয়া গুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন।

পাহাড়সিংহের সিংহাসনাধিকার ও রাজা জগৎরায়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গুমানসিংহ দূত পাঠাইয়া তাঁহার প্রাপ্য জৈৎপুর সিংহাসন পাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু পাহাড়সিংহ এই বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং বলিয়া পাঠান যে, তাঁহার পিতার সিংহাসন-গ্রহণে তিনিই অধিকারী। পুত্র থাকিতে পৌত্রের ইহাতে কোন অধিকার থাকিতে পারে না।

গুমানসিংহ ইহাতে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া জৈতপুর রাজ্য ছারখার করিতে মানস করিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কুন্দেলার সম্মুখে উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গুমানসিংহ স্বীয় মিত্র নবাব নজফখানের সহিত পরাজিত হন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পাহাড়সিংহ গুমানকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমি ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তোমার ইচ্ছা থাকে, সসৈন্যে আসিয়া আমায় আক্রমণ কর। পাহাড়সিংহ কুলপাহাড়ে থাকিয়া নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছেন। ঐ স্থানে গুমান ও তাহার ভ্রাতা খুমানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি গুমানকে বান্দা ও খুমানকে চরখাড়ির রাজপদ দান করিয়াছিলেন।

ইহার পর বুন্দেলা-রাজগণের আর বিশেষ প্রতিপত্তির কথা শুনা যায় না। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়-কালে তাঁহারা সামান্য সহকারীরূপে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হিম্মৎখাঁর বিদ্রোহ ও ইংরাজ-সমাগম এবং মহারাষ্ট্রযুদ্ধাদির বিষয় বুন্দেলখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

বুন্ধ, নিশামন। ভ্বাদি° উভয়° সক° সেট্। লিট্ বুন্ধতি-তে। লোট্ বুন্ধতু-তাং। লুঙ্ অবুধৎ, অবুন্ধীৎ, অবুন্ধিষ্ট। বুদ্ধ, বন্ধ। চুরাদি° উভ° সক° সেট্ লট্ বুন্ধয়তি-তে। লোট্ বুন্ধয়তু-তাং। লিট্ বুন্ধয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অবুবুন্ধৎ-ত।

বুবুধান (পুং) ১ আচার্য্য। ২ দেব। ৩ পণ্ডিত। (সংক্ষি° উণাদিবৃ°)

"দধিক্রাবাণং বুবুধানো অগ্নিমুক্রব উষসং" (ঋক্ ৭।৪৪।৩)

বুবুর (স্ত্রী) উদক, জল। (নিঘণ্টু প্র°) ইহার পাঠান্তর বর্বুর।

বুভুক্ষা (স্ত্রী) ভোক্তুমিচ্ছা ভুজ-ইচ্ছার্থে সন্, বুভুক্ষ ধাতু (অঃ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অন্ততষ্টাপ্। ১ ক্ষুধা।

"অতীব বাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাস্তি নিত্যশঃ।

ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র ততো দুঃখতরং বনম্॥"(রামায়ণ ২।২৮।২৮)

বুভুক্ষিত (ত্রি) বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা সঞ্জাতাহস্য (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) ক্ষুধিত, যাহার ক্ষুধা হইয়াছে।

"অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্ বুভুক্ষিতঃ।

ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥" (মনু ১০।১০৫)

বুভুক্ষু (ত্রি) ভোক্তুমিচ্ছুঃ ভুজ-সন্-উ। ভোজন করিতে ইচ্ছুক।

বুভূর্ষু (ত্রি) বিভর্ত্তুমিচ্ছুঃ সন্-উ। ভরণ করিতে ইচ্ছুক।

বুভূষক (ত্রি) বুভূষ-কন্। হইতে ইচ্ছুক।

বুভূষা (স্ত্রী) ভবিতুমিচ্ছা ভূ-সন্, অ, টাপ্। হইতে ইচ্ছা।

বুভূষু (ত্রি) ভূ-সন্ উ। হইতে ইচ্ছুক।

বুরুজ (আরবী) ১ চন্দ্র-বাটিকা। ২ দুর্গপ্রাসাদশেখর।

বুরুড়, (বরুড়) দাক্ষিণাত্যবাসী অন্ত্যজ জাতিভেদ। বাঁশের ঝুড়ি প্রভৃতি প্রস্তত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়, ইহারা পূর্ব্বে মরাঠা ছিল, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পার্ব্বতী দেবীর বটবৃক্ষপূজার জন্য ইহারা ফলপুষ্পবহনোপযোগী ঝারি নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ায় জাতিচ্যুত হয়।

ইহাদের মধ্যে জাট, কাণাড়ি, লিঙ্গায়ৎ, মরাঠা, পর্ব্বারি ও তৈলঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ অপর কাহারও সহিত আদান প্রদান করে না বা একত্র বসিয়া খায় না। ইহারা গবাদি পালিত জন্তু পুষিয়া থাকে। সাধারণেই মদ্য ও মাংসপ্রিয়, পূজাদি পর্ব্বে ইহারা উপবাস ও নিরামিষ ভোজন করে। ইহাদের বেশ ভূষাও কতকাংশে মরাঠীদিগের ন্যায়। বাঁশের ঝুড়ি, চুবড়ি, দর্ম্মা, ঝাফ্‌রি, মাদুর, পাখা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ইহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। এতদ্ভিন্ন ইহারা ভৈরবা, খণ্ডোবা, কৃষ্ণ, মারুতি ও রামের পূজাও করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও জঙ্গমদিগের প্রতি ইহাদের অচলা ভক্তি। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাশৌচে ইহারা ব্রাহ্মণগণকে পৌরোহিত্যে আহ্বান করিয়া থাকে।

জাত বালকের পঞ্চম দিবসে ইহারা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে। রমণীগণ গীতামোদে রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক অতিবাহিত করিয়া থাকে, দ্বাদশদিনের পর জাতাশৌচ যায়, তখন গোবর জল দিয়া সমস্ত বাটীই ধৌত করা হইয়া থাকে। তিনমাসের পর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে বালকের চূড়াকরণ হয়। ইহাদের বিবাহপ্রথা ঠিক মরাঠাদিগের মত। মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ দাহ বা কবরস্থ করে। তৃতীয় দিনে কাঁধকাটাদিগের ভোজ হয় এবং দশম দিনে প্রেতোদ্দেশে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। ত্রয়োদশদিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

বুরুল (দেশজ) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথমপর্ব্ব, একইঞ্চ পরিমাণ।

বুর্দ্দু, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বুর্হান্ নিজামশাহ ১ম, নিজামশাহী বংশের জনৈক রাজা (১৫০৮-১৫৫৩ খৃঃ) আহ্মদ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

[নিজামশাহী দেখ।]

বুর্হান্ নিজাম শাহ ২য়, নিজামশাহী বংশের ৭ম রাজা (১৫৯০-১৫৯৪ খৃঃ অঃ।) ইনি বুর্হানাবাদ নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। [নিজামশাহী দেখ।]

বুর্হান্ ইমাদ শাহ, ইমাদশাহী বংশের ৪র্থ রাজা (১৫৬০-১৫৬৪ খৃঃ অঃ)। ইনি তফজুলখাঁর নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর তফজুল কিছুদিনের জন্য রাজ্য শাসন করেন।

বুর্হান্‌পুর, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ১১৩৮ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। তাপ্তিনদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১৮´৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৬´ ২৬´´ পূঃ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে খান্দেশের ফরুখিবংশীয় রাজা নসির খাঁ এই নগর দৌলতাবাদের বিখ্যাত মুসলমান শেখ বুর্হান্ উদ্দীনের নামে স্থাপন করিয়া যান। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমানরাজগণ বুর্হানপুর নগর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেও ফরুখি-বংশের ১১শ জন রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহ এই নগর স্বীয় শাসনভুক্ত করিয়া লন।

বাদশা কিল্লার দুইটী চূড়া ব্যতীত প্রাচীন ফরুখি-রাজগণের আর কোন কীর্ত্তি দেখা যায় না। উক্ত বংশের দ্বাদশ রাজা আলি খাঁ এখানে জুমা মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া যান। অকবর ও তাঁহার বংশধরগণের উদ্যমে এই নগর সৌধমালায় ভূষিত হইয়াছিল। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ রাজপুরুষগণ এখানে থাকিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেন; পরে তথা হইতে অরঙ্গাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে বুর্হানপুর খান্দেশ সুবার প্রধান নগররূপে পরিণত হয়।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদূত সর টমাস রো বুর্হানপুরে আসিয়া এখানকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উহার ৪৪ বৎসর পরে, টাবার্নিয়ার এই নগরের বিশেষ সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল-প্রভাবের সময় এই নগর হইতে নানা দ্রব্য পারস্য, তুরুষ্ক, মাস্কোভিয়া, পোলণ্ড, আরব ও ইজিপ্ত প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরিত হইত।

সম্রাট্‌ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বুর্হানপুর দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত অরঙ্গজেব সদলে বুর্হানপুর পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রগণ নগর লুণ্ঠন করে। উহার ৩৪ বৎসর পরে মরাঠাগণ উপর্য্যুপরি যুদ্ধের পর এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে আসফ্‌জা নিজাম উলমুলক্‌ দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া এই নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এই নগরের চারিধারে প্রাচীর ও বুরুজ এবং ৯টী সিংহদ্বার স্থাপিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির যুদ্ধের পর নিজাম বুর্হানপুর রাজ্য পেশবার করে সমর্পণ করেন। ইহার ১৮ বৎসর পরে সিন্ধিয়ারাজ ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ওয়েলেস্‌লী এই নগর অধিকার করেন, কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতেই উহা সম্যক্‌রূপে ইংরাজশাসনাধীন হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ হইয়া একটী ভয়ানক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান অট্টালিকার মধ্যে অকবর শাহের লাল-কিল্লা ও অরঙ্গজেবের জমা মস্‌জিদই প্রধান। টাবার্নিয়ারের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এখানে রেশম মস্‌লিন প্রভৃতি বস্ত্রের বিস্তর কারবার আছে।

বুর্হানাবাদ, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মোগল-সেনানী শাহবাজ খাঁ এই নগর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া যান।

বুর্হেলা, রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা রঘুবংশী ও বাঙ্গী সম্প্রদায়ের কন্যা গ্রহণ করে এবং আমেঠিয়াদিগকে আপনা-পন কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকে।

বুর্মা (পারসী) কাষ্ঠচ্ছেদকরণের অস্ত্রবিশেষ, তুরপুন্‌।

বুল, মজ্জন। চুরাদি° উভয়° অক° সেট্‌। বোলয়তি-তে। লোট্‌ বোলয়তু-তাং। লুঙ্‌ অবুবুলৎ-ত।

বুলন্দসহর, উঃ পঃ প্রদেশে মিরাটবিভাগে অবস্থিত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ প্রায় ১৯১৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মিরাট জেলা, পশ্চিমে যমুনা নদী, দক্ষিণে আলীগড় ও পূর্ব্বে গঙ্গা নদী।

গঙ্গা, ও যমুনা নদীর অন্তর্ব্বেদী মধ্যে অবস্থিত থাকায় এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা এবং শস্যাদিতে পরিপূর্ণ। সমগ্র জেলাটী অধিত্যকার ন্যায় সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬৫০ ফিট্‌ উচ্চ, কিন্তু উভয় নদীর অববাহিকাদেশে উহা একবারে সোপানাকারে নিম্ন হইয়া নদীর সমতলকূলে পরিণত হইয়াছে। উক্ত নদীদ্বয় ব্যতীত কালীনদী (কালিন্দী), হিন্দন, করোন, পটবাই ও ছোইয়া নামক কএকটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে এই স্থান পাণ্ডবরাজধানী হস্তিনাপুরের অধিকারে ছিল। উক্ত নগর গঙ্গা-বিধৌত হইবার পর জনৈক শাসনকর্ত্তা আহর নগরে থাকিয়া এখানকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এক সময়ে এখানে গৌড়-ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল এবং গুপ্তরাজগণ এখানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে যখন গজনীপতি মান্মুদ বরণ (বুলন্দসহরের চলিত নাম) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন হরদত্ত নামে জনৈক হিন্দুরাজা এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানরাজের তাড়নায় ভীত হইয়া হিন্দুনরপতি সদলে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। ঐ সময় হইতে এই অন্তর্ব্বেদী মধ্যে নানা বর্ণের লোক আসিয়া বসতি করে। এখনও সেই সকল জাতি ঐ জেলার কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন বরণ অভিমুখে অগ্রসর হইলে, তথাকার অধিপতি দোরবংশীয় রাজা চন্দ্রসেন সসৈন্যে উপস্থিত থাকিয়া বিপক্ষের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তদাত্মীয় জয়পালের ষড়যন্ত্রে মুসলমানরাজ উক্ত নগর অধিকার করিতে সমর্থ হন। জয়পাল ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর মুসলমান অনুগ্রহে উক্ত নগরের চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ জেলার কতক সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দ হইতে এখানে রাজপুত জাতির সমাগম হয়। ঐ রাজপুতগণ এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের গ্রামাদি অধিকার করে। তৎপরে মোগল আক্রমণ সময়ে এই প্রদেশের দুরবস্থা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অকবরের সুবন্দোবস্তে এখানে শান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু অরঙ্গজেব এখানকার ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু অধিবাসীর উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ছাড়েন নাই। বাহাদুর শাহের রাজ্যারোহণ (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে মোগল-শক্তির অধঃপতন আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে গুজর ও জাটসর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে কোইল-নগরে এখানকার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত থাকে। মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তারা কোইলে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বরণনগর তৎকালে কোইলের অধীন ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য কোইল ও আলীগড় দুর্গ অধিকার করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আলীগড় ও মিরাটের কতকাংশ লইয়া বুলন্দসহর একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হয়। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় গুজরগণ, ৯ম সংখ্যক পদাতিক সেনাদল, মালাগড়ের শাসনকর্ত্তা বালিদাদ খাঁ ও ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুতগণ ইংরাজবিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করে।

[সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

খুর্জা, বুলন্দসহর বা বরণ, সিকন্দরাবাদ, শীকারপুর, জাহাঙ্গীরাবাদ, অনুপসহর, দিবাই, সিয়ানা, জেবার, গালাওটী, অরঙ্গাবাদ ও ধনকউর প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নগর।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। কালীনদীর পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°১৪´১১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৪´ ১৫´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪১ ফিট্ উচ্চ। ইহার প্রাচীনাংশ একটী গণ্ডশৈলের শিখরদেশে স্থাপিত এবং নিকটবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রের উপর নূতন নগর নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ মাকিদনবীর মহাত্মা আলেকসান্দারের ও উত্তর ভারতের হিন্দুবাহ্লিক রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপি বরণ নগরের নানা স্থানে পাওয়া গিয়া থাকে। যবন ও বাহ্লিক রাজগণের অধিকারে যে তদ্দেশীয় লোকের এই স্থানে সমাগম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দোরবংশীয় রাজা হরদত্ত ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ও নানা উপঢৌকন পাঠাইয়া গজনীপতি মাহ্মুদকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এখানকার শেষ হিন্দুনরপতি রাজা চন্দ্রসেন মহম্মদ ঘোরির যুদ্ধে জীবন দান করেন। ঐ যুদ্ধে মুসলমানসেনানী খাজা লাল-বরণীর মৃত্যু হইয়াছিল। এখনও তাহার কবরসন্নিহিত স্থান তাঁহার নামেই ঘোষিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন হিন্দুপ্রাধান্যের নিদর্শন স্বরূপ এখানে অপর কোন অট্টালিকা বা দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে নিকটবর্ত্তী স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে ইতস্ততঃ খোদিত স্তম্ভ বা অট্টালিকাদির খণ্ডিত অংশসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ গুলির গঠনকার্য্য দেখিলে নিশ্চয়ই প্রাচীন হিন্দুগঠন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকাদির মধ্যে সম্রাট্ অকবর শাহের প্রধান সেনানী বহলোল খাঁর সমাধিমন্দিরই সর্ব্বপ্রাচীন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন-নগরের মধ্যস্থলে জমা মস্‌জিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজাধিকারে এখানকার বিশেষ কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই।

বুলান (দেশজ) হস্তাবমর্ষণ, হাতবুলান।

বুলি (স্ত্রী) বুল-ইন্-ক্বিচ্। ১ ভগ, স্ত্রীচিহ্ন। (হেম) (দেশজ) ২ বাক্য। (ইংরাজী) ৩ কাষ্ঠে খোদাই করিবার যন্ত্রবিশেষ (Burine)।

বুলকুকুড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বুলদানা, পশ্চিম বেরার বিভাগের একটী জেলা। ভূপরিমাণ ২৮০৪ বর্গ মাইল। চিখলি, মালকাপুর ও মেহকর নামক তিনটী তালুকে এই জেলা বিভক্ত।

এই জেলা বেরার বালাঘাট পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। উহার উপত্যকাভূমিসমূহে পবিত্রসলিলা বহু শাখানদী প্রবাহিত থাকায় ঐ সকল স্থান বসবাসের ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়াছে। বেণগঙ্গা, নলগঙ্গা, বিশ্বগঙ্গা, ঘন, পূর্ণা ও কাটাপূর্ণা প্রভৃতি এখানকার প্রধান নদী। জেলার দক্ষিণ-ভাগে লোনার নামক হ্রদ অবস্থিত। উহার তীরভূমে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যযুক্ত একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দির স্থাপিত আছে। হিন্দুমাত্রেরই নিকট উহা পবিত্র বলিয়া গণ্য।

দেউলঘাট নামক স্থানে বেণগঙ্গাতীরে, মেহকরে, সিন্ধখের ও পিম্পল গাঁও নামক স্থানে হেমাড়পন্থীদিগের প্রাচীন মন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন পূর্ণার উপত্যকাভূমি মুসলমানের হস্তগত হয়, তৎকালে জৈন রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীন এ প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং ইলিচপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ক্রমে তাঁহার বংশধরগণের যত্নে দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী ভূভাগসমূহ মুসল-মানের শাসনভুক্ত হয়। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বেরার প্রদেশ মুসলমানের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদশাহ

বাহ্মণীর পুত্র আলাউদ্দীন্ রোহন-খের নামক স্থানে খান্দেশ ও গুজরাতরাজসৈন্যকে পরাভূত করেন। বাহ্মণীরাজবংশের পর ইমাদশাহী রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপরে আহ্মদনগর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে চাঁদ-বিবি বেরার রাজ্য সম্রাট্ অকবরশাহের হস্তে সমর্পণ করেন। সম্রাট্‌পুত্র মুরাদ ও দানিয়াল যথাক্রমে এখানকার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত থাকেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অকবরের মৃত্যুর পর আবি-সিনীর সর্দ্দার মালিক অম্বর বেরার অধিকার করিয়া ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন করেন। তৎপরে সিন্ধখেরের দেশমুখ লাকজী যাদবরাওর সাহায্যে সম্রাট্ শাহজহান এই রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। উক্ত যাদবরাও মালিক অম্বরের ১০ হাজার অশ্বারোহীর সেনানায়ক ছিলেন। তিনিই শাহজাহানের পক্ষ হইয়া স্বীয় পূর্ব্বস্বামীর অদৃষ্টাকাশ ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। এই লাকজী যাদবের এক বীরপ্রসূ কন্যা মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর মাতা। অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শিবাজীসেনানী প্রতাপরাও এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করেন। তৎপরে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফরুখশিয়রের সময়ে মহারাষ্ট্রগণ এস্থান হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী কর-সংগ্রহের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চিন্ খীলিচ খান্ (নিজাম উল্‌মুল্‌ক্) সখর-খেদলার (ফতেখেদ্‌লা) নিকটে মোগলসৈন্যকে পরাভূত করেন। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে কর সংগ্রহ হইতে নিবারণ করিতে পারেন নাই। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মেহকর পেশবার হস্তে সমর্পিত হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নিজামও পুণারাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ইংরাজ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র পরাভবের পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের নিজাম ইংরাজানুগ্রহে সমগ্র বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদল পুন-রায় ফতেখেদ্‌লা অধিকার করেন। পেন্ধারি যুদ্ধের অবসানে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে নিজামের হস্তগত হয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ আর মস্তকোত্তলন করে নাই। কিন্তু স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, রাজপুত ও মুসলমানগণের উপদ্রবে রাজ্য মধ্যে বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মালকাপুর লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যাদববংশীয়গণের অধিনায়কতায় শেষ পেশবা বাজীরাওর আরব সৈন্য নিজাম সৈন্যগণকে পরাভূত করে। এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজগণ বাজীরাওর পূর্ব্ব সম্পত্তি কাড়িয়া লয়েন এবং তাঁহাকে বিঠুরনগরে নজরবন্দী করিয়া রাখেন।

দেউলগাঁও-রাজ, মালকাপুর, নন্দুরা, চিখ্‌লি, ধোনেগাঁও, বুল্‌-দানা, দেউলঘাট, মেহকর ও ফতেখেদ্‌লা এখানকার প্রসিদ্ধ নগর।

বুল্‌বুল্‌ (পারসী) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [বুল্‌বুলী দেখ।]

বুল্‌বুল্‌বোস্তা, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় নাইটিঙ্গেল (Nightingale বা Pellorreum rufeceps) ও পারসীতে "বুল্‌বুল্‌বোস্তা" বা "বুল্‌বল্‌হাজার দাস্তান" বলে। অনেকেই বোধ করি এই সুবিখ্যাত গায়ক পক্ষীকে দেখিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্য অতি সামান্য; কিন্তু ইহার স্বর এত সুললিত যে, যে কোন ব্যক্তি একবার এই পক্ষীর গান নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহাকে গায়কবিহগ-কুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে ও ইহার এই চিত্তোন্মাদক স্বরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই পাখী সচরাচর ১০০৲ একশত হইতে ১৫০৲ দেড়শত টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, বুল্‌বুল্‌বোস্তার গানোপযোগী শির ও মাংসপেশী সমুদায় অত্যন্ত সবল; অন্য গায়ক পক্ষীদিগের উহা তত পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায় না। এই নিমিত্ত ইহাদের স্বর অত্যন্ত উচ্চ এবং ইহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিবিধস্বরে গান করিতে সমর্থ।

দুই-প্রকার বুল্‌বুল্‌বোস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর পাখীগুলি সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য মধ্যে বাস করে। ইহাদের শরীরের দীর্ঘতার পরিমাণ প্রায় পাঁচ ইঞ্চি; এই দৈর্ঘ্যের আবার সার্দ্ধ দুই ইঞ্চি পুচ্ছ; চঞ্চু এক ইঞ্চির কিঞ্চিৎ ন্যূন। চঞ্চু সূক্ষ্মাগ্র ও অবক্র। চঞ্চুর ও মুখের অভ্যন্তরভাগ পীতবর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের পৃষ্ঠাদি উপরি-ভাগের বর্ণ প্রায় নস্যের ন্যায়, তলভাগ ঈষৎ শ্বেতাভ ও পদদ্বয় ঈষদ্রক্তমিশ্রিত শুভ্রবর্ণ। অপর শ্রেণীর পক্ষীগুলি পর্ব্বতোপরি বাস করে এবং কখন কখন পর্ব্বত নিম্নভাগস্থ অরণ্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অপার্ব্বত্য শ্রেণীর পক্ষীগুলি অপেক্ষা এই শ্রেণীর পাখীগুলির দেহের পরিমাণ প্রায় দুই ইঞ্চি অধিক এবং বর্ণও কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। প্রথম শ্রেণীর পক্ষী অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষীদিগের কণ্ঠধ্বনি অনেক পরিমাণে উচ্চ; বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর বুল্‌বুল্‌বোস্তারাই রজনী-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত। বুল্‌বুল্‌বোস্তা প্রৌঢ়াবস্থাতেই অধিক পরিমাণে গান করিয়া থাকে।

বুল্‌বুল্‌বোস্তার পুংপক্ষীরাই গানকারী; এই পক্ষিগণ বাল্যাবস্থায় প্রায় দুই তিন মাসকাল গান করে এবং দলবদ্ধ হইয়া তিন চারিমাস একস্থানে অবস্থান করে। ঐ সময়ের মধ্যে তাহারা প্রায় দুইবার অণ্ডপ্রসব, শাবকোৎপাদন ও তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকে। শাবকাবস্থাতেই ইহাদিগের পুং স্ত্রী প্রভেদ বিশেষরূপ প্রকাশ পায়। যে সকল শাবকের বক্ষের ও

ডানার পক্ষাগ্র সমুদায় ঈষৎ পীতবর্ণবিশিষ্ট ও গলদেশের বর্ণ শ্বেত হয়, তাহারা পুং; আর যে সকল শাবকের গলদেশ শ্বেতাভ এবং পালকাগ্র সকল পীত নহে, তাহারা স্ত্রী।

এই পক্ষী সমমণ্ডলবাসী; ইউরোপ ও এসিয়া খণ্ডদ্বয়ের অনেকাংশেই এবং আফ্রিকাখণ্ডে কেবল নীলনদের তীরবর্ত্তী দেশ সকলে এই পক্ষী পাওয়া যায়। ইহারা এক একবারে পাঁচ বা ছয়টী করিয়া হরিতাভ কপিশ বর্ণের ছোট ছোট অণ্ড প্রসব করে এবং পনের দিবস ক্রমাগত তদুপরি উপবেশন করিয়া (তা দিয়া) তাহা ফুটাইয়া থাকে। বুল্‌বুল্‌বোস্তা প্রায়ই মৃত্তিকা হইতে অল্প উচ্চে এবং কখন কখন বা দীর্ঘ তৃণাবৃত মৃত্তিকায় নীড় নির্ম্মাণ করিয়া শাবকোৎপাদন করে। ইহাদিগকে শাবকাবস্থাতেই আনিয়া প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহারা পালকের অত্যন্ত বশীভূত হয় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নির্ভয়চিত্তে গান করিয়া থাকে। ইহারা পালকের এরূপ বশীভূত হয় এবং তাহাকে এত ভালবাসে যে, কখন কখন তাহার বিরহে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এই পক্ষিগণ অধিকাংশই কীট ও পতঙ্গভোজী; ইহারা বন্য ফলাদিও খাইয়া থাকে।

য়ুরোপের কোন কোন প্রদেশে বুল্‌বুল্‌বোস্তা ধরিবার বিশেষ নিয়ম আছে। তথায় যদি কেহ প্রৌঢ়াবস্থার পাখী ধরে, তবে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সেখানে বুল্‌বুল্‌বোস্তার শাবক ধরিয়া বিক্রয়াদি করাই সাধারণ বিধি।

পোষাপাখীর পিঞ্জরেই বাস। এই অবস্থায় কেহ জোড়া জোড়া এবং কেহ বা এক একটা পাখী এক একটা পিঞ্জর মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকেন। পিঞ্জরটী দীর্ঘে ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি এবং উচ্চে একফুট পর্য্যন্ত হইলেই প্রচুর হয়। বেষ্টিন্ (Mr. Bastin) সাহেব বলেন, ঐ পিঞ্জরটী হরিৎবর্ণে রঞ্জিত ও উহার সমস্ত উপরিভাগ (ছাদ) একখণ্ড হরিদ্বর্ণ বসনে মণ্ডিত করা উচিত। যদি কেহ এই মতের পক্ষপাতী হইয়া বুল্‌বুল্‌বোস্তার পিঞ্জর হরিৎবর্ণে রঞ্জিত করেন, তাহা হইলে পাখীকে পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বে তিনি পিঞ্জরটী উত্তমরূপে শুষ্ক ও দুর্গন্ধশূন্য করিয়া লইবেন। পিঞ্জর মধ্যে তিনটী ডাঁড় প্রস্তুত করিয়া দিবেন, উহার দুইটী পিঞ্জরের তলার নিকট ও অপরটী তাহা হইতে কিছু উপরে রাখিবেন। পক্ষীগণের কোমল পদ নিরাপদ রাখিবার জন্য উক্ত ডাঁড়ত্রয়ও হরিদ্বর্ণ বসনে (মকমল প্রভৃতিদ্বারা) মণ্ডিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পিঞ্জর মধ্যে একটী জলপাত্র এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যে, পাখী ইচ্ছামত অনায়াসে উহাতে অবতরণ করিয়া স্নান করিতে পারে। পিঞ্জরের নিম্নভাগ সতত জলে আর্দ্র না হয়, এই নিমিত্ত ইহার তলদেশে এক'তা ব্লটীং কাগজ অথবা একখণ্ড অয়েলক্লথ বিস্তৃত করিয়া রাখিবে এবং উহা পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া পিঞ্জরের ময়লাদি বিদূরিত করিবে।

পরীক্ষাদ্বারা এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল বুল্‌বুল্‌বোস্তা উপরোক্তরূপ পরিষ্কৃত পিঞ্জর মধ্যে যত্নসহকারে রক্ষিত হয়, তাহারা উত্তম গান করিয়া থাকে। নির্জ্জন কিংবা বিরক্তিজনক স্থান ইহাদের নিতান্তই অপ্রিয়; এইরূপ স্থানে রক্ষিত হইলে ইহারা তেমন প্রফুল্লচিত্তে গান করে না। গান করার জন্য কখন কখন ছায়াবিশিষ্ট এবং কখন বা রৌদ্রময় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় কতক সময়ের জন্য পিঞ্জর স্থাপন করিবে। এই পাখীকে সাবধানতা ও মৃদুতার সহিত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

ইহারা সুশোভিত উদ্যান ও গোলাপাদি সুন্দর সুমিষ্ট সৌরভযুক্ত কুসুমপ্রিয় এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট। ইহারা সচরাচর শরৎ ঋতুর শেষভাগ হইতে বসন্তকাল পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে সুললিত স্বরে গান করিয়া থাকে। তবে শীতাধিক্যের সময় ইহারা কিছু কম গান করে। এই পাখী সকল আপন মদে আপনি মত্ত এবং আপন স্বর সৌরভে আপনি বিভোর থাকে। গান করিবার সময় ইহারা দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে অবিশ্রান্ত বিবিধপ্রকার স্বরলহরী ঢালিয়া দিয়া কর্ণকে পরিতৃপ্ত এবং হৃদয়কে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরের রত্নসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে থাকে। এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় ইহাদিগকে নাইটইঙ্গেল (Nightingale) অর্থাৎ রাত্রিগায়ক পাখী বলে। যদি তোমার হৃদয় সাহারার বালুকাময় ভূমির ন্যায় কেবল নীরস বা পাশবভাবপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে তুমি সংসারী হও, কি সংসারবিরাগী যোগী হও, তোমার হৃদয় সততই বুলবুলের সুললিত স্বরে আকৃষ্ট ও মোহিত হইবে। যখন ইহারা সমধিক উত্তেজিত হয়, তখন রাত্রিকালে একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইহাদের স্বর-বিরতি অনুভূত হয় না। এই অবস্থায় ইহারা কোন্ সময় নিদ্রা যায়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই গভীর নিশীথ সময়ে ইহাদের সুদূরব্যাপিনী সুমধুর স্বরলহরী শ্রবণ করিলে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়! ইহারা এক নিশ্বাসে অনেকক্ষণ গান করিতে পারে।

এই পাখী উদ্যান ও কুসুমপ্রিয় বলিয়া সময় সময় কুসুমসুবাসিত সুদৃশ্য উদ্যান মধ্যে পিঞ্জরের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া ইহাদিগকে রাখা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপাদি মধুর গন্ধযুক্ত পুষ্প ইহাদের পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া এবং প্রাতে ও বিকালে অন্যান্য সুস্বরবিশিষ্ট পাখীর স্বর শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহারা অত্যন্ত প্রফুল্ল হয় ও বিপুল স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সহিত গান করিয়া থাকে।

বুলবুলবোস্তাকে ফড়িং, অশ্বপুরীষজাত কীট, পিপীলিকাণ্ড ও ভাজা ছোলার সাতু তপ্তঘৃতে মিশ্রিত করিয়া আহারার্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। কখন কখন উক্ত সাতুর সহিত কুক্কুটী বা হংসডিম্বের পীতাংশ সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

এই পক্ষীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলে সময় সময় পীড়িত হইয়া থাকে, এই সময় তাহাদের চিকিৎসা আবশ্যক, অতএব যে সকল পীড়া সচরাচর উপস্থিত হয়, তাহার উপশমনার্থ নিম্নে কএকটী ঔষধের বিষয় বিবৃত হইল।

আহারাদির অনিয়ম নিবন্ধন কিংবা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া উচিতরূপ ব্যায়ামের অভাব হেতু কখন ইহাদের মন্দাগ্নি হইয়া থাকে। তাহা হইলে একদিন অন্তর ইহাদিগকে তিন বা চারিটা করিয়া মাকড় খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতেও যদি ক্রমে এই পীড়ার জন্য দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে পানীয় জলে লৌহশিজ্ঞান (মরিচা ধরা লৌহ) ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ জল পান করাইবে। তাহা হইলে মন্দাগ্নি ও দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইবে।

প্রথম বৎসর গাইবার সময় এই পাখীর নাসারন্ধ্রের উপর কখন কখন একপ্রকার ফোড়া হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ ফোড়ার উপর কেবল মাখন দিবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে ফটকিরী ও মধু মিশ্রিত করিয়া দিবে। যদি ইহাতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে অগ্নিতে একখানা ছুরিকা উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত ফোড়া দগ্ধ করিয়া দিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ সাবানের জলে ঐ ক্ষতস্থান পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে, তাহা হইলেই উহা আরোগ্য হইবে। এই সময়ে পানীয় জলের পরিবর্ত্তে তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত বিট্‌পালঙ্গের রস দেওয়া উচিত। ঐ রস প্রত্যহ নূতন করিয়া দিতে হইবে।

পক্ষপরিবর্ত্তন কাল পোষা পাখী মাত্রের পক্ষেই বিপদাবহ, কিন্তু বুলবুলবোস্তার পক্ষে আবার বিশেষ বিপজ্জনক। এই সময় প্রায়ই ইহারা দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়। এই নিমিত্ত ইহাদের শারীরিক বলসংরক্ষণার্থ পক্ষপরিবর্ত্তন কালের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখমাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠমাস সম্পূর্ণ ইহাদিগকে কুক্কুটী অণ্ড ও জাফরাণ (কুঙ্কুম) মিশ্রিত সাতু দেওয়া উচিত। পক্ষ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইলে ইহাদের আহারের নিমিত্ত যথেষ্ট কীট ও পতঙ্গ দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাকড় খাইতে দিবে। এইকালে ইহাদের স্নান ও পানীয় জলে জাফরাণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সময় ইহাদিগকে শীতল বায়ু ও সকল প্রকার বিরক্তি হইতে রক্ষা করিবে। পক্ষ পরিবর্ত্তন-কালে কোন কোন পক্ষীর নাসারন্ধ্র অবরোধ হইয়া যায়। এইরূপ এক বা দুই দিন পর্য্যন্ত মাখন, গোলমরিচ চূর্ণ ও লশুন রস একত্র মিশাইয়া রুদ্ধ নাসারন্ধ্রে দেওয়া উচিত। ইহাতেও আরোগ্য না হইলে ঐ পক্ষীর নিক্ষিপ্ত একটী ক্ষুদ্র পক্ষ মাখনে ভিজাইয়া তাহা নাসার এক রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া অপর রন্ধ্রপথে বাহির করিয়া লইবে। যদি একবারে ইহাদ্বারা নাসারন্ধ্রে মাখন না লাগে, তাহা হইলে পুনরায় ঐ পক্ষটী মাখন লিপ্ত করিয়া উল্লিখিত নিয়মে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে। অর্থাৎ নাসারন্ধ্র মধ্যে ভালরূপে মাখন লাগাইতে হইবে এবং দুই দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ নূতন বাদামের সারাংশ জলের সহিত প্রস্তরে ঘসিয়া তাহা দুধের ন্যায় হইলে, ঐ দুগ্ধ পানীয় জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র মুক্ত হইয়া যায়। নাসারন্ধ্র রোধ হইলে কখন কখন ইহাদের পক্ষ পরিবর্ত্তন ক্ষান্ত হয়। তাহা হইলে নাসারন্ধ্র মুক্ত করিয়া পক্ষ-পরিবর্ত্তনার্থ ঐ পক্ষীকে আমিষ জলে (মৎস্য ধৌত জলে) স্নান করাইবে এবং পানীয় জল জাফরাণদ্বারা আরক্ত করিয়া দিবে। এই পক্ষ-পরিবর্ত্তনকাল কখন কখন বুলবুলবোস্তাকে বাতরোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বাতরোগ নয়। উহা প্রায়ই পদের অস্থি-আচ্ছাদক মাংস বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। পোষাপাখীর সচরাচর দেড়-বৎসর বয়সের পর হইতেই জঙ্ঘার ও অঙ্গুলির অস্থি-আচ্ছাদক চর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়া স্থূল হইতে দেখা যায়। যাহা হউক বাতরোগের ন্যায় পীড়া বোধ হইলেই প্রথমতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বুলবুল-বোস্তার পদদ্বয় জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা উচিত। পীড়া সহজ হইলে ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জল বা তৈলদ্বারা পদের আচ্ছাদক ত্বক্‌ তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক্‌ তুলিতে হইলে তৈল বা ঈষদুষ্ণ জলে প্রথমতঃ ১০।১৫ মিনিট ঐ পাখীর পদদ্বয় মগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে সাবধানতার সহিত একএকটী করিয়া অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক্‌ তুলিয়া পুনর্ব্বার ঐ স্থানে তৈল মাখাইয়া দিবে। এইকালে কখন কখন ইহাদিগের মলের সহিত এরূপ রক্ত নির্গত হয় যে, তাহাকে কেবলমাত্র রক্ত বলিলেও বলা যায় এবং ইহাতে পাখী দুর্ব্বল হইয়া কখন কখন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এরূপ শোণিত স্রাব দেখা গেলে প্রথমতঃ ইহাদের পানীয় জলের পরিবর্ত্তে পাক করা ছাগ দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাগ-দুগ্ধের সহিত মেষমজ্জা পাক করিয়া তাহা পানীয় জলের পরিবর্ত্তে তিন চারি দিন দিবে। তাহা হইলেই ইহাদের ঐরূপ শোণিত-স্রাব নিবারিত হইয়া যাইবে।

পক্ষপরিবর্ত্তনের পর কখন কখন বুলবুলবোস্তার মূর্চ্ছারোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা হওয়া মাত্রই ঐ পাখীকে বলপূর্ব্বক

শীতল জলে ডুবাইয়া স্নান করাইবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে পায়ের এক অঙ্গুলির কিয়দংশ কাটিয়া বিলক্ষণ রক্ত মোক্ষণ করিয়া দিবে। তাহা হইলেই আরোগ্য হইবে।

যদি পাখী বিষাদযুক্ত হইয়া ঝিমাইতে থাকে ও পালখগুলি উন্নত করিয়া রাখে এবং অধিকাংশ সময় ডানার ভিতর মাথা লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহার উদরের অসুখ হইয়াছে। এই অবস্থায় জলের সহিত একটু জাফরাণ (কুঙ্কুম) বিশেষ উপকারী।

বুল্বুল্বোস্তার কখন কখন হাঁপানী পীড়া হইয়া থাকে, হাঁপানী হইলে সিরকা (ভিনিগার) ও মধু মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেই আরোগ্যলাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, পিপীলিকা বুল্বুল্বোস্তার ভয়ানক শত্রু। বোধ হয় অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পিপীলিকা ভক্ষণ করিলেই বুল্বুল্বোস্তা মরিয়া যায়, সুতরাং এবিষয়ে বুল্বুল্বোস্তা-প্রতিপালকের এরূপ সাবধান হওয়া উচিত যে, যাহাতে পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া এই মূল্যবান্ ও চিত্ত-বিনোদনকারী গায়ক পক্ষী অকালে মরিয়া না যায়। যদিও ইহা প্রবাদ কথা হউক, তবু প্রতিপালকের পক্ষে এরূপ সাবধানতাগ্রহণে কোন ক্ষতির কারণ নাই।

বুল্বুল্বোস্তা বিশেষরূপ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইলে ২৪।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং বৎসরের মধ্যে ৮।৯ মাসকাল গান করে। যবন সম্রাট্দের সময় বুল্বুল্বোস্তার বিশেষ আদর ছিল, এই নিমিত্ত পারসী গ্রন্থাদিতে এই পাখীর অনেক প্রশংসাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

বুল্বুল্সা, বুল্বুল্জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ (Muscicapa Paradisiact)।

বুল্বুলী (পারসী) পক্ষীবিশেষ (Turdus Cafer)। পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণ এই জাতীয় পক্ষীকে (Merudidœ) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ। মুখাগ্রে বড় বড় লোম আছে, পদদ্বয়ের নখগুলি ধারাল। পুচ্ছের নিম্নভাগের পালখগুলি লালবর্ণের হয়। ইহাদের স্বর মধুর। সাধারণতঃ শীতকালে এই জাতীয় পক্ষীর সমাগম হইয়া থাকে। অনেকে লড়াইর জন্য বুল্বুলী পোষে। বুল্বুলীর লড়াই দেখিতে অতি কৌতুকজনক। ধনী ও সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আমোদের জন্য বুল্বুলীর লড়াই দিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহারা নীড় নির্ম্মাণ করে এবং এককালে ৪ বা ৫টী ডিম্ব প্রসব করে। পালিত পক্ষী সাধারণতঃ ছাতু খাইয়া থাকে। বন্যপক্ষীগণ পোকা ফড়িং প্রভৃতি খায়।

বুল্সার (বলসাদ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুরাটজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ১টী নগর ও ৯৪ খানি গ্রাম আছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী তিথল গ্রাম স্বাস্থ্যনিবাস মধ্যে পরিগণিত। বোম্বাই নগর হইতে অনেক লোক স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ২০° ৩৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৮´ ৪০´´ পূঃ। এখানে জলপথে ও স্থলপথে নানাদ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বুল্ব (ত্রি) বুল্-ব উণাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। তিরশ্চীন। (শতপথব্রা° ১১।৫।১।১৪)

বুষ (ক্লী) বুস্যতে উৎসৃজ্যতে যৎ, ইগুপধেতি ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ ষত্বং। বুস, তুচ্ছধান্য, চলিত আগড়া।

বুস, উৎসর্গ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বুস্যতি। লোট্ বুস্যতু। লিট্ বুবোস। লুঙ্ অবোসীৎ, ইরিৎ অবুসৎ।

বুস (ক্লী) বুস্যতে তুচ্ছত্বাদুৎসৃজ্যতে ইতি (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ তুচ্ছধান্য, চলিত আগড়া, তুষ, পর্য্যায়—কড়ঙ্গর, বুষ। (শব্দরত্ন) ২ উদক, জল।

"আবিঃ স্ব কৃণুতে গৃহতে বুসম্" (ঋক্ ১০।২৭।২৪) 'বুসমুদকং' (সায়ণ)

বুসপ্লাবি, কীটভেদ। (Beetles) (দিব্যা° ১২।২৫)

বুস্ত, ১ আদর। ২ অনাদর। চুরাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ বুস্তয়তি-তে। লোট্ বুস্তয়তু-তাং। লিট্ বুস্তয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অবুবুস্তৎ-ত।

বুস্ত (ক্লী) বুস্ত্যতে নাদ্রিয়তে বুস্ত-ঘঞ্। পনসাদিফলের ত্যজ্য অংশ, চলিত ভূতি। ২ মাংসপিষ্টকভেদ, মাংসের পিটে।

বূক্ক (ত্রি) বুক্কয়তি শব্দায়তে ইতি বুক্ক-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাদ্দীর্ঘঃ। বুক, হৃদয়। (অমরটীকা রমানাথ)

বৃংহণ (ত্রি) বৃহি-ল্যু। পুষ্টিকারক।

'সংযাবো বৃংহণো গুরুঃ' (শব্দরত্না°)

বৃংহণত্ব (ক্লী) বৃংহণস্য ভাবঃ ত্ব। বৃংহণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৃংহিত (ক্লী) বৃংহ-ক্ত। হস্তিগর্জ্জন।

"শঙ্খদুন্দুভিঘোষৈশ্চ বারণানাঞ্চ বৃংহিতৈঃ।" (ভারত ৬।১৮।২)

বৃংহিতা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃকাভেদ। ইহার পাঠান্তর বৃংহিলা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত ৩।২২৭ অঃ)

বৃবদুক্থ (ক্লী) পদ। (নিঘণ্টু)

বৃবু (পুং) পণির তক্ষা। "অধি বৃবুঃ পণীনাং (ঋক্ ৬।৪৫।৩১) 'বৃবুর্নাম পণীনাং তক্ষা' (সায়ণ)

বৃবুক (ক্লী) জল। (ঋক্ ১০।২৭।২৩)

বৃসয় (পুং) ১ অসুর। ২ ত্বষ্টা। "অবাতিরতং বৃসয়স্য" (ঋক্ ১।৯৩।৪) 'বৃসয়তি সর্ব্বং বেষ্টয়তীতি বৃসয়োঽসুরস্ত্বষ্টা' (সায়ণ)

বৃসী (স্ত্রী) ব্রুবস্তোঽস্যাং সীদন্তি পৃষোদরাদিত্বাৎ ব্রুবো বৃ-সদ-ড, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঋষিদিগের আসন।

বৃহ, বৃদ্ধি। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ বর্হতি। লোট্-বর্হতু। লুঙ্ অবর্হীৎ। ঋদিৎ অবৃহৎ।

বৃহক (পুং) বৃহ-কুন্। দেবগন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।১২৩অঃ)

বৃহচ্চঞ্চু (পুং) বৃহতী-চঞ্চুঃ শাকবিশেষঃ। মহাচঞ্চুশাক। (রাজনি॰) বৃহতী চঞ্চুর্যস্যেতি। (ত্রি) ২ দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত।

বৃহচ্চিত্ত (পুং) ফলপূর। (শব্দচন্দ্রিকা॰)

বৃহচ্ছন্দস্ (ত্রি) বৃহচ্ছাদযুক্ত।

বৃহচ্ছরীর (ত্রি) বৃহদাকারবিশিষ্ট। (বিষ্ণু)

বৃহচ্ছল্ক (পুং) বৃহন্ শল্কো যস্য। চিঙ্গটমৎস্য। (জটাধর)

বৃহচ্ছাল (ত্রি) বৃহৎ শালযুক্ত।

বৃহচ্ছ্রবস্ (ত্রি) বৃহৎ শ্রবো যস্য। মহাযশস্ক। (ভাগ॰ ১।৪১)

বৃহজ্জাবালোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

বৃহজ্জাল (ক্লী) বড় জাল।

বৃহজ্জীবন্তী (স্ত্রী) বৃহজ্জীবন্তিকা বৃক্ষ। পর্য্যায়—পত্রভদ্রা, প্রিয়ঙ্করী, মধুরা, জীবপুষ্টা, বৃহজ্জীবা, যশস্করী। ইহার গুণ—বহুবীর্য্যদায়ক, ভূতবিদ্রাবণ, বেগপূর্ব্বক রসনিয়ামক। (রাজনি॰)

বৃহড্ঢক্কা (স্ত্রী) বৃহতী ঢক্কা। ঢক্কাবিশেষ, বড় ঢাক, জয়-ঢাক। ভেরীবাদ্য।

"বৃহড্ঢক্কা তু ভেরী স্ত্রী পুমান্ দুন্দুভিরানকঃ।
দ্রগড়ঃ প্রতিপত্তূর্য্যমানকঃ পটহোঽস্ত্রিয়াং॥" (জটাধর)

বৃহতিকা (স্ত্রী) বৃহতী (বৃহত্যা আচ্ছাদনে। পা ৫।৪।৬) ইতি স্বার্থে কন্। ১ উত্তরীয়বস্ত্র। (অমর) ২ বৃহতী। (শব্দমা॰)

বৃহতী (স্ত্রী) বৃহৎ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী, চলিত ব্যাকুড়। পর্য্যায়—মহতী, ক্রান্তা, বার্ত্তাকী, সিংহিকা, কুলী, রাষ্ট্রিকা, স্থূলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বহুপত্রী, কণ্টতনু, কণ্টালু, কটুফলা, বনবৃন্তাকী, (রাজনি॰) সিংহী, প্রসহা, রক্ত-পাকী, লতাবৃহতিকা, (রত্নমালা।) ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতজ্বর, অরোচক, আম, কাশ, শ্বাস ও হৃদ্রোগনাশক। Solanum Indicum & Solanum Jacquini. [অক্রান্তা দেখ।] ২ মহতী নারদের বীণার নাম। কাহারও মতে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর বীণার নাম বৃহতী।

"বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী।
মহতী নারদস্য স্যাৎ সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী॥" (মাঘটীকা ১।১০)

২ উত্তরীয়বস্ত্র। ৩ বারিধানী। ৪ বাক্য। ৫ কণ্টকারী। (মেদিনী) ৬ মর্ম্মস্থানবিশেষ। পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে স্তনমূল হইতে সরল রেখায় স্থিত। এই মর্ম্ম ছিন্ন হইলে অতিশয় শোণিত নিঃসরণ হইয়া মৃত্যু হয়। (সুশ্রুত ৩।৬) ৭ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিপদে নয়টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—"ভুজগ শিশুসৃতা নৌভঃ" উদাহরণ—

"হ্রদতটনিকটক্ষৌণী ভুজগশিশুসৃতা যাসীৎ।
সুররিপুদলিতে নাগে ব্রজজনসুখদা সাভূৎ॥" (ছন্দোম॰)

বৃহতীপতি (পুং) বৃহতীনাং বাচাং পতিঃ। বৃহস্পতি। (হেম)

বৃহৎ (ত্রি) বৃহ-বৃদ্ধৌ (বর্ত্তমানে পৃষদ্বৃহৎ মহজ্জগৎ শতৃবচ্চ। উণ্ ২।৮৪) ইতি অতি প্রত্যয়েন। নিপাতনাৎ সাধুঃ। মহৎ।

"বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সংভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা॥" (মাঘ ২।১০)

বৃহৎক (ত্রি) বৃহৎপ্রকারঃ (চঞ্চদ্বৃহতোরূপসংখ্যানং। পা ৫।৪।৩) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা কন্। বৃহৎ।

বৃহৎকন্দ (পুং) বৃহৎকন্দং যস্য। ১ গৃঞ্জন। (রত্নমালা) ২ বিষ্ণুকন্দ। (রাজনি॰)

বৃহৎকর্ম্মন্ (ত্রি) বৃহৎকর্ম্ম যস্য। ১ মহাকর্ম্মযুক্ত, বৃহৎ কার্য্যযুক্ত।

বৃহৎকায় (পুং) আজমীঢ়বংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ॰ ৯।২১।২২)

বৃহৎকালশাক (পুং) বৃহন্ মহান্ কালশাকঃ। শোথজিহ্ব, চলিত বৃহৎ কালকাসুন্দিয়া।

বৃহৎকাশ (পুং) বৃহন্ কাশঃ। থড়্কাট, চলিত খাগ্ড়া। (হারাবলী)

বৃহৎকীর্ত্তি (ত্রি) বৃহতী কীর্ত্তির্যস্য। ১ মহাকীর্ত্তিযুক্ত। (পুং) ২ আঙ্গিরসাগ্নিপুত্রভেদ। (ভারত বনপ॰ ২২১ অঃ) ৩ অসুর-ভেদ। (হরিব॰ ৪২ অঃ)

বৃহৎকুক্ষি (ত্রি) বৃহন্ কুক্ষির্যস্য। তুন্দিল, চলিত ভুঁড়ে।

বৃহৎকেতু (ত্রি) বৃহন্ কেতুর্যস্য। ১ মহাধ্বজযুক্ত। (পুং) ২ রাজভেদ। (ভারত আদিপ॰ ৬ অঃ)

বৃহৎক্ষত্র (পুং) আজমীঢ়বংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ॰ ৯।২৬ অঃ)

বৃহত্তাল (পুং) বৃহন্ তালঃ। হিন্তাল। (রাজনি॰)

বৃহত্তিক্তা (স্ত্রী) বৃহন্ তিক্তো রসোঽস্যাঃ। পাঠা। (রাজনি॰)

বৃহতৃণ (পুং) বংশ, বাঁশ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃহত্ত্ব (ক্লী) বৃহতোভাবঃ ভাবে ত্ব। বৃহতের ভাব বা ধর্ম্ম, মহত্ব।

বৃহত্ত্বচ্ (পুং) বৃহতী ত্বক্ যস্য। গ্রহণাশনবৃক্ষ, চলিত ছাতি-য়ান। (রত্নমালা)

বৃহৎপত্র (পুং) বৃহৎ পত্রং যস্য। হস্তিকন্দ। (রাজনি॰)

বৃহৎপত্রা (স্ত্রী) বৃহৎ পত্রং যস্যাঃ। ত্রিপর্ণিকা। (রাজনি॰)

বৃহৎপলাশ (ত্রি) বৃহৎ পত্রযুক্ত।

বৃহৎপাটলি (পুং) ধুস্তূর। (ত্রিকা॰)

বৃহৎপাদ (পুং) বৃহন্ পাদো যস্য। বটবৃক্ষ। (শব্দমালা)

বৃহৎপারেবত (ক্লী) বৃহৎ মহৎ পারেবতং। মহাপারেবত। বড় পেয়ারা। (রাজনি॰)

বৃহৎপালিন্ (পুং) বনজীর। (রাজনি॰)